মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ১৯৯৯

Contents

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।
মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

رب زدني علما

جلد:٣ عدد:٢، رجب ١٤٢٠هـ/نومبر ١٩٩٩م
رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ আলাইন মসজিদ, আরব আমিরাত।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are, Such as: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News: Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11.Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০/=
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০/=
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০/=
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০/=
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০/=
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০/=
* অর্ধ সিকি পৃষ্ঠাঃ	২৫০/=

০ স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/=(ষান্মাষিক ৮০/=)	====
এশিয়া মহাদেশঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভূটানঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তানঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশঃ	৮৭০/=	৮০০/=

* ভি, পি, পি -যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor: Dr.Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by: Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post: Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph: (0721) 760525. Ph & Fax: (0721) 761378.

http://islaminonesite.wordpress.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৩য় বর্ষঃ ২য় সংখ্যা
রজব ১৪২০ হিঃ
কার্তিক ১৪০৬ বাং
নভেম্বর ১৯৯৯ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ফোন-(বাসা)৭৬০৫২৫
ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস- ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
আন্দোলন অফিস - ফোনঃ ৯৩৩৮৮৫৯।
যুবসংঘ অফিস - ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✪ সম্পাদকীয় ০২
✪ দরসে কুরআন ০৩
✪ দরসে হাদীছ ০৮
✪ প্রবন্ধ ঃ
○ ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের স্বরূপ ১০
– শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
○ জ্বলন্ত কাশ্মীরঃ সমাধান কোন পথে? ১৫
– শামসুল আলম
○ মানব মর্যাদার মানদণ্ড নিরুপণে আল-কুরআনের বিপ্লবী অবদান ১৮
– মাওলানা যিল্লুর রহমান নদভী
○ শবে মে'রাজের অনুষ্ঠান সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ২০
– সাঈদুর রহমান
✪ ছাহাবা চরিতঃ
○ হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) ২১
– মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
✪ চিকিৎসা জগৎ ২৫
✪ খুৎবাতুল জুম'আ ২৬
✪ দো'আ ২৯
✪ কবিতা ৩০
স্বাগতম, আমি যদি যাই চলে মা, জিহাদের ময়দান
✪ সোনামণিদের পাতা ৩১
✪ স্বদেশ-বিদেশ ৩৫
✪ মুসলিম জাহান ৪০
✪ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪১
✪ সংগঠন সংবাদ ৪২
✪ মারকায সংবাদ ৪৬
✪ পাঠকের মতামত ৪৭
✪ প্রশ্নোত্তর ৪৮

http://islaminonesite.wordpress.com

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

قُومُوا إلى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ

'এগিয়ে চল তোমরা জান্নাতের পানে, যার প্রশস্ততা আসমান এবং যমীনে পরিব্যপ্ত' (মুসলিম)।

[বদর যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ]

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানঃ

পারমাণবিক শক্তিধর একমাত্র মুসলিম দেশ পাকিস্তান এখন সামরিক শাসনের অধীনে। প্রতিবেশী চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতে যখন নতুন সরকারের অভিষেকের আয়োজন চলে, পাকিস্তানে তখন ঘটে সামরিক অভ্যুত্থান। অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন কারগিল বিজয়ের পুরস্কার ঘরে তুলেন অর্থাৎ তৃতীয় বারের মত ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন, ঠিক তার প্রাক্কালেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের অপমানজনক পদচ্যুতি ঘটে। ১২ অক্টোবর '৯৯ এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল পারভেজ মোশাররফকে আকস্মিকভাবে বরখাস্ত করার পর এই অভ্যুত্থান ঘটে। জানা গেছে, মাত্র দু'সপ্তাহ আগে নতুন মেয়াদে সেনাপ্রধান পদে নিযুক্তি দেয়ার পর বিনা কারণেই প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ জেনারেল পারভেজ মোশাররফকে বরখাস্ত করেছিলেন এবং একই পদে নিযুক্তি দিয়েছিলেন অন্য একজন বিশ্বস্ত জেনারেলকে। অভিযোগ রয়েছে যে, দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হওয়ার পর নওয়াজ শরীফ সাংবিধানিক শাসনের পরিবর্তে একনায়ক সুলভ শাসনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। মাত্র আড়াই বছরের শাসনামলে তিনি একজন প্রেসিডেন্ট, একজন প্রধান বিচারপতি, দু'জন নৌবাহিনী প্রধান, সিন্ধুর সরকার এবং দু'জন সেনাবাহিনী প্রধানকে বরখাস্ত করেন। সর্বোপরি সেনাপ্রধান জেনারেল পারভেজ মোশাররফকে বরখাস্ত ও হত্যা প্রচেষ্টা চালিয়ে সেনা অভ্যুত্থানের সুযোগ তৈরি করে দেন। অতঃপর তিনদিন কার্যতঃ সরকার বিহীন চলার পর ১৫ অক্টোবর শুক্রবার সারাদেশে যরূরী অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল পারভেজ মোশাররফ প্রধান নির্বাহী হিসাবে দেশের সর্বময় নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সংবিধান ও পার্লামেন্ট স্থগিত করা হয়। তবে প্রেসিডেন্ট রফীক তারার স্বপদে বহাল থাকেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর বিগত ৫২ বছরের মধ্যে প্রায় ২৪ বছরই পাকিস্তান সামরিক শাসনের অধীনে থেকেছে। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান রাতের অন্ধকারে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে সামরিক শাসনের সূচনা করেন। ১৯৬৯ সালে প্রবল গণরোষে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করেন জেনারেল ইয়াহইয়া খানের কাছে। অতঃপর স্বাধীনতার ২৩ বছর পর ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষমতায় আসেন যুলফিকার আলী ভুট্টো। ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউল হক ভুট্টোকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৮৮ সালে এক রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত না হওয়া পর্যন্ত জিয়াউল হক-এর সামরিক শাসন বহাল থাকে। এর আগে ১৯৮৫ সালে তিনি সামরিক শাসন তুলে নিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হয় নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের অভিযাত্রা।

পাকিস্তানের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর ইতিহাস আরো জঘন্য, আরো কলংকিত। বিগত ১১ বছরে অধিষ্ঠিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক সরকারই ক্ষমতা কুক্ষিগত করা ও আখের গোছানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। ক্ষমতাসীন দল মাত্রই দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছে। নির্বাচিত সাংবিধানিক সরকার গুলোর সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, অসহনশীলতা প্রভৃতি কারণে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। উক্ত সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যখন বিরোধী দলে অবস্থান নিয়েছে, তখন ঐ দল আবার বিপ্লবী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ চিত্র শুধু পাকিস্তানের নয়। বাংলাদেশ ও ভারত সহ তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রায় সবগুলোরই একই অবস্থা। নির্বাচনের পূর্বে ভাল মানুষী আচরণ এবং ক্ষমতাসীন হয়ে বিমাতাসুলভ ব্যবহার করা, বিরোধী মত ও প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো, আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন, সর্বোপরি ক্ষমতা স্থায়ী করতে যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ আজকের বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের রূঢ় বাস্তবতা।

এর কারণ হিসাবে বলা চলে যে, গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে জনগণের নামে স্বল্প সংখ্যক রাজনীতিকের হাতে। দলের নেতা উক্ত ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। ফলে তিনি একসময় অহংকারী হয়ে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হন। গণতন্ত্রে গুণ ও যোগ্যতার চেয়ে সংখ্যার গুরুত্ব বেশী। সেকারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ও সরকার প্রধানের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রতিরোধ করার কেউ থাকেনা। পাকিস্তানের নওয়াজ শরীফ দুই তৃতীয়াংশের অধিক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সামরিক সরকারের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়াটা আরও স্বাভাবিক ব্যাপার। এক্ষণে এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পথ আমাদের তালাশ করতে হবে। যেখানে সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে থাকবে না। থাকবে আল্লাহ্‌র হাতে। হালাল-হারাম ও ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি মানুষ নির্ণয় করবে না, করবেন আল্লাহ। কোন সিদ্ধান্ত এককভাবে নয়, হবে গুণীজনের পরামর্শ ভিত্তিক এবং তা হবে আল্লাহ্‌র আইনের অধীন। যেখানে সংখ্যা নয়, গুণ ও যোগ্যতা হবে নেতৃত্বের প্রকৃত মাপকাঠি। সেই শূরা পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থাই হলো ইসলামী সরকার ব্যবস্থা। আমরা সেই এলাহী শাসন ব্যবস্থাই মনে প্রাণে কামনা করি। নইলে বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রের মধ্যে চরিত্রগত কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

তাবলীগী ইজতেমা ২০০০ সাল

১৭, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ৪, ৫ ফাল্গুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার, নওদাপাড়া।

দলে দলে যোগদান করুন!

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে কুরআন

পর্দাঃ নারী মর্যাদার রক্ষাকবচ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَلاَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى، وَأَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَآتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَأَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه ط إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۝

১. **উচ্চারণঃ** ওয়া ক্বারনা ফী বুয়ূতিকুন্না ওয়া লা তাবাররাজ্না তাবাররুজাল জা-হেলিইয়াতিল উলা। ওয়া আক্বিমনাছ ছালা-তা ওয়া আ-তীনায যাকা-তা ওয়া আত্বি'নাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ। ইন্নামা ইয়ুরীদুল্লাহু লেইয়ুয্হিবা 'আনকুমুর রিজ্সা আহলাল বায়তে ওয়া ইয়ুত্বাহহিরাকুম তাত্বহীরা।

২. **অনুবাদঃ** 'তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং পূর্বেকার জাহেলী যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। তোমরা ছালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যগণ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে' (আহযাব ৩৩)।

৩. **শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ**

(১) ক্বারনা (قَرْنَ) 'তোমরা (স্ত্রী) অবস্থান কর'। মূলে ছিল إِقْرَرْنَ ছীগা جمع مؤنث حاضر بحث أمر حاضر মাদ্দাহ 'ক্বারার' (اَلْقَرَار)। معروف باب سَمِعَ يَسْمَعُ ব্যাকরণবিদ কিসাঈ বলেন, পরপর দু'টি 'রা' উচ্চারণে ভারী হওয়ায় প্রথম 'রা'-টিকে ফেলে দিয়ে তার হরকত পূর্ব অক্ষরে দেওয়া হয়েছে। এক্ষণে ফা-কালেমা অর্থাৎ ক্বাফ হরকতযুক্ত হওয়ায় শুরুতে 'হামযায়ে ওয়াছল'-এর আর প্রয়োজন নেই বিধায় তা ফেলে দেওয়া হয়। ফলে 'ক্বারনা' (قَرْنَ) হয়ে যায় (কুরতুবী)।

(২) লা তাবাররাজ্না (لاَتَبَرَّجْنَ) 'তোমরা (স্ত্রী) প্রদর্শন করো না'। মাদ্দাহ 'বুরূজ' (اَلْبُرُوْج) অর্থ চূড়া, গুম্বজ ইত্যাদি। যা স্পষ্টভাবে দেখার মধ্যে কোন অন্তরায় থাকে না। এখানে অর্থ হ'লঃ গোপন সৌন্দর্য খুলে দিয়ো না'। صيغه جمع مؤنث حاضر بحث نهى حاضر معروف باب تفعّل - বাবে تفعّل -এর فعل গুলি প্রায়ই 'নিজে হওয়া' অর্থ প্রকাশ করে। যেমন تَحَيَّرَ 'সে হতভম্ব হয়েছে'। এই باب -এর অনেকগুলি خاصه -এর মধ্যে একটি হ'ল 'তাকাল্লুফ' (تكلّف) বা ভাণ করা। অর্থাৎ নিজে যা নয়, তাই প্রকাশ করা। যেমন تَشَجَّعَ অর্থ 'সে নিজেকে বীর বলে ভাণ করল'। সেমতে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'তাবাররুজ' (تَبَرُّج) অর্থ হবেঃ যা দেখানোর নয় তাই প্রদর্শন করা বা দেখানোর ভাণ করা। ভাবখানা এই যে, আমি দেখাচ্ছিনা। দেখানোর ভাণ করছি মাত্র।

(৩) **আল-জাহেলিয়াতিল উলা** (الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى): 'পূর্বেকার মুর্খতার যুগ'। মওছূফ-ছিফাত স্ত্রীলিঙ্গ। এখানে 'পূর্বেকার' বিশেষণ যুক্ত করার মাধ্যমে ঐ যুগকে বুঝানো হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব যুগের পূর্বে ছিল। এর দ্বারা এটা বুঝা ঠিক নয় যে, সেখানে দ্বিতীয় আরেকটি জাহেলী যুগ ছিল। সাধারণভাবে প্রাক-ইসলামী যুগকে জাহেলী যুগ বলা হয়। যেমন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'আমি জাহেলী যুগে আমার পিতাকে বলতে শুনেছি' (বুখারী)। ইমাম কুরতুবী বলেন যে, এটাই হ'ল সুন্দর কথা (هذا قول حسن)। তবে অনেক বিদ্বান বলেছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর আবির্ভাব যুগে মক্কার লোকেদের আর্থিক অবস্থা খুবই সঙ্গীন ছিল। তাদের মেয়েদের মধ্যে বিলাসিতা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনীর কোন উপকরণ সংগ্রহ করার মত সঙ্গতি ছিল না। অতএব আয়াতে বর্ণিত 'পূর্বেকার জাহেলিয়াত' বলতে আরও পূর্বেকার নবীদের যুগের কথা বুঝানো হয়েছে। যখন মানুষের হাতে যথেষ্ট অর্থ-সম্পদ ছিল। তাদের মেয়েরা মুক্তা খচিত পোষাক পরে রাস্তায় চলত ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করত। কুরতুবী বলেন যে, প্রাক ইসলামী যুগ বললে রাসূল যুগের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকল যুগের অবস্থাকে শামিল করে।[১]

৪. **আয়াতের ব্যাখ্যাঃ**

আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ অর্থাৎ উম্মাহাতুল মুমিনীনের সম্পর্কে নাযিল হ'লেও তা সকল মুসলিম নারীর জন্য প্রযোজ্য। অত্র আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াত ও

১. *তাফসীর কুরতুবী ১৪/১৮০ পৃঃ।*

হাদীছ সমূহের আলোকে একজন মুসলিম নারীর জীবন পদ্ধতি নির্ণীত হয়েছে। আর সেটা এই যে, নারীর স্বাভাবিক অবস্থানস্থল হ'ল তার গৃহ। প্রয়োজনে বের হ'লে সে বের হবে সৌন্দর্য প্রকাশহীন ভাবে এবং পূর্ণ পর্দা সহকারে। এক্ষণে আমরা উক্ত আয়াতের আলোকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করব ইনশাআল্লাহ।-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন বিশ্বনবী এবং মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম নমুনা। তিনি যে সমাজ নির্মাণ করে গিয়েছিলেন, সেটাই হ'ল সর্বকালের সেরা ও সর্বাধিক উন্নত মানবিক সমাজ। পরিবার হ'ল সমাজের প্রাথমিক ইউনিট। পরিবার ও পারিবারিক জীবন উন্নত না হ'লে উন্নত সমাজ আশা করা বৃথা। এক্ষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম পারিবারিক জীবনের যে উন্নত নমুনা দেখিয়ে গেছেন, সেটা আমাদেরকে সামনে রাখতে হবে ও তার আলোকে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ঢেলে সাজাতে হবে। তবেই জান্নাত আশা করা যেতে পারে। আল্লাহ বলেন, قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا 'তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও' (তাহরীম ৬)।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক যে, রাসূল (ছাঃ) যে পরিবার গড়েছিলেন, তা নিজের চিন্তা প্রসূত ছিল না, বরং তা ছিল সরাসরি আল্লাহ প্রেরিত অহি-ভিত্তিক। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক স্বীয় নবীকে তাঁর স্ত্রীদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ ও কর্তব্য কর্ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আয়াতটিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগে নারীদের প্রকৃত অবস্থান নির্ধারণ। দ্বিতীয় ভাগে কর্তব্য কর্ম নির্ধারণ ও তৃতীয় ভাগে পরিবার গঠনের লক্ষ্য বর্ণনা।

প্রথম ভাগে স্ব স্ব গৃহকেই মহিলাদের প্রকৃত অবস্থানস্থল হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। অতঃপর যখন তারা বাইরে যাবে, তখন যেন পূর্ণ পর্দার সাথে বের হয় এবং কোনক্রমেই নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।

দ্বিতীয় ভাগে তার কর্তব্য হিসাবে বলা হয়েছে, সে যেন প্রধানতঃ তিনটি বিষয় সম্পাদন করে। (১) নিয়মিত ছালাত আদায় করে এবং পরিবারকে ছালাতে অভ্যস্ত করে (২) সে যেন যাকাত আদায় করে এবং (৩) সে যেন সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।

তৃতীয় ভাগে ইসলামী পরিবার গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, পারিবারিক জীবনকে অপবিত্রতা সমূহ হ'তে মুক্ত করে পবিত্র করাই ইসলামী পরিবার গঠনের মূল লক্ষ্য এবং এটাই আল্লাহ পাকের একান্ত কামনা।

ইসলাম স্বভাব ধর্ম। সুস্থ মানব স্বভাব যা কামনা করে, আল্লাহ পাক সেগুলিকেই বান্দার জন্য বিধান হিসাবে নাযিল করেছেন। একটি ছোট্ট ছেলে ও বাচ্চা মেয়ের আচরণ ও চাল-চলন লক্ষ্য করলেই উভয়ের স্বভাবের পার্থক্য যেকোন চিন্তাশীল সমাজ বিজ্ঞানীর চোখে ধরা পড়বে। ছোট্ট ছেলেটি তার বড় ভাইদের সাথে সর্বদা বাইরে যাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। সে বল খেলে, খেলনা ভাঙ্গে ও সারা দিন দৌড় ঝাপে ঘর-বাড়ি মাতিয়ে রাখে। ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়ে দুরন্ত ছেলেটি আগুনে হাত দেয়, কার্নিশের দু'পাশে পা ঝুলিয়ে নির্বিকারচিত্তে ঘোড় সওয়ারীর মহড়া দেয়। তাকে সামাল দিতে বাপ-মা বোন-ভাবী, দাদা-দাদীর নাভিশ্বাস উঠে যায়। কোন কোন মায়ের মুখ দিয়ে বলতে শোনা যায়, 'ছেলে সন্তান যদিও আল্লাহ্‌র নেয়ামত। কিন্তু এই নেয়ামত মানুষ করতে গিয়ে কিয়ামত ডেকে যায়'। মেয়ে সন্তানও নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নে'মতের উৎস। কিন্তু মেয়েকে মানুষ করতে গিয়ে কোন মা এত কষ্ট পান না, যতটা না কষ্ট পান ছেলে মানুষ করতে গিয়ে। কারণ মেয়ে সন্তান সাধারণতঃ শান্ত স্বভাবের হয়। সে সারাদিন একাকী বসে নিরিবিলি তার খেলনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কখনো আরেকটি মেয়েকে সঙ্গী করে নেয়। সে বাইরে যেতে চায় না। নতুন কাউকে দেখলেই লজ্জায় মায়ের বুকে মুখ লুকায়। কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তাকে দেখতে পাওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য এটাই হ'ল নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। এই স্বভাবের স্বীকৃতি দিয়েই ইসলাম নারীকে দিয়েছে গৃহকর্ত্রীর মর্যাদা ও পুরুষকে করেছে ঘর ও বাইরের জগতের কর্তৃত্বশীল। পরিবার ও সমাজ পরিচালনার ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব ইসলাম পুরুষের উপরে অর্পন করেছে। ওদিকে নারীকে করেছে পুরুষের সর্বাধিক নিকটতম ও বিশ্বস্ত সঙ্গীনী ও পরামর্শদাত্রী। পবিত্র কুরআনে স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের জন্য 'লেবাস' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে (বাক্বারাহ ১৮৭)। পোষাক ব্যতীত যেমন মানুষ চলতে পারেনা। নারী ও পুরুষ তেমনি একে অপরকে ছাড়া চলতে পারে না। স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের ইযযতের পোষাক বা হেফাযতকারী। সেকারণ ইসলাম উভয়ের মানবিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং উভয়ের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীজাতির সবকিছুই প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয়। কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক 'হে ঈমানদারগণ' বলে সাধারণভাবে পুরুষ জাতিকে সম্বোধন করে নারীদেরকে আনুষঙ্গিকভাবে তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যদিও উভয়ে কুরআনের সাধারণ নির্দেশাবলীর আওতাধীন। সমস্ত কুরআনে মারিয়াম (আঃ) ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের নাম নেই। সেটাও সম্ভবতঃ এ কারণে যে, বিশ্ব ইতিহাসে

http://islaminonesite.wordpress.com

মারিয়ামই একমাত্র মহিলা, যিনি স্বামী ছাড়াই সন্তানের মা হয়েছিলেন। এটা ছিল আল্লাহ পাকের অলৌকিক সৃষ্টি কৌশলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আর এই নিদর্শন বর্ণনাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তবুও সেখানে নারীর উচ্চ মর্যাদার গোপনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। যেমন একস্থানে তাঁকে স্বীয় পিতার সঙ্গে যুক্ত করে 'মারিয়াম বিনতে ইমরান' বলা হয়েছে। নয় জায়গায় তাঁর স্বনামে এবং বাকী সকল স্থানে পুত্র ঈসা (আঃ)-এর সাথে যুক্ত করে 'ঈসা ইবনে মারিয়াম' বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য মহিলাদের নাম উচ্চারণ না করে امرأة فرعون। 'ফেরাউনের স্ত্রী' امرأة نوح। 'নূহ-এর স্ত্রী' ইত্যাদি বলা হয়েছে। কুরআনের এই প্রকাশভঙ্গি এক বিশেষ প্রজ্ঞা, যৌক্তিকতা ও কল্যাণের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছে। তবু এর ফলে যেন কেউ হীনমন্যতা বোধ না করে, সেজন্য বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিকটে উচ্চ মর্যাদার মানদণ্ড হ'ল 'তাক্বওয়া'। সর্বোচ্চ তাক্বওয়া ও নেক আমল সম্পাদনের মাধ্যমে যেকোন মহিলা পুরুষ জাতিকে ডিঙিয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারিনী হ'তে পারেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিশ্বসেরা চারজন মহিলার নাম করে আনাস (রাঃ)-কে বলেন, 'তোমার জন্য চারজন মহিলাই যথেষ্ট। মারিয়াম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া'।[২] শুধু তাই নয় ফাতিমা (রাঃ) হ'লেন মারিয়াম (আঃ) ব্যতীত জান্নাতের মহিলাদের নেত্রী'।[৩]

আল্লাহ পাক পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন একটি বিশেষ কল্যাণ লক্ষ্যে। এই আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রণহীন করলে বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত তা সমাজকে অধঃপতনের অতলতলে ডুবিয়ে দেবে। সর্বাধিক ধ্বংসকারী এটমবোমার চাইতে তা সমাজকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। ইতিপূর্বেকার যত সভ্যতা ধ্বংস হ'য়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান নিয়েছে, তার প্রায় সবগুলিরই কারণ ছিল বল্গাহীন নারী স্বাধীনতা। তাই স্বভাবধর্ম ইসলাম নারীকে পর্দায় থাকার নির্দেশ দিয়েছে। চলার সময় সে সর্বদা দৃষ্টি অবনত করে চলে। সারা দেহ কাপড়ে আবৃত করে বুকের উপরে পৃথক চাদর দিয়ে রাখে (নূর)। পর-পুরুষের সাথে প্রয়োজনে কথা বলতে হ'লে তাকে তার কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা বজায় রাখতে বলা হয়েছে। যাতে তার মিষ্ট কণ্ঠ অন্যের হৃদয়কে দুর্বল না করে ফেলে (আহ্‌যাব ৩২)। পাতলা কাপড়ে ও অর্ধনগ্ন হ'য়ে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে চলা মেয়েকে জাহান্নামী বলে নির্দেশ করা হয়েছে।[৪] ঘরে-বাইরে পর্দা রক্ষার মাধ্যমে সে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা ভোগ করে এবং বাস্তবে পর্দার মধ্যেই নারী সত্যিকারের স্বাধীনতা স্বস্তি লাভ করে। একজন ঢিলাঢালা বোরকা পরিহিতা পর্দানশীন মহিলা ও একজন পর্দাহীন অর্ধনগ্ন মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।

ধ্বংসপ্রাপ্ত বিগত সভ্যতাগুলিতে নারীর কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। প্রাক-ইসলামী যুগে আরব-অনারব সর্বত্র একই অবস্থা বিরাজিত ছিল। ইসলাম এসে নারীকে অমর্যাদার আস্তাকুঁড় থেকে টেনে তোলে ও তাকে পুরুষের সম মর্যাদা সম্পন্ন করে। তাকে নিজস্ব উপার্জনের অধিকার দেওয়ার সাথে সাথে পুরুষের উপার্জিত সম্পদে তাকে উত্তরাধিকার প্রদান করা হয়। দেওয়া হয় স্বামী পসন্দ করার অধিকার। এমনকি দেওয়া হয় অপসন্দনীয় স্বামী থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য 'খোলা তালাকে'র অধিকার। দেওয়া হয় বিধবা বিবাহের অধিকার। বলা হয় মায়ের পায়ের নিকটেই রয়েছে সন্তানের বেহেশত। অর্থাৎ মায়ের সেবার মধ্যেই সন্তানের জান্নাত-জাহান্নাম নির্ভর করে। চৌদ্দ জন মহিলাকে বিবাহ করা হারাম করে দিয়ে তাদের ইযযতকে চিরকালের জন্য নিশ্চিত করা হয়। স্ত্রীকেই করা হয় সংসারের দায়িত্বশীল গৃহকর্ত্রী। অর্থাৎ রাজা রাজ্য শাসন করলেও স্ত্রীই তার ঘরের রাণী। এই সম্মান এই মর্যাদা পৃথিবীর কোন সভ্যতা নারীকে দেয়নি।

ইসলামী সমাজে পুরুষকে নারীর উপরে কর্তৃত্বশীল করা হয়েছে কেবল পারিবারিক ও সামাজিক শৃংখলার স্বার্থে। কেননা একটি সংস্থায় কর্তৃত্ব দু'জনের হাতে থাকতে পারে না। ইসলাম পুরুষকে সংসারের কর্তৃত্বশীল করেছে তার স্বভাবধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে। কিন্তু এর দ্বারা পরস্পরের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তাকে আহত করা হয়নি। দুনিয়াতেও তারা যেমন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। আখেরাতেও তেমনি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে তাকে তার আমলনামা প্রদান করা হবে। স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকে স্ব স্ব আমল অনুযায়ী জান্নাত বা জাহান্নামের অধিকারী হবে। একজনের আমল আরেক জনের কোন কাজে লাগবে না। কেউ কারু মুখাপেক্ষী থাকবে না।

আলোচ্য আয়াতে নারীদেরকে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানের নির্দেশ প্রদানের সাথে সাথে তাদের বাহির হওয়ার নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, তোমরা যখন তোমাদের গৃহ হ'তে বের হবে, তখন পূর্বকার জাহেলী নিয়মে নিজেদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করবে না। এখানে নীতি বর্ণনার সাথে সাথে বিগত দিনের নারী জীবনের ইতিহাসও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বিগত দিনে নারীগণ বাইরে স্ব স্ব সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের হ'ত। এর সামাজিক ফলাফল নিশ্চয়ই খারাপ ছিল। নইলে আল্লাহ পাক সেটা করতে নিষেধ করতেন না। ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, অতীত সম্বন্ধে কুরআনের এই বর্ণনা কতই না সত্য ও বাস্তব নির্ভর।

বিগত যুগে নারীঃ

(১) বিগত যুগের সেরা সভ্যতা বলে পরিচিত গ্রীক সভ্যতায় নারী ছিল 'মানুষের যাবতীয় কষ্টের মূল কারণ'।

২. তিরমিযী, মিশকাত হা/৬১৮১ 'নবী (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।
৩. তিরমিযী, সনদ জাইয়িদ, মিশকাত হা/৬১৮৪।
৪. মুসলিম হা/২১২৮ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়।

http://islaminonesite.wordpress.com

এই নোংরা আক্বীদা তাদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। ফলে কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশ গ্রীক নাগরিকের কাছে নারীর মর্যাদা ছিল ভূলুণ্ঠিত। নারীদের প্রতি সমাজের দায়িত্ব অতটুকুই ছিল যেমন পতিতালয়ের নারীদের প্রতি সমাজের দায়িত্ব। এভাবে নারীত্বের অবমাননার সাথে সাথে গ্রীক সভ্যতার পতন ঘন্টা বেজে ওঠে।

(২) গ্রীকদের পরেই ইতিহাসে রোমান সভ্যতার স্থান। তাদের উন্নতির যুগে নারীর সতীত্ব ও সম্মানকে খুবই মর্যাদার চোখে দেখা হ'ত। বিবাহ ও পর্দা প্রথা চালু ছিল। কিন্তু বস্তুগত উন্নতির সাথে সাথে স্বাধীনতার ধোকা দিয়ে নারীদেরকে তাদের গৃহের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বের করে এনে পুরুষের পাশাপাশি কর্মজগতে নামিয়ে দেওয়া হয়। ঘরের ও বাইরের উভয় দিক সামাল দিতে গিয়ে নারীর জীবনে নাভিশ্বাস ওঠে। ওদিকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে। বিবাহ বিচ্ছেদের হার ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। কর্মস্থলের পরপুরুষ ও পরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন তছনছ হয়ে যায়। যেনা-ব্যভিচারের ছড়াছড়িতে রোমকদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। যা তাদের দ্রুত পতন ডেকে আনে।

(৩) রোমকদের পতনের পর ঈসায়ী ধর্ম ইউরোপীয়দের নিকটে প্রসার লাভ করে। রোমকদের পতন দশা তাদের উপরে তীব্র প্রভাব ফেলে। সেকারণ তারা নারীসঙ্গ ত্যাগের চরম সিদ্ধান্ত নেয়। পাদ্রীরা ঘোষণা করেন যে, 'নারী হ'ল সকল পাপের উৎস'। বিবাহকে সিদ্ধ রাখলেও সেটাকে মন্দ দৃষ্টিতে দেখা হ'তে লাগল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে প্রচারিত এই চরমপন্থী মতবাদ সমস্ত খৃষ্টান জগতকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং নারীর প্রায় সকল অধিকার হরণ করে। ১৮শ শতাব্দীতে ফরাসী শিল্প বিপ্লব পর্যন্ত এই অবস্থা কমবেশী চালু থাকে। কিন্তু এই স্বভাব বিরুদ্ধ নীতি-অবস্থা বেশী দিন টেকেনি। ১৯শ শতাব্দীতে এসে বল্গাহীন নারী স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারিত উদারতাবাদের ধাক্কায় নৈতিকতার সকল বন্ধন ছিন্ন করে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় সমাজকে যেনা-ব্যভিচার ও অনৈতিকতার অতলতলে ডুবিয়ে দেয়। ফলে পূর্বেকার বিধ্বস্ত সভ্যতাগুলির ন্যায় খৃষ্টানী সভ্যতাও যৌন স্বেচ্ছাচারে ধ্বংসের পথে দ্রুত এগিয়ে গেল। যার মধ্যে তারা এখনো ডুবে আছে।[৫]

পাশ্চাত্য বিশ্বে বর্তমানে যে অনৈতিকতার স্রোত চলছে, প্রথমদিকে তার নেতৃত্বে ছিলেন মূলতঃ একদল সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার ও দার্শনিক। যেমন উনবিংশ শতকের শুরুতে ফরাসী মহিলা ঔপন্যাসিক জর্জ স্যাণ্ড (George Sand) এই দলের নেত্রী ছিলেন। এই মহিলা নিজে নারী হ'য়ে নারীর সতীত্ব-সম্ভ্রমকে তুচ্ছ জ্ঞান করে দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে যেনা-ব্যভিচারকে উদ্দীপিত করে তার সমস্ত লেখনী পরিচালনা করেছেন। তার পরে ফ্রান্সে নাট্যকার, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের একটা বাহিনী সৃষ্টি হয়, যাদের সমস্ত প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হয় এই যে, 'স্বাধীনতা ও সুখ-সম্ভোগে মানুষের জন্মগত অধিকার আছে। এই অধিকারের উপরে কোন নৈতিক বা সামাজিক নিয়মবিধি চাপিয়ে দেওয়া বরং উৎপীড়নের শামিল'। ফলে নারীদের কর্ম স্বাধীনতার নামে ঘর থেকে টেনে বের করে এনে যৌন স্বাধীনতার সুঁড়সুঁড়ি দিয়ে তাদেরকে পুরুষের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করা হ'ল। এই ভোগবাদী দর্শন ও মতবাদ প্রচারে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে যেসব লেখক, সাহিত্যিক ও দার্শনিক নেতৃত্ব দেন তাদের মধ্যে ছিলেন আলেকজাণ্ডার দুমা (Alexander Duma), আলফ্রেড নাকে (Alfred Naquet) প্রমুখ। উনবিংশ শতকের শেষভাগে এসে নেতৃত্ব দেন পল অ্যাডাম (Paul Adam), হেনরী বিটে (Henry Betaille), পিয়ার লুইস (Pierre Louis) প্রমুখ। তরুণ-তরুণীরা দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে কেন স্বেচ্ছাচারী হচ্ছে না, এই নির্বুদ্ধিতা ও জড়তার জন্য পল এ্যাডাম রীতিমত তাদেরকে তিরষ্কার করেছেন। অতঃপর বিংশ শতকের শুরুতে ১৯০৮ সালে এসে পিওর উল্‌ফ (Peorr Wolff) ও ক্যাস্টন লেরন (Caston Leronx) লেলি (Lelys) নামে যে নাটক প্রকাশ করেন, তাতে পিতা ও কন্যার পবিত্র সম্পর্ককেও ধুলিস্যাৎ করা হয়। ১৯১৪ সালে সংঘটিত প্রথম মহাযুদ্ধ এই স্বেচ্ছাচারিতায় ঘৃতাহুতি দেয়। ফলে পাশ্চাত্য সমাজ পশুর সমাজে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ মালথুস (Malthus) প্রচারিত 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' মতবাদ এই সময় ফ্রান্সে গৃহীত হয়। কিন্তু যখন মহাযুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় সংখ্যক যুবকের অভাব ঘটল, তখন আবার তারা এর বিরুদ্ধে তার স্বরে প্রচার শুরু করে বলতে লাগল 'সন্তান বাড়াও'। বৈধ-অবৈধ কোন ব্যাপার নয়। স্রেফ সন্তান চাই। ফলে ধর্ষণ ও নির্যাতনে নারী সমাজ এক মর্মান্তিক অবস্থার শিকার হ'ল। বর্তমানে যুদ্ধ শেষ হ'লেও সেই নোংরা নৈতিকতার অভিশাপ থেকে পাশ্চাত্য সমাজ মুক্ত হতে পারেনি। আর তাই আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মত একটি মর্যাদাকর অবস্থানে থেকেও বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে আমরা তাকে দেখছি একটা লম্পট ও নির্লজ্জ পশুর আচরণ করতে।

অতএব একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, ঘর থেকে বের হয়ে বল্গাহীন স্বেচ্ছাচার পাশ্চাত্য নারী সমাজকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন করেনি। বরং তাদেরকে পরপুরুষের লালসার খোরাক বানিয়েছে। তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি। বরং তারা গার্ল ফ্রেণ্ড, কলগার্ল, সেক্স লেবার ইত্যাদি নোংরা নামে অভিহিত হয়ে সারা বিশ্বের নিন্দা ও ঘৃণা কুড়িয়েছে। এমনকি নিজ সন্তানের কাছেও একজন পিতা বা মাতার সামান্যতম মর্যাদা নেই। কারণ কোন সন্তান নিশ্চিত নয় যে, তার সত্যিকারের পিতা কে এবং তার নৈতিক ও চারিত্রিক মান কি? ধিক ঐ স্বাধীনতার ধিক ঐ সভ্যতার!

৫. বিস্তারিত দেখুনঃ তাহেরুন নেসা, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম; আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর '৯৭।

আমেরিকার দুই তৃতীয়াংশ নাগরিক বর্তমানে মরণ ব্যাধি এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত।[৬] এই জাতি তাই দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পাশ্চাত্য পরিবার ও ইসলামী পরিবারে পার্থক্য এই যে, অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের শিল্পবিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে নারী ছিল পুরুষের গোলাম। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পরে উভয়ে স্বাধীন ও সমান কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। ফলে তাদের পারিবারিক বন্ধন শিথিল ও বিনষ্ট হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়। কিন্তু পরিবারের কর্তৃত্ব থাকে মূলতঃ স্বামীর হাতে। ফলে সেখানে পারিবারিক শৃংখলা ও শান্তি বজায় থাকে। পাশ্চাত্য যেখানে একটি চরমপন্থা থেকে বেরিয়ে আরেকটি চরম পন্থার দিকে ধাবিত হয়েছে। ইসলাম সেখানে প্রথম থেকেই একটি স্বভাবসম্মত ও ভারসাম্য পূর্ণ জীবনধারা অবলম্বন করেছে।

যারা পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলে, তারা ইসলামের উক্ত ভারসাম্য পূর্ণ পরিবার নীতিকে পসন্দ করে না। বরং পাশ্চাত্যের বল্গাহীন নোংরা জীবনকে পসন্দ করে। তাদের মনের কোণের লুক্কায়িত লাম্পট্যকে দর্শন ও যুক্তির নামে সাহিত্য ও রাজনীতির মাধ্যমে প্রকাশ করে। অথচ ইসলাম নারীকে তার নিজস্ব পর্দা ও সীমারেখার মধ্যে তার স্বাধীন সত্তা বিকাশের ও তাদের জীবনকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করার সমস্ত সুযোগ দান করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এমনকি পরবর্তী খলীফাদের আমলেও এর যথেষ্ট দৃষ্টান্তসমূহ মওজুদ রয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই এসবের খবর রাখেন বলে আশা করি। ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামের খিদমতে, হাদীছ মুখস্তকরণ ও তার প্রচার-প্রসারে, ইবাদত-বন্দেগীতে, জুম'আ-জামা'আতে, ঈদায়নের ছালাতে, হজ্জে-ওমরাহতে, সভা-সমাবেশে, সমাজ সেবা ও রাজনীতিতে, ব্যবসা ও বাণিজ্যে, এমনকি সামরিক অভিযানে ও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজে, যা তাদের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল এমন সকল বিষয়ে মুসলিম মহিলাগণ ইসলামের সোনালী যুগে স্ব স্ব প্রতিভা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সবচাইতে বড় মর্যাদার কথা এই যে, হাফেয যাহবী বলেন যে, হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন মহিলা কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি'।[৭] এই সত্যায়ন পুরুষ জাতির ভাগ্যে জোটেনি।

আয়াতের দ্বিতীয়াংশে নারীদের তিনটি কাজের কথা বলা হয়েছে। (১) ছালাত কায়েম কর (২) যাকাত দাও (৩) আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। ছালাত কায়েম করার উদ্দেশ্য হ'ল 'তাযকিয়ায়ে নাফ্‌স' হাছিল করা। অর্থাৎ খুশূ'-খুযূ'র সাথে ইবাদতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জনের ফলে নারীর দেহমন সর্বদা পবিত্র রাখা। কেননা চিন্তাধারা পবিত্র হ'লে তার দিবারাত্রির কর্মধারা পবিত্র হবে। ফলে তার সংসার ও গোটা পরিবার পবিত্রতার ফল্গুধারায় সিঞ্চিত হবে। **দ্বিতীয়তঃ** তাকে যাকাত দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল এই যে, যাকাত দিতে গেলে তাকে রোজগার করতে হবে। রোজগার সে ঘরের নিভৃত কোণে বসেও করতে পারে। পর্দার সাথে বাইরে গিয়েও করতে পারে। সে সেই কাজ করবে, যে কাজ তার স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল। স্বাধীনতা ও সম অধিকারের নামে অস্বাভাবিক কোন কাজ তার উপরে চাপালে সেটা যুলুম হবে। আধুনিক প্রযুক্তি নারীকে ঘরে বসে কাজ করার ও অর্থ উপার্জনের অসংখ্য দুয়ার খুলে দিয়েছে। এ ছাড়াও টুকটাক বাইরের প্রয়োজন সে স্বামী ও সন্তানের মাধ্যমেও সেরে নিতে পারে। নিজেও পর্দার সাথে বাইরে গিয়ে যরূরী প্রয়োজন সেরে আসতে পারে।

তৃতীয়তঃ তাকে সকল কাজে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে তার সার্বিক জীবন গড়তে হবে। দ্বীনের নামে অন্ধের মত কোন শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া চলবে না। নিজের গৃহকে ইসলামের খাঁটি দুর্গ করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য তাকে সুশিক্ষিত ও সচেতন হ'তে হবে।

পরিশেষে বলব, পাশ্চাত্যের পঁচা-সড়া ও ধ্বংসশীল সভ্যতার অনুকরণ করতে গিয়ে মুসলিম পরিবার ও সামাজিক জীবন ক্রমেই বিষাক্ত হয়ে উঠছে। এর বিরুদ্ধে ঈমানদার নারী সমাজকেই আগে উত্থান করতে হবে। পর্দা প্রগতির অন্তরায় নয় বরং পর্দাই যে প্রগতির সহায়ক ও নারী মর্যাদার রক্ষাকবচ, একথা নিজেদের আরচণের দ্বারা প্রমাণ করে দিতে হবে। ঈমানদার পুরুষ সমাজকেও এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে। অহেতুক কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে মা-বোনদেরকে উন্নত শিক্ষা-দীক্ষা থেকে মাহরূম করা চলবে না। তাদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে মর্যাদা দিতে হবে ও তাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য পুরুষ সমাজকে সাহসী ভূমিকা পালন করতে হবে। নারীদের প্রতিভা, যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। একটি মুসলিম পরিবারের পুরুষ-নারী সবাইকে এমন যোগ্য হয়ে গড়ে উঠতে হবে যেন কাফের সমাজ ও কুফরী দর্শনের অনুসারী মুনাফিকরা ভয়ে পিছিয়ে যায়। মুমিনের প্রতিটি গৃহ যেন ভিতরে-বাইরে ইসলামের মযবুত দুর্গ হ'য়ে গড়ে ওঠে। অজ্ঞানতা ও মূর্খতার অন্ধকার জানালা পথে পাশ্চাত্যের আধুনিক জাহেলিয়াত যেন কোন ঈমানদারের গৃহ ও পরিবারকে ধ্বংস করে দিতে না পারে। সেজন্য পুরুষের চাইতে নারীকেই অধিক সুশিক্ষিত, সুমার্জিত ও জাগ্রত জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। আসুন! আমরা নারী সমাজকে ইসলাম প্রদত্ত সম্মানিত স্থানে সমাসীন করি এবং ঈমানদার নারী-পুরুষের সমন্বয়ে মর্যাদাবান ও সুসভ্য একটি প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তুলি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

---

৬. আত-তাহরীক অক্টোবর '৯৭ পৃঃ ৩৪।

৭. আবদুল হালীম আবু শুককাহ, রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা (অনু) ১/১৪২।

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে হাদীছ

তিনটি প্রবহমান আমল

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ رواه مسلم –

১. উচ্চারণঃ

'আন আবী হুরায়রাতা (রাঃ) ক্বা-লা ক্বা-লা রাসূলুল্লাহ-হি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লামাঃ ইযা মা-তাল ইনসা-নুনক্বাত্বা'আ 'আন্‌হু 'আমালুহূ ইল্লা মিন ছালা-ছাতিন ইল্লা মিন ছাদাক্বাতিন জা-রিয়াতিন আও ইলমিন ইয়ুনতাফা'উ বিহী আও ওয়ালাদিন ছা-লিহিন ইয়াদ'উ লাহূ'।

২. অনুবাদঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যখন মানুষ মৃত্যু বরণ করে, তখন তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কেবল তিনটি আমল ব্যতীত। ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ, ২-এমন ইলম যার দ্বারা কল্যাণ লাভ হয় এবং ৩- সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[১]

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) ইনক্বাত্বা'আ (اِنْقَطَعَ) 'বিচ্ছিন্ন হয়' বা বন্ধ হয়। واحد مذكر غائب، بحث اثبات فعل ماضى معروف ، باب انفعال মাদ্দাহ (الْقَطْعُ)। অর্থাৎ কেটে ফেলা।

(২) ইল্লা মিন ছাদাক্বাতিন (اِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ) 'ছাদাক্বায়ে জারিয়া ব্যতীত'। এটি পূর্ববর্তী 'ইল্লামিন ছালা-ছাতিন' থেকে 'বদল' হয়েছে। দ্বিতীয়বার 'ইল্লা' আনার মাধ্যমে বক্তব্যকে যোরদার করা হয়েছে। (৩) ইয়ুনতাফা'উ (يُنْتَفَعُ) 'উপকার লাভ হয়'। صيغه واحد مذكر غائب، بحث اثبات فعل مضارع مجهول، باب افتعال মাদ্দাহ (النَّفْعُ)। (৪) ইয়াদ্'উ (يَدْعُوْ) 'দো'আ করে'। صيغه واحد مذكر غائب، بحث اثبات فعل مضارع معروف، باب نَصَرَ يَنْصُرُ– মাদ্দাহ (الدُّعَاءُ) অর্থঃ আহবান করা, প্রার্থনা করা।

১. মুসলিম মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্‌ম' অধ্যায়।

৪. হাদীছের ব্যাখ্যাঃ

অত্র হাদীছটি মুসলিম উম্মাহকে দু'টি মৌলিক বিষয়ে স্থায়ী দিক নির্দেশ দান করে। প্রথমটি এই যে, মানুষ যখন মৃত্যু বরণ করে, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ সে নিজের বা অন্য কারু কোনরূপ উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। এই বক্তব্যের দ্বারা মুশরিকদের ঐ আক্বীদাকে বাতিল করা হয়েছে, যেখানে তারা বিশ্বাস করে যে, নেককার লোকেরা মৃত্যুবরণ করলেও বেঁচে থাকে ও বান্দার ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে। বলা বাহুল্য এই আক্বীদার উপরে ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয়েছে মূর্তিপূজা, কবর পূজা ইত্যাদি শিরকী রেওয়াজ সমূহ। মুরীদের ধারনা যে, তার পীর মরেননি, ইন্তেকাল করেছেন। ইন্তেকাল অর্থ স্থানান্তর হওয়া। মাননীয় পীর ইহজগত থেকে পরজগতে স্থানান্তর হয়েছেন মাত্র। যেমন জীবিত মানুষ এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষে যেয়ে থাকে। এই আক্বীদার ফলে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ মৃত সৎলোক কিংবা জাতীয় বীরদের মূর্তি গড়ে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছে, প্রসাদ অর্পণ করছে, ফুলের তোড়া রেখে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করছে, তার অসীলায় পরকালে মুক্তি কামনা করছে, দুনিয়াতে বিপদ থেকে মুক্তি চাচ্ছে ইত্যাদি। এটাই মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করেছে পীর পূজা ও কবর পূজার আকারে। বর্তমানে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, তৈলচিত্র, ভাস্কর্য, শিখা অর্নির্বান, শিখা চিরন্তন ইত্যাদি। এগুলোকে মৃত মানুষদের প্রতিচ্ছায়া মনে করা হচ্ছে ও সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হচ্ছে। অথচ এসব অলীক কল্পনা বৈ কিছুই নয়। কেননা আল্লাহ সবকিছুর মালিক। তিনি যদি কারু কোন কল্যাণ করতে চান, তবে তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারু নেই। অনুরূপভাবে তিনি যদি কারু অকল্যাণ করতে চান, তবে তা দূর করার ক্ষমতা কারু নেই। মুমিন স্বীয় নেক আমলের অসীলায় আল্লাহ্‌র রহমতে পরকালীন মুক্তি লাভ করতে পারে। নিজে নেক আমল না করে অন্যের সুপারিশে মুক্তি পাওয়ার কল্পনা বিলাস চিন্তা বৈ কিছুই নয়।

দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় এই যে, মানুষের কোন আমলই বিনষ্ট হয় না বা হারিয়ে যায় না। তার ভাল বা মন্দ আমলের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া জারি থাকে। চাই সেটা স্বল্প মেয়াদী হৌক বা দীর্ঘ মেয়াদী হৌক। আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের নারী বা পুরুষ কারু কোন আমল বিনষ্ট করি না' (আলে ইমরান ১৯৫)। আলোচ্য হাদীছে আমল বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি নতুনভাবে আর কোন আমল করতে পারে না। প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাকে সন্তান দেওয়া, রুযী দেওয়া, বিপদ মুক্ত করা, পরীক্ষায় পাস করানো, মোকদ্দমায় জিতিয়ে দেওয়া, ভাল পাত্র বা পাত্রীর ব্যবস্থা করে দেওয়া, নদীর ভাঙন দূর করা, নবদম্পতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হওয়া ইত্যাদি কোন কাজই তার পক্ষে আর করা সম্ভব হয় না।

তবে দুনিয়ায় থাকতে সে যেসব আমল করে গেছে, সে

সবের ফলাফল ও লাভ-ক্ষতি তার মৃত্যুর পরেও জারি থাকবে। দুনিয়াতে লোকেরা ভোগ করবে ও আখেরাতে সে নিজে ভোগ করবে।

এখানে তিনটি আমলকে খাছ করা হয়েছে, যার ফলাফল তার মৃত্যুর পরেও জারি থাকবে। এই তিনটি প্রবহমান আমল হ'ল ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ, কল্যাণপ্রদ ইল্ম ও সুসন্তানের দো'আ। একজন মুমিনের ভাগ্যে তিনটি বিষয় একত্রে না-ও জুটতে পারে। তবু এগুলি হাছিল করার জন্য প্রত্যেক মুমিনের চেষ্টা করা কর্তব্য।

'ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ' বলতে ঐ ছাদাক্বাকে বলা হয়, যার উপকারিতা জারি থাকে। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে এটা হ'ল ওয়াক্ফকৃত ছাদাক্বা। উদাহরণ হিসাবে বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, পানীয় জলের জন্য কূপ খনন, সেচের জন্য খাল খনন, ইল্ম ও ইবাদতের জন্য মাদরাসা-মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদি।

'কল্যাণপ্রদ ইল্ম' বলতে দ্বীনী ইল্ম বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে লিখিত ইল্মের উপকারিতা ও স্থায়ীত্ব বেশী। সেকারণ বই, পত্রিকা ইত্যাদি লেখনীর ছাদাক্বাকেই অধিকাংশ বিদ্বান অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে জনকল্যাণের স্বার্থে ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যেকোন বৈষয়িক আমল ও আবিষ্কার সমূহ নিঃসন্দেহে কল্যাণপ্রদ ইল্মের অন্তর্ভুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

'সুসন্তানের দো'আ' মুমিন সুসন্তানের দো'আ কবরে পিতা-মাতার জন্য কল্যাণপ্রদ হবে। সন্তান দো'আ করুক বা না করুক, তার নেক আমলের ছওয়াব পিতা পাবেন। যেমন একটি গাছ পুঁতলে তার ছওয়াব গাছ লাগানো ব্যক্তি পেয়ে থাকেন। তার ফল ভক্ষণকারী ব্যক্তি তার জন্য দো'আ করুক বা না করুক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সন্তান হ'ল পিতার উপার্জন স্বরূপ (الولد من كسب أبيه)। অতএব সন্তান যা কিছু করবে, তার একটা অংশ পিতা পাবেন।

কোন কোন বিদ্বান বলেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাহারাদারী করা অর্থাৎ ইসলামের হেফাযতে সর্বদা সচেতন ও সক্রিয় থাকা ছাদাক্বায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এদিকে বিবেচনা করলে এমন কোন ব্যক্তি বা সংগঠন যাদের লক্ষ্য হ'ল নির্ভেজাল ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, সেই ব্যক্তি বা সংগঠনকে আর্থিক, নৈতিক ও সার্বিক সহযোগিতা দেওয়া অত্যন্ত যরূরী। কেননা একক বা সাংগঠনিক ভাবে নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমেই দ্বীন বেঁচে থাকে এবং হাদীছের ভাষায় ক্বিয়ামত পর্যন্ত একাজ করার জন্য একদল লোক হক -এর উপরে বিজয়ী থাকবে। তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতার মাধ্যমে ইসলামকে বিজয়ী রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ছাদাক্বায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

আল-মাদানী প্রকাশনী

আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহরাব প্রণীত কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পূর্ণ প্রমাণ সম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থগুলি আজই সংগ্রহ করুন!

লেখকের মূল্যবান গ্রন্থসমূহঃ

১. ফকীর ও মাযার থেকে সাবধান (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, একত্রে)
২. সংক্ষিপ্ত ফকির ও মাযার থেকে সাবধান
৩. মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফযীলত (অনুবাদ)
৪. ভিক্ষুক ও ভিক্ষা
৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণতি
৬. স্বামী-স্ত্রীর মিলন তথ্য, ১ম ও ২য় খণ্ড (একত্রে) (প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)
৭. পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের পদ্ধতি (অনুবাদ)
৮. আল-মাদানী সহীহ্ নামায দু'আ ও হাদীসের আলোকে ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসা
৯. আল-মাদানী সহীহ্ হজ্ব শিক্ষা
১০. আল-মাদানী তাজবীদ শিক্ষা
১১. বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনে বর্ণিত মর্মান্তিক ঘটনাবলী
১২. মক্কার সেই ইয়াতীম ছেলেটি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
১৩. কবীরা গুনার মর্মান্তিক পরিণতি
১৪. স্বামী-স্ত্রীর মিলন তথ্য, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড (একত্রে)
১৫. মানুষ বনাম মেয়ে মানুষ
১৬. হাদীসের আলোকে আল-কুরআনের কাহিনী [আদম ও নূহ (আঃ)]
১৭. হাদীসের আলোকে আল-কুরআনের কাহিনী [হুদ, সালিহ ও লূত (আঃ)]
১৮. হাদীসের আলোকে আল-কুরআনের কাহিনী [ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)]
১৯. হাদীসের আলোকে আল-কুরআনের কাহিনী [ইউসুফ ও ইউনুস (আঃ)]
২০. হাদীসের আলোকে আল-কুরআনের কাহিন [আইয়ুব ও মূসা (আঃ)]
২১. হাদীসের আলোকে আল-কুরআনের কাহিন [দাউদ, সুলাইমান, শামঊন ও লুক্বমান (আঃ)]
২২. হাদীসের আলোকে আল-কুরআনের কাহিনী [মারইয়াম ও ঈসা (আঃ)]

ইনশাআল্লাহ অচিরেই প্রকাশ পাচ্ছে তাফসীর আল-মাদানী ১ম খণ্ড।

প্রাপ্তিস্থান

(১) হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (রুক্বাইবা স্টীল সেন্টার) ৩৮, বংশাল নতুন রাস্তা, ঢাকা-১১০০ ফোনঃ ৯৫৬৩১৫৫।
(২) আল-আমীন এজেন্সী, ১১১ স্টেডিয়াম, ঢাকা ফোনঃ ৯৫৫৫৫৮৮।
(৩) কাঁটাবন বুক কর্ণার, কাঁটাবন মসজিদ (মেইন গেইট) নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা, ফোনঃ ৯৬৬০৪৫২।
(৪) সোলেমানীয়া বুক হাউস, ৩৬ বাংলাবাজার, (২য় তলা) ফোনঃ-২৩৫০১৪।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্র বন্ধ

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের স্বরূপ

-শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম*

(শেষ কিস্তি)

(২) পুরুষ হওয়াঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরার সদস্যদেরকে পুরুষ হ'তে হবে। ইসলামী জীবন বিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এ এক যরূরী শর্ত। আল্লাহ বলেছেন, اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ- 'পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আল্লাহ তাদের একের উপর অপরকে মর্যাদা দান করেছেন এ কারণে যে, পুরুষরা নারীদের জন্য সম্পদ ব্যয় করে থাকে' (নিসা ৩৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ إِمْرَأَةً 'যে জাতি নারীকে তাদের নেতৃত্ব অর্পণ করে, সে জাতি কখনই সফলতা অর্জন করতে পারবে না।[১]

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সহ অনেকে যোগ্য পুরুষ না পাওয়া গেলে নারীকে নেতৃত্ব দেওয়া যায় বলে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা দলীল নির্ভর নয়। কেননা নারী স্বভাবগত যোগ্যতা, ভাবধারা ও অবস্থা দৃষ্টে নেতৃত্বের জন্য যোগ্য নয়। এতে তাদের হীনতা বা ছোটত্বের কিছুই নেই। নারীদের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল কাজ হচ্ছে মাতৃত্ব। তাই একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, যোগ্য নেতৃত্ব জন্মদানের মধ্যে নারীর প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা লুকিয়ে আছে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছিলেন, "You give me a good mother, I shall give you a good nation." 'তুমি আমাকে একজন ভাল মা দাও। আমি তোমাকে একটি ভাল জাতি দেব'।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক স্নেহপ্রবণ, কোমল হৃদয় ও আবেগপ্রবণ। কঠোরতা ও অনমনীয়তা তার স্বভাব-প্রকৃতির পরিপন্থী। এ কারণেই ইসলাম নারীকে সকল প্রকারের কঠোর পরিশ্রমের কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। কেননা ইসলামের স্থায়ী শাশ্বত নিয়ম হচ্ছে কারো উপর এমন কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে না দেওয়া, যা করা তার পক্ষে স্বভাবতই কঠিন, কষ্টদায়ক ও সাধ্যাতীত। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের মত দুরূহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। কেননা পুরুষরা জন্মগতভাবেই শক্তি-সামর্থ সম্পন্ন। আর তাই সমষ্টিগত নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কঠিন দায়িত্ব পালন করা নারী অপেক্ষা পুরুষের পক্ষেই অধিক সহজ। আল্লাহ বলেছেন, اَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ- 'নারীরা তো সেই মানুষ, যারা অলংকারে প্রতিপালিত হয়। আর তারা তর্ক-বিতর্কে ও দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের সাথে মুকাবিলা করায় নিজেদের বক্তব্য পূর্ণমাত্রায় স্পষ্ট করে বলতে অক্ষম' (যুখরূফ ১৮)।

(৩) প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ ও বিবেকবান হওয়াঃ

রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার দায়িত্ব অন্যান্য দায়িত্বের চেয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিক ভাবে যেকোন সাধারণ কাজের জন্য যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক, অসুস্থ ও বিবেক-বুদ্ধিহীন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া যায় না, তেমনি রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার কোন দায়িত্বও তাদের উপর অর্পণ করা যায় না। আল্লাহ বলেছেন, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا। 'আল্লাহ তা'আলা যে সম্পদকে তোমাদের অস্তিত্ব রক্ষার উপায় করে দিয়েছেন, তা তোমরা অধম-বোকা লোকদের হাতে তুলে দিয়োনা' (নিসা ৫)।

(৪) ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিক হওয়াঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরা সদস্যকে সে রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা বা নাগরিক হ'তে হবে। নাগরিকত্বহীন কোন ব্যক্তি বা অস্থায়ী কোন বাসিন্দাকে উক্ত পদে আসীন করা যাবে না। এমর্মে মহান আল্লাহ্র ঘোষণা - وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوْا 'যারা ঈমান এনেছে অথচ হিজরত করেনি (ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়নি) তোমাদের নেতা হওয়ার কোন অধিকার তাদের নেই' (আনফাল ৭২)।

(৫) জন্মসূত্রে পবিত্র হওয়াঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরা সদস্যকে অবশ্যই 'হালাল যাদাহ' বা জন্মসূত্রে পবিত্র হ'তে হবে। কেননা অবৈধ জন্মের ব্যক্তিকে যদি ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করা হয়, তবে তা হবে গোটা উম্মতের জন্য লজ্জাস্কর। সেদেশের জনগণের থাকবেনা বিশ্ব সম্প্রদায়ের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর অধিকার। ইসলাম যে ব্যভিচারকে একটি বড় (কবীরাহ) গুনাহ হিসাবে দুনিয়াবাসীর নিকট পেশ করেছে এবং বিশ্ববাসীকে তা থেকে দূরে থাকার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ

** প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, পাইকগাছা কলেজ, পাইকগাছা, খুলনা।*

১. *আলবানী, মিশকাত হা/৩৬৯৩ তাহক্বীক্বঃ (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৫) ২য় খণ্ড, পৃঃ১০৯১।*

করেছে, সেই ইসলামে বিশ্বাসী জনগণের প্রধান ব্যক্তিই যদি হয় ব্যভিচারের অবৈধ ফসল, তাহ'লে এর চেয়ে উম্মতের জন্য লজ্জাজনক ও অপমানের বিষয় আর কি হ'তে পারে?

(৬) স্বাধীন হওয়াঃ

মুসলিম উম্মাহ্র নেতৃত্বের আসনে এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাবে না, যার গ্রীবা দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী। তাকে অবশ্যই স্বাধীন হ'তে হবে। তাহ'লে সে সকল মানুষকে মানুষের দাসত্বের লাঞ্ছিত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্র দাসত্বের আবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে।

বর্তমানে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা মূলতঃ স্বাধীন মানুষকে মানুষের দাসানুদাস বানানোর ব্যবস্থা মাত্র। আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় দাবীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব কর্মকাণ্ডের দিকে নযর দিলেই তা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। অথচ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন বিশ্ব মানবতাকে মানুষের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। হযরত আলী (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তিটি এ পর্যায়ে স্মরণীয়-

بعث الله محمّدا صلى الله عليه و سلم ليخرج عباده من عباده الى عبادته و من عهوده عباده الى عباده و من طاعة عباده الى طاعته و من ولايته عباده-

'আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দাহগণকে তাঁর বান্দাহ্দের ইবাদত থেকে মুক্ত করে তাঁর (আল্লাহ্র) ইবাদত করার দিকে নিয়ে আসবেন, তাঁর বান্দাহগণের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতির বাধ্যবাধকতা থেকে তাঁর চুক্তি পালনের দিকে এবং তাঁর বান্দাহদের আনুগত্য থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে নিয়ে আসবেন।[২]

(৭) মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু হওয়াঃ

'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীতি মানুষের জন্য একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ গুণ। যাদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় থাকেনা তারা নিজ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে এবং তারা স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিতে পারে। আর এ ধরণের মানুষের দ্বারা কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে অকল্যাণই বেশী হয়ে থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনার মত গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য সমাজের সর্বোত্তম তাক্বওয়াশীল, আল্লাহভীরু ও পরহেযগার ব্যক্তির অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরা-র সদস্য পদগুলি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। আর আল্লাহ্র নিকট সম্মান ও মর্যাদার মাপকাটি হ'লো তাক্বওয়া। আল্লা তা'আলা বলেছেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ - 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাক্বওয়া সম্পন্ন' (হুজুরাত ১৩)।

(৮) আমানতদার হওয়াঃ

রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরা সদস্য পদ লাভের হকদার তারাই, যারা সমাজ জীবনে সততার অধিকারী, আমানতদার ও জনগণের আস্থাভাজন। বিশ্বাসঘাতক খিয়ানতকারী কখনও উক্ত পদের যোগ্য হ'তে পারে না। অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল হ'লে জনজীবন বিপর্যস্ত হবে এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হবে ব্যর্থ। এ সম্বন্ধে আল্লাহ পাকের ঘোষণা শোনুন-

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আমানতসমূহ তার হকদারের হাতে অর্পন করার আদেশ করেছেন' (নিসা ৫৮)।

(৯) রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনায় বিজ্ঞ ও স্বাস্থ্যবান হওয়াঃ

নিছক প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা ও উত্তম গুণাবলীই ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে নেতৃত্বের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তায় নেতাকে অন্যান্য সকলের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রণী হ'তে হবে। সাথে সাথে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। তাহ'লে অন্যান্যদের কুট-কৌশলের মোকাবিলা করে জনজীবনে কল্যাণকর কাজের প্রবাহ সৃষ্টি করা তার পক্ষে সহজ হবে। মহান আল্লাহ্র বাণী قَالَ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ 'নবী (শামুয়েল) বললেন, আল্লাহ তাঁকে (তালুতকে) তোমাদের (বনী ইসরাঈলের) উপর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং জ্ঞান ও দৈহিক শক্তিতে তাঁকে প্রাচুর্য দান করেছেন' (বাক্বারাহ ২৪৭)।

(১০) পদলোভী না হওয়াঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় কোন উচ্চতর পদের জন্য প্রার্থী হওয়া, ক্ষমতা লাভের জন্য লালায়িত হওয়া ও নিজস্বভাবে চেষ্টা-তদবির করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা তাতে ব্যক্তির কোন সদিচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায় না। যেন মনে হয় তার ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করাই মূল

২. *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, পৃঃ ১৩৭।*

Contents
http://islaminonesite.wordpress.com

লক্ষ্য। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও শূরা সদস্য সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শের অধিকারী হওয়ার বলেই নির্বাচিত হবেন। এখানে কেউ পদপ্রার্থী ও পদলোভী হওয়ার অবকাশ নেই। রাসূল (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, إِنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّى عَلَى هذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ وَ لاَ أَحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ – 'আল্লাহ্‌র শপথ আমি এই দায়িত্বপূর্ণ (রাষ্ট্রীয়) কাজে এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করব না, যে তা পাওয়ার জন্য প্রার্থী হবে। অথবা এমন কাউকেও নয়, যে তা পাওয়ার জন্য লালায়িত হবে'।[৩]

আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আরো বলেছেন- لا تسئل الإمارة فانك إن أعطيتها عن مسئلة وكلت إليها و إن أعطيتها عن غير مسئلة أعنت عليها – 'ক্ষমতার আসন চেয়োনা, কারণ চাওয়ার ফলে যদি তা তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তোমার নিজ শক্তির উপর একা দাঁড়াতে হবে। আর যদি চাওয়া ছাড়াই তা তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তুমি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) সাহায্য প্রাপ্ত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)।[৪]

(১১) আল্লাহ্‌র স্মরণকারী হওয়াঃ

এ দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য অবশ্যই রাষ্ট্রপ্রধান ও শূরা সদস্যকে আল্লাহ স্মরণকারী হ'তে হবে। কখনও তার হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণ শূন্য হ'তে পারবে না। কেননা যার অন্তরে আল্লাহ্‌র স্মরণ নেই, তার দ্বারা যে কোন অন্যায় কাজ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। উপরন্তু যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণশূন্য, যাদের অন্তরে আল্লাহভীতি নেই তাদের আনুগত্য করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا – 'যে ব্যক্তি তার অন্তরকে আমার স্মরণ থেকে বিরত রেখেছে এবং নিজের প্রবৃত্তির ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে এবং যার কার্যকলাপ বাড়াবাড়িপূর্ণ, তার আনুগত্য করবে না' (কাহাফ ২৮)।

(১২) আদেল বা ন্যায়পরায়ণ হওয়াঃ

সামাজিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে ন্যায় বিচার একটি অপরিহার্য শর্ত। অপরদিকে রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য হ'ল দেশে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। যে রাষ্ট্রে ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা থাকে না, সে রাষ্ট্র মানব বসবাসের জন্য উপযুক্ত নয়। তাই দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরা-র সদস্যগণকে অবশ্যই আদেল বা ন্যায় পরায়ণ হ'তে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ 'যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়ছালা করবে তখন ন্যায়বিচার করবে' (নিসা ৫৮)।

(১৩) বিদ'আতপন্থী না হওয়াঃ

'বিদ'আত' অর্থ নতুন আবিষ্কার। ইসলামী পরিভাষায়- দ্বীন ইসলাম পূর্ণতা প্রাপ্তির পর শরীয়তের মধ্যে নতুন রসম-রেওয়াজ প্রবর্তন। যা রাসূল (ছাঃ)-এর (ইন্তেকালের) পরে ইসলাম ধর্মে অনুপ্রবেশ করেছে। অর্থাৎ কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে বিদ'আত বলা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ফিরুযাবাদী (রহঃ) বলেন, "البدعة بالكسر الحدث فى الدين بعد الاكمال او ما استحدث بعد النبى صلى الله عليه و سلم من الأهواء و الأعمال"।[৫]

রাষ্ট্র পরিচালনার মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদে বিদ'আতপন্থী কোন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা যাবে না। কেননা বিদ'আতপন্থী লোক দ্বারা কখনো ইসলাম ও মানবতার কল্যাণ সাধন হ'তে পারে না। বিদ'আতপন্থী ব্যক্তিরা হীন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী কাজে লিপ্ত হ'তে আদৌ কুণ্ঠিত হয় না। এ ধরনের লোক মুসলিম সমাজে ঘৃণিত এবং এরাই সমাজে ইসলামের নামে অনৈসলামী রসম-রেওয়াজের প্রবর্তনের মাধ্যমে ধ্বংস ডেকে আনে। তাই মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام 'যে ব্যক্তি বিদ'আতপন্থীকে সম্মান করল, সে ইসলামকে ধ্বংস করায় সাহায্য করল'।[৬] বিদ'আতের পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ، و زاد النسائ و كلّ ضلالة فى النار–

'নিশ্চয়ই উত্তম বাণী হ'ল আল্লাহ্‌র কিতাব (বাণী)। আর উত্তম হিদায়াত হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হিদায়াত।

৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৩, তাহক্বীক্ব আলবানী, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৮৭।*

৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮০; তাহক্বীক্ব আলবানী ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৮৯।*

৫. *আল্লামা মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব ফিরোযাবাদী, আল-ক্বামূসুল মহীত্ব (বৈরুতঃ দারু এহইয়ায়িত তুরাছ আল-আরাবী, ১ম সংস্করণ) ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭।*

৬. *আলবানী, মিশকাত হা/১৮৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬।*

http://islaminonesite.wordpress.com

নবাবিষ্কৃত কর্মসমূহ (বিদ'আত) ঘৃণ্য কাজ এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম'।[৭]

(১৪) অর্থলোভী না হওয়াঃ

কোন অর্থলোভী, সূদখোর, ঘুষখোর ও দুনিয়াসক্ত ব্যক্তিকে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরা-র সদস্য নির্বাচিত করা যাবে না। কারণ, সে অর্থের লোভে জনগণ ও দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে পারে। অর্থলিপ্সার কারণে জাতীয় সম্পদ অবৈধভাবে কুক্ষিগত করে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলতে পারে। কাজেই এ ধরণের লোককে উক্ত দায়িত্ব থেকে দূরে রাখতে হবে।

(১৫) ধীর-স্থির স্বভাবের হওয়াঃ

কোন ধৈর্যহীন অস্থির চরিত্রের ব্যক্তিকে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও শূরা সদস্য নির্বাচিত করা যাবে না। কারণ অধৈর্য ও অস্থির লোকেরা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়তে পারে। ফলে তার দ্বারা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের ব্যঘাত সৃষ্টি হ'তে পারে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ) বলেছেন- و إن لم يكن حليمًا كان يُهْلِكُهُمْ بِسَطْوَتِه- 'যদি সে ধীর-স্থির স্বভাবের না হয়, তাহ'লে নিজ শক্তি-সামর্থ দ্বারা জনগণকে ধ্বংস করে ফেলবে'।[৮]

(১৬) শ্রবণ, দৃষ্টি ও বাক শক্তি সম্পন্ন হওয়াঃ

ভারত গুরু শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেছেন- يَجِبُ أن يكونَ ذا سمعٍ و بصرٍ و نطقٍ 'তাঁকে (ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও শূরা সদস্য) অবশ্যই শ্রবণ, দর্শন ও বাকশক্তি সম্পন্ন হ'তে হবে'।[৯]

(১৭) সমাজ চোখে সম্মানিত হওয়াঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরা সদস্যকে সমাজে বসবাসকারী জনগণের কাছে সম্মানিত হ'তে হবে। কেননা যে ব্যক্তি সমাজে ঘৃণিত ও অপসন্দনীয়, সমাজ তাকে মান্য করতে দ্বিধাবোধ করবে। ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে অনিশ্চয়তা দেখা দিবে।

তুলনামূলক পর্যালোচনা

বর্তমান বিশ্বে যে সব রাজনৈতিক মতবাদ প্রচলিত আছে এবং সে মতবাদের উপর ভিত্তি করে যে সব রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু আছে তন্মধ্যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই অগ্রণীর দাবীদার। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন- (১) পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও (২) অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (একনায়কতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র)। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, অধ্যাপক মোঃ আব্দুল খালেক ও আরো অনেক ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আধুনিক বিশ্বে বহুল প্রচলিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন তার সার সংক্ষেপ হল-

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা একটা ধর্মভিত্তিক আদর্শিক গণতান্ত্রিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্র। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা একটা ধর্মহীন সেকুলার জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র। পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার উৎস জনগণ, জাতি কিংবা কোন বিশেষ ব্যক্তি। আর ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র উৎস মহান আল্লাহ। যদিও ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা নির্বাচন জনগণের মতামতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আর নেতা তাঁর প্রতিনিধি মাত্র।

পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তে সংবিধান প্রণীত হয়ে থাকে। সেখানে কোন আদর্শের তোয়াক্কা করা হয় না। আবার অগণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সংবিধান তৈরী হয় কোন বিশেষ ব্যক্তির খেয়াল-খুশীমত। অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান রচনাকারী হ'লেন স্বয়ং আল্লাহ। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা তা কার্যকর ও বাস্তবায়ন করবে মাত্র।

পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার প্রধান বা জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় পদপ্রার্থী হিসাবে ভোট ভিক্ষা করতে হয় এবং বিজয়ী হওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার কূট-কৌশল অবলম্বন করতে হয়। প্রার্থীকে নিজেই সেই পদের যোগ্য বলে প্রচার করতে হয়। ভোটদাতাদের যোগ্যতা ও গুণাগুণের বিচার না করে সবাইকে সমান মনে করা হয়। আবার অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন রাজা বা স্বৈরশাসক একনায়ক হিসাবে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে পদ চায় তাকে সে পদের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান যোগ্যতা, নৈতিকতা ও চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে সরাসরি মুসলিম জনগণের মতামত ও আস্থার ভিত্তিতে কিংবা জননির্বাচিত যোগ্য প্রতিনিধিদের ভোট বা সমর্থনে নির্বাচিত হয়।

পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন জাতি ভেদাভেদ ও গুণাগুণের বিচার করা হয় না। যে কেউ নেতা হ'তে পারে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা হ'তে হ'লে তাকে মুসলিম, আস্থাভাজন, সৎ-যোগ্য ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হ'তে হয়। তাকে হ'তে হয় ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ।

---

৭. তদেব হা/১৭১।

৮. মোঃ ওয়াজিদুর রহমান ও মোঃ শাহাবুদ্দীন, ইসলামী শিক্ষা পরিচিতি (ঢাকাঃ পূর্বদেশ পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্কার ১৯৯৪) পৃঃ ২১৪।

৯. তদেব।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইন রচনার নিরংকুশ অধিকার প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতাসীন দলের হাতেই ন্যস্ত থাকে। এতে দলীয় প্রধানের ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থই প্রাধান্য পায় এবং জনগণ ও জাতীয় স্বার্থ ভুলুণ্ঠিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ প্রদত্ত আল-কুরআন ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত ছহীহ সুন্নাহ্ই আইনের উৎস। এখানে নিজস্ব ও দলীয় মতামত ও স্বার্থের কোন অবকাশ থাকে না। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রে মানুষ মানুষের জন্য নিজস্ব চিন্তা-বুদ্ধিতে কোন আইন রচনার অধিকার রাখে না।

পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিষয়ে ব্যক্তির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। রাষ্ট্র অপরিবর্তনীয় কোন আইন-কানুনের নিকট দায়বদ্ধ থাকে না। অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্রে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি আল্লাহ্র বিধান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ইসলামী রাষ্ট্র নিঃশর্তভাবে আল্লাহ্র বিধানের কাছে দায়বদ্ধ, যা চিরন্তন ও সার্বজনীন।

পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানব রচিত আইন দ্বারা অপরাধ নির্ণিত ও তার বিচার হয়। এখানে নির্দিষ্ট কোন আদর্শ বা ধর্মীয় আইন-বিধান অবলম্বন করা হয় না। অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী দেওয়ানী ও ফৌজদারী সকল প্রকার বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এখানে রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব কেউ আইনের উর্ধ্বে নয় বলে সকলে সুবিচার পায়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত বলে রাষ্ট্রক্ষমতা পুঁজিপতিদের হাতে কুক্ষিগত হয় বা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিকে পুঁজির নিরংকুশ মালিক হিসাবে গণ্য করা হয় বলে অর্থোপার্জন ও ব্যয়-বন্টনে কোন প্রকার বিধিনিষেধ আরোপের ব্যবস্থা থাকে না। সূদী কারবার ও অধিক মুনাফার উদ্দেশ্যে পুঁজি বিনিয়োগ হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একটি সুনির্দিষ্ট বিধি বিধানের অধীনে নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হয়। এখানে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত থাকলেও তা অনিয়ন্ত্রিত নয়। মানবতার কল্যাণে সূদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা থাকে। তাছাড়া পুঁজিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে যাকাত, উশর, খারাজ, জিযিয়া প্রভৃতি বিধানের ব্যবস্থা থাকে।

পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু থাকে। এতে আমলাদের প্রভূত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। সাধারণ জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হ'তে খুব কম কাজই হয়। বরং সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী ক্ষমতাসীন শাসকচক্রের স্বার্থরক্ষা করাই প্রশাসনিক নীতিতে পরিণত হয়। আর ইসলামী রাষ্ট্রের গোটা প্রশাসন ব্যবস্থাকে জনগণের সেবায় নিয়োজিত করা হয়। জনগণের কল্যাণ ও সেবা দানই এখানে মূল ব্যাপার। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সর্বনিম্নস্তরের প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীগণও নিজেদেরকে জনগণের সেবক মনে করে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নীতি-নৈতিকতার কোন বালাই থাকে না। এ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের কোন ব্যবস্থা না থাকলেও নীতি-নৈতিকতা বিধ্বংসী সকলপ্রকার কর্মকাণ্ড চালু থাকে। এ রাষ্ট্রে মানুষকে শুধুমাত্র ভোগবাদী হিসাবে চিত্রিত করা হয়। অথচ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক নীতি ও নৈতিকতার সুস্পষ্ট বিধানের অনুসরণ করতে বাধ্য। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এখানে মানবীয় নৈতিক মান উন্নয়নের ব্যবস্থা থাকে।

পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি, গোত্র, শ্রেণী দল কিংবা বিশেষ কোন জনগোষ্ঠী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার নিরংকুশ ও একচ্ছত্র মালিক হ'লেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। মানুষ তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবে মাত্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসকগণ জনগণের নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে দায়িত্ব পালন করেন না। অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ এবং জনগণের কাছে জবাবদিহির তীব্র অনুভূতি নিয়ে শাসকগণ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকেন।

[সমাপ্ত]

بسم الله الرحمن الرحيم

আপনি কি এবছর হজ্জ-এর নিয়ত করেছেন?

তাহ'লে, আপনি আর দেরী না করে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা ন্যায়সঙ্গত খরচে টিকেট, ভিসা সহ হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থাদি করে থাকি। আশা করি আমরাই আপনাকে সর্বোত্তম সেবা প্রদান করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

ফার্ষ্ট বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সী

৩০ মালিটোলা রোড ঢাকা-১১০০
ফোন # ৯৫৫৭২১৩ ফ্যাক্স # ৯৫৫৯৭৩৮
E-mail : dsp@dhaka.agni.com

জ্বলন্ত কাশ্মীরঃ সমাধান কোন পথে?

*-শামসুল আলম**

(বাকী অংশ)

বিশ্বমোড়লদের চাপে ছায়া যুদ্ধের অবসানঃ সাম্প্রতিক কারগিল যুদ্ধে ভারতীয় স্থল সৈন্য যখন কাশ্মীরী মুজাহিদদের কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়, তখন ভারতীয় বাহিনী সর্বশক্তি দিয়ে শত্রু পক্ষের উপর যৌথ অভিযান শুরু করে। পরবর্তীতে ব্যাপক হতাহত আর ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষিতে ভারত বিশ্বমোড়লদের কাছে সহযোগিতার হাত বাড়ায়। বন্ধুর ডাকে মুসলিম বিরোধী চক্র ও বিশ্বমোড়ল বলে খ্যাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, রাশিয়াসহ অন্যান্য দেশের নেতাগণ পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে অযাচিত চাপ দিতে থাকে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর থেকে অনুপ্রবেশকারীদেরকে হটিয়ে নিতে। জি-৮ও ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করে। এ অবস্থায় কারও বুঝতে বাকী থাকে না যে, পাকিস্তানের মিত্র বলে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান বদল করেছে। আর পাকিস্তান তার সবচেয়ে পরীক্ষিত বন্ধু বলে চিহ্নিত চীনের সমর্থন আদায়ের জন্য গেলে চীন সরাসরি না হলেও বুঝিয়ে দেয় যে, সে এই ইস্যুতে পাকিস্তানকে সমর্থন করে না। অবশ্য এই ক্ষেত্রে চীন নিজ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে অবস্থান নেয় বলে জানা যায়। যাইহোক, নওয়াজ শরীফ পশ্চিমা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কেবল কূটনৈতিক সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয়নি; বরং কঠিন চাপের মুখে পড়েই ছুটে গিয়েছিলেন ওয়াশিংটনে ক্লিনটনের দরবারে। গত ৪ঠা জুলাই আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের সাথে ঐক্যমত হয় যে, পাকিস্তান মুজাহিদদের প্রত্যাহার করবে এবং ১৯৭২ সালের 'সিমলা চুক্তি' অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ রেখা মেনে চলবে। নওয়াজ শরীফ দেশে ফিরে এসে কাশ্মীরকে আন্তর্জাতিক ইস্যু তৈরী করার দাবী তুলে সকল মুজাহিদদের ভারত থেকে ফিরে আসার আহবান জানান। সাথে সাথে ১৪টি গ্রুপের সমন্বয়ে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দসহ পাকিস্তানীরা নওয়াজ শরীফের এ আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, নওয়াজ শরীফ ওয়াশিংটন ও ভারতের কাছে নতি স্বীকার করেছেন এবং আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং বিশ্ববাসীর কাছে চুনকালি মাখিয়েছেন। তবুও মুজাহিদরা নওয়াজ শরীফের ডাকে সাড়া দিয়ে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ করে। তবে মুজাহিদগণ ঐ সময় হুঁশিয়ার করে বলেন যে, যদি কাশ্মীর সমস্যার সুরাহা না হয় তবে তারা আবার লড়াই শুরু করবে।

পাশ্চাত্য শক্তির ভূমিকাঃ গত ১১ ও ১৩ মে ১৯৯৮ তারিখে ভারত রাজস্থানের মরু অঞ্চলের পোখরানে পরপর ৫টি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর পর পাল্টা মহড়া হিসাবে ২৮ ও ৩০ মে পাকিস্তান ৬টি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এই বিস্ফোরণ ছিল ভারতের ২য় এবং পাকিস্তানের প্রথম। পাকিস্তান বিশ্বের একমাত্র মুসলিম পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। পরস্পরের এই দু'টি দেশের পারমাণবিক প্রতিযোগিতা কেবল উপমহাদেশে নয় গোটা বিশ্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, দু'টি দেশের মধ্যে যে কোন মুহূর্তে পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তবে এর চেয়ে বেশী মাথা ব্যাথা দেখা দেয় পাশ্চাত্য শক্তি সমূহের। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেনসহ সাম্রাজ্যবাদী মুসলিম বিরোধী মহলকে বেশী ভাবিয়ে তুলে। তারা চায় না কোন মুসলিম দেশ এই শক্তির অধিকারী হৌক। ১৯৯১ সালের ২১ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিধর সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভেঙ্গে খান খান করা হ'লে যুক্তরাষ্ট্রের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি থাকে না। এখন বিশ্ব মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে উদীয়মান মুসলিম শক্তি। তাই কেবল পাকিস্তান কেন, অন্য কোন মুসলিম দেশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-সভ্যতা সাংস্কৃতিক কিংবা সামরিক দিক দিয়ে অগ্রসর কিংবা স্বাধীন হৌক এটা তারা চায় না। আর চায়না বলেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করা পাশ্চাত্য শক্তির বড় দরকার। তা নাহ'লে আজ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার দীর্ঘ ২৫ বছরের স্বাধীন শাসিত পূর্ব তিমুরকে কথিত জাতিসংঘ জোর করে স্বাধীনতার ব্যবস্থা করতে পারে? তবে এর পিছনে যে বিষয়টি কাজ করেছে তাহ'ল ঐ এলাকাটি ছিল খৃষ্টান অধ্যুষিত। অথচ দীর্ঘ ৫২ বছর যাবৎ কাশ্মীরীদের নায্য অধিকার 'গণভোটে'র ব্যবস্থা করতে জাতিসংঘ ও পশ্চিমাদের সামান্যতম মাথা ব্যাথা নেই।

সাম্প্রতিকালে কারগিল যুদ্ধের মাধ্যমে মুজাহিদ গ্রুপ ও পাকিস্তান চেয়েছিল আন্তর্জাতিক মহলকে বিশেষ করে ঐ সব মোড়ল দেশগুলোর দৃষ্টি নিবন্ধন করতে এবং তারা আন্তর্জাতিক সমাধানের জন্য ভারতকে চাপ দিবে কিন্তু হল তার ঠিক উল্টোটা। নওয়াজ শরীফও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে পাকিস্তানকে এতিম করে ফেলে মুজাহিদদের প্রত্যাহারের মাধ্যমে। এ কথা সে দেশের জনগণের।

যে চীন সব সময়ই গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরের ভবিষ্যত নির্ধারণ সম্পর্কিত জাতিসংঘের প্রস্তাবের সমর্থক ছিল সেই

* *ফুলসারা, চৌগাছা, যশোর। এল-এল.বি (অনার্স), এলএল-এম (মাষ্টার্স), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

http://islaminonesite.wordpress.com

চীন এখন সে অবস্থান থেকে সরে গেছে। রাশিয়া এবং তার পূর্বসূরী সোভিয়েত ইউনিয়ন যেখানে বলত কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেখানে বৃটেন, আমেরিকা সহ পশ্চিমা দেশগুলো বলত কাশ্মীর একটি বিতর্কিত ইস্যু। অথচ আজ তারা কাশ্মীরের উপর ভারতের দখল মেনে নিয়ে সেখান থেকে 'অনুপ্রবেশকারী' প্রত্যাহারের জিগির তুলে পাকিস্তানের কাছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ, ঐ সব শক্তিগুলো চায়না কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হৌক, যার ফলে পরবর্তীতে এই এলাকার মুসলিম শক্তি তাদেরই স্বার্থপন্থী হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মুসলমানদের ভূমিকাঃ গোটা বিশ্বে যখন আজ মুসলিম নিধন চলছে, সে মুহূর্তে মুসলিম দেশগুলোর ভূমিকা সত্যিই দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। কসোভো, বসনিয়া হার্জেগোভেনিয়া, ফিলিস্তীন, লেবানন, বার্মা, তুরস্ক, কাশ্মীরসহ বিশ্বের বিভিন্ন এলাকাতে যেভাবে হত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ন আর বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ড ইহুদী, ব্রাহ্মণ-খৃষ্টান চক্র কর্তৃক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংঘটিত হচ্ছে তাতে কোন সভ্যজাতি বসে থাকতে পারে না। সবচেয়ে আশ্চার্যান্বিত হ'তে হয় যখন ধ্বজাধারী, স্বার্থবাদী, মুসলিম শাসকগণ চুপ করে বসে থাকে সেই সংকট মুহূর্তে। সাম্প্রতিককালে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের পক্ষে সরাসরি বিবৃতি দিয়ে হ'লেও সামান্যতম সমর্থন তারা দিতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ- স্বজাতি বন্ধু ছেড়ে পরজাতি বন্ধুকে মিত্র বানানো। অথচ, ইসলামে মুসলমানদেরকে অন্য জাতিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে, তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে? (নিসা ১৪৫)। এর পিছনে অন্যতম যুক্তি হল- আসলে ঐরকম বন্ধু নিজের কিংবা গোটা জাতির জন্য এক সময় অকল্যাণই বয়ে আনে। আজ আমাদের অবস্থাও তাই। এ জন্য মহান আল্লাহর নিকট কেবল সাধারণ মুসলমান নয় আজকের মুসলিম কর্ণধাররা কেউ তার হিসাব থেকে রক্ষা পাবেন না। তবে অধুনা মুসলমানদের ক্ষতির সবচেয়ে বড় কারণ গুলো হ'ল- পরনির্ভরশীলতা, বিলাসিতা, পরশ্রীকাতরতা, নৈতিক পদস্খলন, তাওয়াক্কুলতার অভাব প্রভৃতি। উপরন্তু কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর বাস্তবায়নে এগিয়ে না এসে বিপরীতে মুসলিম উম্মাহর বিভাজন সৃষ্টি করা।

কাশ্মীরের সমাধান ভবিষ্যতে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোটের মাধ্যমে স্থির হবে, জাতিসংঘের এ প্রস্তাব থেকে আর এক পাকিস্তানী নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো সরে আসতে বাধ্য হন। জাতির প্রতি একাত্তরে তার ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতার ফলশ্রুতিতে বাঙ্গালী হত্যার নেশায় মেতে উঠে এই নেতাই সাবেক পাকিস্তানের রক্তাক্ত ভাঙ্গন ডেকে আনেন এবং আটকে পড়া পাকিস্তানী সৈন্যদের মুক্তির জন্য ভারতের কাছে ধরনা দিতে গিয়ে ১৯৭২ সালের 'সিমলা চুক্তি'র মাধ্যমে কাশ্মীর ইস্যুকে দ্বি-পাক্ষিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। এছাড়া মুসলমানদের সবচেয়ে বড় জোট 'ওআইসি' আজ নাম সর্বস্ব হয়ে আছে। শুধু কাশ্মীর কেন মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থ ঐক্যের ব্যাপারে বলা যায় একেবারেই নিষ্ক্রীয়।

আজ সময় এসেছে মুসলিম শাসকবর্গ, ওলামায়ে কেরাম সর্বোপরি সকল মুসলমানদেরকে সকল ইযম, মতবাদ, মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ, ব্যক্তিগত দলীয় স্বার্থ পরিহার করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক স্বার্থে এক কাতারে শামিল হওয়ার। প্রয়োজনবোধে পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর হাতে বন্দী 'জাতিসংঘ'-এর ন্যায় মুসলমানদের নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিষ্পত্তি কল্পে তথা নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থে অনুরূপ জাতিসংঘ গঠন অথবা সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগে কার্যপযোগী বৃহত্তর শক্তিশালী সংস্থা গঠন করে শত্রুদের মোকাবেলা করতে হবে। আজ প্রশ্ন জাগে, কারগিল যুদ্ধে ভারতের অন্য জাতিস্বত্ত্বা যদি মুজাহিদদের সমর্থন যোগাতে পারে, তবে মুসলমান হয়ে কেন আমরা অন্য বিপদগ্রস্ত মুসলমান ভাইদেরকে সামান্যতম সমর্থনটুকুও দিতে ভয় পাব? নিম্নের দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত।

গত ২৭শে জুন নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে ভারতীয় সৈন্যদের বর্বরতার প্রতিবাদে কাশ্মীরী, পাকিস্তানী ও বাংলাদেশীদের সাথে বহু সংখ্যক ভারতীয় শিখও শরীক হয়েছিল। বিশিষ্ট শিখ নেতা জগজিত সিং কাশ্মীরীদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে শিখদেরকেও ভারতের তাবেদারী দখল থেকে মুক্ত হবার জন্য লড়াই শুরু করার আহবান জানিয়েছেন।

ফলাফলঃ ইতিহাসের কোন যুদ্ধই মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি, আর পারবেও না। এতে কেবল জীবন হানি আর সভ্যতা ধ্বংস সাধিত হয়। যেমন ১৯৪৫ সালেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৫ কোটি ৪০ লাখেরও বেশী মানুষ মারা যায়। আহত হয় কোটি কোটি মানুষ। ধ্বংস হয় সীমাহীন সম্পদ ও সভ্যতা।

কাশ্মীরকে নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে ধারাবাহিক যুদ্ধ চলছে তাতে কেবল কাশ্মীরী জনগণ ও পাকিস্তানকে নয় ভারতকেও চরম মূল্য দিতে হয়েছে বা হচ্ছে। তার প্রমাণ মেলে নিম্নের কিছু তথ্যাবলী দেখে।

কারগিল থেকে কাশ্মীরী মুজাহিদদের হটাতে ভারত দৈনিক ব্যয় করেছে ৩০ কোটি রুপী। শুধু সে অঞ্চলে সমরাস্ত্র মোতায়েন করা হয়েছে ৮০০ কোটি রুপী মূল্যের। প্রথম ৭ সপ্তাহের অপারেশনে মৃত্যু ঘটেছে ভারতীয় ২০০ সামরিক সদস্যের (ভারতীয় হিসাবে)। প্রায় তিন লাখ কাশ্মীরী হয়েছে বাস্তুহারা। অন্য সূত্রে কারগিল যুদ্ধে ভারতীয় শসস্ত্র বাহিনীর অন্ততঃ ১৭শ' সৈন্য নিহত হয়েছে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতের ইষ্টার্ন কমাণ্ডে যে পরিমাণ গোলাবারুদ ক্ষয় হয়েছিল, এ যুদ্ধে তার চেয়ে অন্ততঃ ৩০ গুণ গোলাবারুদ বেশী ক্ষয় হয়েছে। শুধু তাই নয়, ৫৬০ কিলোমিটার

নিয়ন্ত্রণ রেখা ঠিক রাখতে হ'লে এখন ভারতকে প্রতিদিন ১০ কোটি রূপী ব্যয় করতে হবে। ইতিপূর্বে ভারতের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক ইণ্ডিয়া টুডে তার সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, এক একজন অনুপ্রবেশকারীকে সরাতে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তা সহ ১০০ জন করে ভারতীয় বাহিনীর প্রয়োজন হয়েছে। উল্লেখ্য কয়েক শ' কাশ্মীরী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ৩০ হাযারেরও বেশী ভারতীয় সৈন্য লড়াই করেছে। ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বাড়াতে হয়েছে তিন গুণ বেশী। অর্থনৈতিক ভাবে দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে ভারত। গত ১০ বছর যাবৎ এ লড়াইয়ে ৪ হাযার ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে, যে তথ্য ভারতীয় একজন মেজরই গত ১ জুলাই জানিয়েছেন।

আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা'র পরিচালক ১৯৯৩ সালে বলেছিলেন, সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনবে যদি কখনও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। আজ মাত্র ২/৩ মিনিটের এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ সংহারসহ কোলকাতা-লাহোরের মত বড় বড় নগরী মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। আহত ও রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাবে কোটি কোটি মানুষ। আর এর ফলাফলে কেবল দু'দেশের জনগণের নয় বিশ্ববাসীকে দিতে হবে চরম মূল্য। সেদিকটা অত্যন্ত যরূরী ভেবে বিশ্ববাসীর বিশেষ করে বিশ্বনেতৃবৃন্দের এই মুহূর্তে উচিত পাকিস্তান-ভারতের বিবাদমান প্রধান ইস্যু কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আর তা যদি না হয় তবে আজ সাময়িক যুদ্ধ বন্ধ হ'লেও দু'দেশের লড়াই অব্যাহত থাকবে এবং পারমাণবিক যুদ্ধের অতি সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

মানবাধিকার লংঘনঃ সাম্রাজ্যবাদী ভারত কর্তৃক কাশ্মীরীদের উপর চেচনিয়া, বসনিয়া, কসোভো ও ইসরাঈলের চেয়েও যে ভয়াবহ নির্যাতন ও মানবাধিকার লংঘন করা হচ্ছে বিশ্ববাসী ক'জন তার খবর রাখে? এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী ৬৬ হাযার ১৫৮ জন কাশ্মীরী মুসলমানকে হত্যা করেছে। তাদের মধ্যে ৫৮৫ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ৫৬৮ জনকে দড়িতে বেঁধে ঝিলাম নদীর পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। ৫৯ হাযার ১৭০ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ২ হাযার ২৩৫ জনকে নানাভাবে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। ১ লাখ কাশ্মীরবাসী গৃহহারা হয়েছে, ৩৮ হাযার ৪৫০ জন পঙ্গু হয়েছে, ২ হাযার ১০০ জন অমানবিক নির্যাতনের ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে, ৪৬১ জন স্কুল ছাত্রকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে, ৭১০টি শিশু অঙ্গ হারিয়েছে, ৭০ হাযার ৬০০ পুরুষ ও নারীকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে, ১৯ হাযার ২০ জন যুবককে টর্চার সেলে রেখে নির্যাতন করা হয়েছে। এছাড়া বাড়ী বাড়ী তল্লাশীর নামে কত যে কাশ্মীরী নারীকে নির্যাতন ও ধর্ষণ করা হয়েছে বা হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

আমেরিকার বিখ্যাত দি নিউইয়র্ক টাইম পত্রিকার প্রতিনিধি Mr. Tohn F. Burns উক্ত পত্রিকার ১৬ই মে ১৯৯৪ সংখ্যায় লিখেছিলেন, 'ভারতীয় সেনা কমাণ্ডার এবং গেরিলা নেতাদের মতে শুধুমাত্র শ্রীনগর ও তার আশেপাশেই প্রতিবছর ১০ থেকে ২০ হাযার স্বাধীনতা সংগ্রামী সাধারণ নাগরিককে হত্যা করা হয়' দীর্ঘ ৫২ বছর ধরে সেখানে যে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে, ভারতের লৌহ যবনিকা ভেদ করে তার খুব সামান্য সংবাদই পৃথিবীর মানুষ জানতে পেরেছে।

অপর এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ভারতের পোড়ামাটি নীতির ফলে ১৯৮৯ সালে কাশ্মীরী জনগণ স্বাধীনতার জন্য শসস্ত্র সংগ্রামের শুরু থেকে ৫০ হাযারেরও অধিক মুসলমান শাহাদত বরণ করেছেন। হত্যা ও ধর্ষণ করা হয়েছে হাযার হাযার শিশু ও নারীকে। ১৯৯৭ সালের এ্যামনেস্টি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয় বাহিনী ১৭ হাযার লোককে হত্যা করেছে ৮শ'র বেশী লোককে নিখোঁজ করেছে। কি অপরাধ কাশ্মীরীদের? কেন এই অমানবিক হত্যাকাণ্ড সেখানে? টমাস জেফারসনের ভাষায়, 'জীবনের অবিচ্ছিন্ন অধিকার যে স্বাধীনতা, কাশ্মীরবাসী সেই স্বাধীনতা চাচ্ছে, এই তাদের অপরাধ!

সমাধান কোন পথে? কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে চারটি যুদ্ধ হ'ল তারপরেও কি এর সমাধান হয়েছে? আর না হলেও সেটা কিভাবে সম্ভব সে প্রশ্ন আজ অনেকের কাছে।

ভারতের শেষ গভর্ণর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন মনে করতেন, কাশ্মীরের পাকিস্তানে যোগদান করা উচিত (যেমন- হায়দ্রাবাদ ভারতে)। ভারতে চলে যাবে জম্মুর হিন্দুরা; পাকিস্তানে যাবে কাশ্মীর উপত্যকার মুসলমানরা। কাশ্মীর সংক্রান্ত জাতিসংঘে'র ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট ও ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারীতে গৃহীত দু'টি রেজুলেশনে সুস্পষ্ট ভাষায় মুদ্রিত রয়েছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ ভারত বা পাকিস্তান কোন দেশ-ই গ্রহণ করেনি। তবে দু'দেশের মধ্যে কাশ্মীর সীমান্ত রেখাকে স্থায়ী যুদ্ধ বিরতি রেখা হিসাবে গণ্য করার চুক্তি সাক্ষরিত হয় ১৯৪৯ সালের ২৭শে জুলাই। ১৯৫৫ সালে নিরাপত্তা পরিষদে এই রেখাকে 'নিয়ন্ত্রণ রেখা' হিসাবে নতুন নামকরণ করা হয়। ১৯৫৭ তে নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৪৮ সালের ২১শে এপ্রিল, একই বছরে ৩রা জুন, ১৩ই আগষ্ট, ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারী, ১৯৫০ সালের ১৪ই মার্চ ও ১৯৫১ সালের ৩০শে মার্চ গৃহীত বিভিন্ন রেজুলেশনে একটি মাত্র ঘোষণায় একত্রে করে। এই ঘোষণায় বলা হয়- কাশ্মীরের ভাগ্য কাশ্মীরীদের হাতে। তাদের রায় গ্রহণ করতে হবে অবাধ, নিরেপেক্ষ ও উন্মুক্ত গণভোটের মাধ্যমে। আর গণভোট

http://islaminonesite.wordpress.com

অনুষ্ঠিত হবে একমাত্র জাতিসংঘে'র প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। আজ ভারত বিশ্ব দরবারে 'সিমলা চুক্তি' নিয়ে যে বড় আইনের ব্যাখ্যা দিতে চায় সে যুক্তিও ধোপে টিকেনা। কারণ জাতিসংঘে'র ১০৩ নং অনুচ্ছেদে এ 'সিমলা চুক্তি'র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'কোন অবস্থাতেই দুই বা ততোধিক দেশ অন্য কোন চুক্তিতে উপনীত হ'তে পারবে না। কারণ, জাতিসংঘ একটি বিশ্ব সংস্থা, তাই অন্য কোন চুক্তি এই চুক্তির প্রাধান্য খর্ব করতে পারে না। সেখানে বলা হয়েছে, কাশ্মীরীদের অবশ্যই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দিতে হবে। অন্যথায়- তারা এটা রক্তের মূল্যে এই জন্মগত অধিকার আদায় করে নিবে।

তাই, জাতিসংঘে'র তত্ত্বাববধানে গণভোটের মাধ্যমেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্ভব। তারা ভারতে, না পাকিস্তানে, না নিজেরা স্বাধীনভাবে থাকতে চায় তা নিশ্চিত হবে। আর তা যদি না হয় কাশ্মীরী জনগণ তাদের শসস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাবে এবং পাকিস্তানও তাদের সহযোগিতা করে যাবে সে যত মূল্য দিয়েই হৌক। তবে এই জ্বলন্ত কাশ্মীরকে তাবেদারী ভারত আরও জ্বালাবে। এ ব্যাপারে পাকিস্তানকে কোন মুসলিম বা বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল না হয়ে ভারতের মোকাবেলা করতে হবে; নিজেকে আত্মনির্ভরশীল হ'তে হবে এবং আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে।

উপসংহারঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ যুক্তি দেখাচ্ছে-পাকিস্তানী সৈন্য ও তালেবানরা কাশ্মীরে যুদ্ধ করছে। আসলে যদি এমনটি কখনও হয়েও থাকে তবে বলতে হয়- তারা সব জন্মগতভাবে কাশ্মীরী। সুতরাং জন্মভূমি উদ্ধারের জন্য তাদের যুদ্ধ করাটাই স্বাভাবিক। তাদের এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ২ নং ধারা কর্তৃক স্বীকৃত। বরং আজ ভারতই চরম অন্যায় ও মানবাধিকার লংঘন করছে কাশ্মীর সংক্রান্ত জাতিসংঘে'র প্রস্তাব ও ধারা না মেনে। আর বাইরে থেকে কেউ সাহায্য করলে যদি অন্যায় হয়; তাহ'লে ভিয়েতনামে চীনের, একাত্তরে বাংলাদেশে ভারতের এবং কসভোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কি অবৈধ ছিল?

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। আর কাশ্মীরীদের সে অধিকার আদায়ের জন্য সাহায্য করা সকল বোধসম্পন্ন মানুষের পবিত্র দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনকারীরা ধন্যবাদ ও পারলৌকিক পুরস্কার পাবার নেকবিবেচনার যোগ্যতা রাখে। আর যারা লাখ লাখ মানুষের স্বীকৃত জন্মগত অধিকারকে স্বীকার করে না, বিশেষতঃ আমেরিকা, বৃটেনসহ জাতিসংঘে'র অনুরূপ সকল মোড়ল দেশ-ই শাস্তি পাবার যোগ্য। আল্লাহ মুসলমানদেরকে হেদায়ত করুন। -আমীন!

[সমাপ্ত]

মানব মর্যাদার মানদণ্ড নিরূপণে আল-কুরআনের বিপ্লবী অবদান

*-মাওলানা যিল্লুর রহমান নদভী**

মানব মর্যাদার মানদণ্ড নিরূপণ করতে গিয়ে বিশ্ববাসী সর্বকালে ও সর্বযুগেই বিভিন্ন মত ও পথ অবলম্বন করেছে। এখানে আমার বক্তব্য এই যে, যদি কেউ বর্তমান বিশ্বের চরম উন্নতিশীল আমেরিকার মত একটি দেশের মালিক হয়, অসংখ্য ধন-সম্পদের অধিকারী হয়, শিক্ষাগত যোগ্যতাও থাকে, সুঠাম স্বাস্থ্য এবং অপরূপ সুশ্রীও হয় তবে কি সে মানব মর্যাদার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে বলে তাকে সনদ দেয়া যাবে? বাহ্যিক জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শতাধিক ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী, অসংখ্য ধন-সম্পদের প্রাচুর্যই কি মানব মর্যাদার মানদণ্ড রূপে পরিগণিত হবে? কেউ যদি বিশ্ব বিজয়ী গামাকেও হার মানিয়ে দেশ বিজয়ী রণকৌশলীতে, খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাবিদ পণ্ডিত হওয়াতে, রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বজাগ ও প্রজ্ঞাশীল হওয়াতে মহাজ্ঞানীর পরিচয় দিয়ে বিশ্ববাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়, তবেই কি তাকে বলা হবে যে, সে মানব মর্যাদার চরম পর্যায়ে উপনীত?

প্রিয় পাঠক! ঠাণ্ডা মাথায় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে নিশ্চয়ই অবগত হ'তে পারবেন যে, বর্তমান বিশ্বের কলঙ্কিত ইতিহাস এও প্রমাণ করে যে, যারা জোর গলায় হৈ-হুল্লোড় করে মানুষে মানুষে ঐক্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করব বলে এবং মানব মর্যাদার মানদণ্ড সমানে সমান করে পদাধিকার দিব বলে গগণ বিদারী ঘোষণা করেছিল, সভ্যতার ধ্বজাধারী হয়ে শাসন-শোষণ-পীড়ন হ'তে মুক্ত করে, মুক্ত আলো-বাতাসে মানুষের অধিকার দিব বলে লম্বা লম্বা ডাক-হাঁক ছেড়েছিল, তারাই আজ পর্যন্ত সর্বনিম্নতম অধিকারটুকুও মানুষকে দিতে পারেনি। আধুনিক সভ্যতার সর্বপ্রধান পাদপীঠ আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ সংখ্যাগুরুরা আজও কৃষ্ণাঙ্গ লোকদের সঙ্গে পশুর চাইতেও নিকৃষ্টতম ব্যবহার করে চলেছে। ইউরোপীয় জাতিগুলো এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষগুলোকে কার্যক্ষেত্রে এখনও মানুষ হিসাবে স্বীকার করতে পারেনি। বিনা কারণে রক্তপাত করে এবং তাদের সমস্ত অধিকার হরণ করেও তারা কোন প্রকার অপরাধের কাজ করেছে বলে স্বীকার করে না।

আমেরিকা ও ইউরোপ বর্তমান বিশ্বের দু'টি মহাশক্তি। সাড়া বিশ্বে তারা মাতব্বরীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভিয়েতনামে বিশ বৎসর পর্যন্ত উপর্যুপরি গোলা, বোমা ও

** সাং হরিরামপুর, পোঃ দাউদপুর, দিনাজপুর, প্রবীণ লেখক ও গ্রন্থ প্রণেতা।*

বারুদের শাঁ শাঁ শব্দে কঠিন ঝড়-তুফান ও হাযার মাইল বেগে সাইক্লোন প্রবাহিত হয়ে গেল। এত বড় দুর্ঘটনা কে করলো? আর কেনই বা করলো এর জবাব কোথায়? সত্যতা ও বাস্তবতার দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে সমস্ত দোষ ইউরোপ ও আমেরিকার ঘাড়েই চাপে। এত বড় কলঙ্কময় ইতিহাস বিশ্ববাসীর আর অজানা নেই। বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি মারমুখী শক্তি একে অপরের পিছনে লেলিয়ে দিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করে। একেবারে নিস্তেজ করে আবার আহ্বান করে, এসো জাতিসঙ্গে বসে আমরা তোমাদের বিচার করব। পশ্চিমা সেতাঙ্গ বর্বরদের কলঙ্কময় ইতিহাস কাগজে লেখা কোন মতেই সম্ভব নয়। ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বরে পাক-ভারতের প্রলয়ংকরী মহাযুদ্ধে কুখ্যাত ভারত অতর্কিতভাবে রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানের উপর আক্রমণ চালিয়ে যে বর্বরতার ইতিহাস রচনা করেছিল ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে।

আমেরিকা ও রাশিয়া তাদের ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমানগুলি পাকিস্তানী নিরপরাধ সরলমনা মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলো। ভারতের এ দুঃসাহস কি করে হ'লো এবং এর উৎস কোথায় কিভাবে হ'লো, তাকি এখনো বিশ্ববাসীর অগোচরে গোপন থাকলো? এগুলি কি তাদের জন্য কলঙ্ক নয়? নবী সোলাইমানের জিনদের দ্বারা নির্মিত হৃদয়ের ধন 'বায়তুল মুক্বাদ্দাছ' এখনও ইহুদীদের হাতে আবদ্ধ। কাশ্মীরীদের হৃদয় বিদারী আর্তনাদের ফায়ছালা করতে মাত্র তিন মিনিট সময় লাগে। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ কেন একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হচ্ছে না, তার কারণ কি? কার ষড়যন্ত্রে বাদশা ফয়সালকে গুলি করা হ'লো? কার চক্রান্তে যুলফিকার আলী ভুট্টু ঘণ অন্ধকারে ফাসির মঞ্চে প্রাণ হারালো? কার চক্রান্তে আফগানিস্তানে ৫০ লক্ষ লোক মারা গেল? দস্যুদল কাফেরগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে একটি মুসলিম দেশের নিরপরাধ জনগোষ্ঠীর উপর ২৭ লক্ষ টন বোমা বর্ষণ করলো। তদুপরি যখন দেখল যে, তাকে কোন মতেই দমন করা গেল না, তখন তাকে আবার অর্ধ যুগ পর্যন্ত চতুর্দিক হ'তে অবরোধ ও কোনঠাসা করে নির্যাতনের চরম সীমালঙ্গন করল। এ যে মানব রূপী হিংস্র পশু এতে কি আর কোন সন্দেহ আছে? এসবের জবাব কোথায়? মানবরূপী দস্যু, মানবরূপী শয়তান কোনদিনই মানব মর্যাদার মানদণ্ড কায়েম করতে পারেনি। আর পারবেওনা। এরা মানুষ হয়ে মানুষকে কোনদিনও বিন্দুমাত্র অধিকার দেয়নি এবং কোনদিনই মানুষকে ভালবাসতে পারেনি। বর্তমানে কিছু সংখ্যক দুর্ধর্ষ দস্যু জাতিসঙ্গে একত্রিত হয়েছে। আর তারা বড় বড় বিশ দাঁত বের করে একে অপরকে ধোকা দিয়ে ছোবল মারার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে। মানুষের দরদী এরা কোন দিনই নয়। এরা সকলেই হিংস্র পশু। মানবতার চরম শত্রু।

প্রিয় পাঠক! বিশ্বের মাঝে এসেছিলেন মাত্র একটি মানুষ। যিনি কালো-ধলো, দেশী-বিদেশী, খান্দানী-অখান্দানী, আরবী-আজমী, অন্ধ-খঞ্জ, অনাথ-ইয়াতীম, ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-মূর্খ সকলকে বুকে জড়িয়ে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবেসে তাদের নিগূঢ়তম আত্মীয় হয়ে, পরম দরদী হিতাকাঙ্খী হয়ে, শোকে-তাপে দগ্ধ নিরাশ্রয় নিঃসম্বল নিঃসহায় ব্যক্তিদের প্রাণে চিরস্থায়ী শান্তি, অনাবিল স্বস্থির চিরকল্যাণময় ব্যবস্থা করে, মানব মর্যাদার মানদণ্ড নিরুপণ করতঃ গগণে-পবনে জ্বালাময়ী কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, ওহে বিশ্ববাসী শুনো! অনারবদের উপর বিশুদ্ধ আরবীভাষী এরাবিয়ানদের কোন ফযীলত নাই, আর এরাবিয়ানদের উপরও সুন্দর-সুঠাম বহু ডিগ্রীধারী অনারবদের কোন ফযীলত নাই। তোমরা সকলেই এক বাবা আদমের সন্তান। আর বাবা আদম মাটির তৈরী। অতএব তোমাদের বাহ্যিক জ্ঞান, ধনের প্রাচুর্য, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী, আকর্ষণীয় চেহারা, সুন্দর-সুঠাম স্বাস্থ্য এ সমস্ত কিছুই নয়। মানুষকে সমান অধিকার দিতে হবে। তাদের মর্যাদা নিরুপণ করতে হবে বলে বিশ্বনবী এই মর্মে বাণী শুনিয়ে দিলেন- 'অলা তাবা-গাযু, অলা তাহা-সুদু, অকূনু ইবাদাল্লা-হে ইখওয়ানা' (বুখারী)। অর্থাৎ 'তোমাদের অন্তর্নিহিত মিছাইল বোম ও ন্যাপাম বম একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করোনা। সকলে তোমারা একে অপরকে বুকে জড়িয়ে, আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, সহোদর ভাই হয়ে, শান্তি-শৃঙ্খলার সাথে বিশ্বের মাঝে বসবাস করো।

মানব মর্যাদার মানদণ্ড নিরূপণ করতে গিয়ে আল-কুরআন দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, 'ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লা-হে আতক্বা-কুম' (হুজুরাত ১৩)। 'মানবকুলে জন্মগ্রহণ করার পর তোমাদের মধ্যে মানব মর্যাদার চরম পর্যায়ে উপনীত একমাত্র সেই ব্যক্তি যার পবিত্রাত্মায় সর্বদা বিরাজ করছে সাধুতা, সততা ও বদান্যতা। যার স্বচ্ছ আত্মার নিভৃত কোণে বিরাজ করছে জাগ্রত ঈমান, প্রগাঢ় বিশ্বাস, বিশ্বনবীর প্রেম ও মহান আল্লাহ্র ভয়। গাভীর মধ্যে দুগ্ধ দান ক্ষমতা বা অশ্বের মধ্যে দ্রুতগামীতা যদি না থাকে তবে যেমন তাকে মূল্যহীন মনে করা হয়, তেমনি মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য তাক্বওয়াহ বা আল্লাহভীতি যদি এখানে না পাওয়া যায় তবে মানুষও মূল্যহীন হয়ে যায়। বর্ণ-বংশ-রক্ত-ধারা, শিক্ষাগত যোগ্যতা বা ভৌগলিক পরিবেশ মানুষের ভাল মন্দের, মান-সম্মানের মাপকাঠি নয়। মানব মর্যাদার মাপকাঠি একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি অন্তর্নিহিত প্রেম-প্রীতি ভালবাসা দিয়ে তার আনুগত্যে নিজেকে বিলীন করা। অতএব যে বিশ্ব স্বামী মহান আল্লাহ্র প্রেমের মদিরা পানে নিজেকে সঠিক পথের উপর নিয়োজিত রাখতে পেরেছে সে নিশ্চয়ই মানব মর্যাদার চরম পর্যায়ে উপনীত হ'তে সক্ষম হয়েছে (আল কুরআন)।

http://islaminonesite.wordpress.com

শবে মে'রাজের অনুষ্ঠান সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

মূল প্রবন্ধ ঃ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রঃ)

*অনুবাদ ঃ সাঈদুর রহমান**

নিঃসন্দেহে শবে মে'রাজ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সত্য রাসূল প্রমাণ হওয়ার জন্য একটি বড় নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে মহান রাব্বুল 'আলামীন ঘোষণা করেছেন-

'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্বছা পর্যন্ত, যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল' (বণী ইসরাঈল ১)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে মুতাওয়াতের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁকে যখন আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল তখন তাঁর জন্য আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়েছিল। যার ফলে তিনি সপ্তম আকাশে গিয়ে স্বীয় রব-এর সাথে কথা বলেছিলেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত গ্রহণ করেছিলেন। যা প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবেদনে সবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়। এই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করলেই উম্মতে মুহাম্মাদী ৫০ ওয়াক্তের ছওয়াব পাবে। এজন্য আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা করছি। যে রাতে মে'রাজ সংঘটিত হয়েছিল সে রাতটি রজব না অন্য মাসে ছিল, সে সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। ২৭শে রজব সম্পর্কে যা বলা হয়, তা মুহাদ্দেছীনদের নিকটে ভিত্তিহীন। তবে হাঁ, রজব মাসে (২৭ তাং) যদিও মে'রাজ হয়ে থাকে তবুও সেই রাত্রিতে বিশেষ ফযীলত মনে করে ইবাদত করা জায়েয নয়। এটি ধর্মে নব প্রবর্তিত বা বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবনে কখনও এরূপ আমল করেননি। শবে মে'রাজে বিশেষ ইবাদতের কোন নির্দেশও তিনি দেননি। খোলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম অথবা তাঁদের সঠিক অনুসারী তাবেঈনদের মধ্যেও কেউ এমন কাজ করেননি। এমনকি আমাদের পূর্ববর্তী অধিকতর উত্তম যুগের কোন আলেমও এ কাজ করেননি। অথচ তাঁরা সুন্নাহ সম্পর্কে আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখতেন এবং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর শরীয়ত পালনকে সর্বাধিক ভালবাসতেন। যদি এ কাজটি এমনই ছওয়াবের হ'তো তাহ'লে তাঁরা আমাদের আগেই তা করতেন। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম।

* *গ্রাজুয়েট, কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সঊদী আরব ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে যে শরীয়ত প্রবর্তন করেছেন তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদেরকে তা অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিদ'আত বা নতুন কোন প্রথার সংযোজন থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলাম এমন একটি দ্বীন, যা পরিপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নে'মত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পসন্দ করলাম' (মায়েদাহ ৩)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 'তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নাই। যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফায়ছালা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (শূরা ২১)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), তাঁর ছাহাবীগণ ও তাবেঈগণ বিদ'আত ও উহার ভয়াবহতা থেকে উম্মতগণকে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করেছেন। মা আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের এই ধর্মে যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।[১] ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কেউ যদি এমন কাজ করে, যা আমাদের এই ধর্মে নেই, তাহ'লে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।[২] তিনি অন্য এক হাদীছে এরশাদ করেছেন, 'অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হচ্ছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হিদায়াত। সর্ব নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে যা দ্বীন সম্পর্কে (মনগড়া ভাবে) নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং (এইরূপ) প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই (বিদ'আত) গোমরাহী।[৩]

তিনি অন্য এক হাদীছে বলেছেন, 'তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করবে। আর তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে। সাবধান! কখনও ধর্মে নব প্রবর্তিত কোন বিষয় গ্রহণ করবে না। কেননা প্রত্যেক নব প্রবর্তিত বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।[৪]

সুতরাং শবে মে'রাজে উৎসব পালন করা, বিশেষ এবাদত-বন্দেগী করা, ধর্মের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজন, যা প্রত্যাখ্যাত। ইহা আল্লাহ্র শত্রু ইহুদী ও খ্রীষ্টান কর্তৃক তাদের ধর্মে নব নব প্রথা সংযোজনের সংগে সামঞ্জস্যশীল। এরূপ করার অর্থ এই যে, ইসলামকে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ মনে করা। আর এটা যে কত বড় ফাসাদ ও জঘণ্য কর্ম এবং আল্লাহ্র বাণীর বিরোধী তা সর্বজন

১. বুখারী মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০।
২. মুসলিম হা/১৭১৮।
৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১।
৪. আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ হাদীছ ছহীহ।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিদিত। অথচ আল্লাহ বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلَامَ دِيْنًا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নে'মত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পসন্দ করলাম' (মায়েদাহ ৩)।

উপরোল্লেখিত দলীলসমূহ হক অন্বেষণকারীদের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং শবে মে'রাজে উৎসব, এ রাতের বিশেষ ইবাদত-বন্দেগীর বিদ'আতী মাহফিল থেকে বিরত থাকুন। এ ধরণের বিদ'আতী অনুষ্ঠান বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। ইল্ম গোপন করা হারাম। সুতরাং জানার পর মুসলমান ভাইদেরকে বিদ'আত থেকে সতর্ক করতে হবে। তাদেরকে উপদেশ দেওয়া প্রতিটি মুসলমানের উপর অবশ্যই কর্তব্য।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি- তিনি যেন আমাদের ও অন্যান্য সকল মুসলমান ভাইকে দ্বীন উপলব্ধি করার, দ্বীনের উপর কায়েম থাকার, সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) দৃঢ়ভাবে ধারণ করার এবং বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করেন। -আমীন!

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

জেড আহম্মেদ মানি চেঞ্জার

১. *বিদেশী মুদ্রা (ডলার, পাউন্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্যাঙ্ক, ইয়েন, রিংগিট, দিনার, রিয়াল) ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।*

২. *ডলার ড্রাফ সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয়।*

৩. *পাসপোর্ট ডলারসহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।*

২০/৩১ সুলতানাবাদ, গোরহাঙ্গা
(হোটেল গুলশান সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে)
বোয়ালিয়া, রাজশাহী। ফোনঃ ৭৭৪৪২২।

ছাহাবা চরিত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ)

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) সত্যের পথে যেমন ছিলেন এক অকুতোভয় বীর সেনানী, মিথ্যার বিরুদ্ধে তেমনি ছিলেন এক দুঃসাহসী সেনাপতি। কোন প্রতাপান্বিত বাদশাহর প্রতাপ যেমন তাঁকে সৎপথ হ'তে পারেনি সরাতে, তেমনি হীন উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে কেউ পারেনি তাঁর সামনে দাঁড়াতে। ইসলামের স্বার্থে ধর্ম সমরে তিনি যেমন ছিলেন সিদ্ধ হস্ত, তেমনি অধর্ম তথা বাতিলের বিরুদ্ধে ছিলেন সদা খড়গ হস্ত। তিনি আজীবন হক্ব-এর পথে লড়াই করে গেছেন। জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত হক্ব-এর পথে ব্যয় করেছেন। হক্ব-এর পথে জীবন দিয়ে তিনি একথা প্রমাণ করে গেছেন যে, অসত্যের কাছে বীর মুসলমান কখনও মাথা নত করে না। সত্যের সেবক এ মহান ছাহাবীর জীবনালেখ্য এ প্রবন্ধে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচিতিঃ তাঁর নাম আবদুল্লাহ[১] পিতার নাম যুবাইর, মাতার নাম আসমা বিনতু আবি বকর (রাঃ)। তাঁর দু'টি উপনাম রয়েছে- আবুবকর ও আবু খুবাইব।[২] পূর্ণ বংশক্রম হ'লঃ আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ইবনিল 'আওয়াম ইবনে খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদিল 'উয্‌যা ইবনে কুছাই ইবনে ক্বিলাব ইবনে মুররাহ আল-ক্বারাশী আল-আসাদী।[৩]

তাঁর দাদী ছিলেন ছাফিয়া বিনতু আবদিল মুত্তালিব। যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ফুফু ছিলেন।[৪] নানী ছিলেন ক্বিলাহ বিনতু আবদিল উয্‌যা ইবনে আবদে আসাদ ইবনে নাছর

** বি,এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব,(বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৯৪/১৪১৫), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১; আল-হাকিম নিসাপুরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহঃ ১৯৯০/১৪১১), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩১;
عن عائشه رضى الله عنها : ان النبى ص سمى عبد الله بن الزبير عبد الله وقال عبد الله بن الزبير : سميت باسم جدى ابى بكروكنيت بكنيته ، *দ্রঃ আল-মুস্তাদরাক প্রাগুক্ত।*

২. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ, (তেহরানঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিইয়াহঃ তা. বি.), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬১; আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩১।

৩. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬১; আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩১।

৪. উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬১।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

ইবনে মালিক বিন সাহল বিন 'আমের বিন লুওয়াই।[৫] উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ)-এর ফুফু ছিলেন এবং হযরত আয়শা (রাঃ) ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইরের খালা।[৬] সুতরাং পিতা-মাতা উভয় দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল।[৭]

জন্মকাল ও স্থানঃ ১ম হিজরী সনের যুলকা'দা মুতাবেক ২রা মে ৬২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মদীনার কুবায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিজরতের পরে মুহাজির সম্প্রদায়ের প্রথম সন্তান। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন মুসলমানরা তাকবীর ধ্বনি দেন এবং তাঁর জন্মে সবাই অত্যন্ত খুশী হন। কারণ, ইহুদীরা বলতো, আমরা তাদের (মুসলমানদের) যাদু করেছি। সুতরাং তাদের কোন সন্তান জন্মাবেনা। তাঁর জন্মগ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ ইহুদীদেরকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করেন।[৮] তিনি ভূমিষ্ট হ'লে হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর কানে আযান দেন।[৯] জন্মের পরে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্‌র (ছাঃ) নিকটে আনা হ'লে তিনি তাকে স্বীয় ক্রোড়ে রাখলেন। অতঃপর একটি খেজুর চিবিয়ে আবদুল্লাহ্‌র মুখে দিলেন। জন্মের পরে আবদুল্লাহ্‌র পেটে প্রথম যা প্রবেশ করেছিল তা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর নিষ্ঠীবন (থুথু)।[১০]

শৈশব কালঃ সাত কিংবা আট বৎসর বয়সে পিতা যুবাইর (রাঃ)-এর সাথে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে বায়'আত করার জন্য আসেন। মহানবী (ছাঃ) তাকে আসতে দেখে মুচকি হাসলেন এবং তাকে বায়'আত করালেন।[১১] ১০ বৎসর বয়সে তিনি পিতার সাথে ইয়ারমুকের যুদ্ধে (রজব ১৫ হিঃ/আগষ্ট ৬৩৬) অংশগ্রহণ করেন। ১৯ হিজরী মোতাবেক ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে যুবাইর (রাঃ) যখন মিসরে আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর বাহিনীতে যোগদান করেন, তখন আবদুল্লাহও সে বাহিনীতে যোগ দেন।[১২]

যৌবন কালঃ আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর যৌবনের অধিকাংশ সময় ইসলামের স্বার্থে জিহাদ করে কাটিয়েছেন। পিতার সাথে তিনি 'আমর ইবনু 'আছ-এর বাহিনীতে যোগদান করেন। আবদুল্লাহ ইবনু সা'আদ ইবনু আবী সারাহ (রাঃ)-এর সঙ্গে বাইজান্টাইন ও ইফরিকিয়াহ অভিযানেও অংশগ্রহণ করেন। সাঈদ ইবনুল 'আছ -এর সাথে উত্তর পারস্য অভিযানেও (২৯/৩০/৬৫০) শরীক হন।[১৩] মাগরিব (পশ্চিমাঞ্চল) বিজয় এবং কনষ্টান্টিনোপলের যুদ্ধেও তিনি যোগদান করেন। এছাড়া উষ্ট্রের যুদ্ধে স্বীয় খালা আয়েশা (রাঃ)-এর পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৪]

সত্যের পথের আপোষহীন সৈনিকঃ হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়ার আনুগত্য করা আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-এর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে গেল। তিনি তার বিরোধিতা করলেন। এ সংবাদ ইয়াযীদের নিকট পৌঁছলে ইয়াযীদ আবদুল্লাহ্‌র কাছে এভাবে পত্র লিখল- আমি তোমার নিকট রৌপ্যের শিকল, স্বর্ণের হাতকড়া এবং রৌপ্যের বেড়ি পাঠালাম। আমি শপথ করে বলছি, ঐগুলো পরিয়ে তোমাকে আমার কাছে হাযির করা হবে। তখন আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর পত্রটি ফেলে দিলেন এবং এই কবিতাটি আবৃত্তি করলেনঃ

ولا ألين لغيـر الحق انملة : حـتى يلين لضـرس الماضغ الحجر،

'অসত্যের তরে ততক্ষণ নরম হবো না এক আঙ্গুল
ঘাস চর্বনকারীর নিকটে পাথর যাবৎ হবেনা কোমল'।

অতঃপর তিনি বলেন, যিল্লতির চাবুকের আঘাত সহ্য করার চেয়ে, ইয্যতের তলোয়ারের আঘাত আমার নিকট অধিক প্রিয়। তারপরে ইয়াযীদ মুসলিম বিন উকবার নেতৃত্বে সিরিয়ায় একদল সৈন্য পাঠায় এবং মদীনাবাসীকে হত্যার নির্দেশ দেয়। মুসলিম বিন উকবা মদীনা জয়ের পর সেখান থেকে বের হয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হয়। মক্কায় প্রবেশ করে অনেক অনর্থক কাজ করে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে সীমালংঘন করে। এরপর মক্কার অলিতে-গলিতে ঘুরে

---

৫. আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩১।

৬. উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬১; The Encyclopaedia of Islam, (London: Luzac and Co. 1960), V. 1, P. 54.

৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ ইং/১৪০৬ হিঃ/১৩৯২ বাঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৫; The close kinship which linked him to the family of the prophet on both side was a factor which contributed to Umayyads and also (it would Seem) against the Alids.
See. The Encyclopaedia of Islam, V. 1, P. 54.

৮. প্রাগুক্ত; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬২; আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩২।

৯. শায়খ অলিউদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবাদিল্লাহ আল-খাতীব, ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল, (দিল্লীঃ আছাহহুল মাতাবি তা.বি.), পৃঃ ৬০৪।

১০. আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩২; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬২।

১১. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে উছমান আযযাহাবী, নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আলাম আননুবালা, (জেদ্দাহঃ দারুল আন্দালুস ১ম প্রকাশ, ১৯৯১/১৪১১), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২; আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩২; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬২; আবুল 'আলা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আল-মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৯৯০/১৪১০), ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২২২; ইকমাল, পৃঃ ৬০৪।

১২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৫; নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৮২; Encyclopaedia of Islam, V. 1, P. 54.

১৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৫; Encyclopaedia of Islam, V. 1, P. 54.

১৪. নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২।

http://islaminonesite.wordpress.com

বেড়ানোর সময় সে মারা যায়। এরপর হুসাইন বিন নুমাইর তার স্থলাভিষিক্ত হয়। হুসাইন মক্কা অবরোধ করে। হুসাইন এই অবরোধকালীন সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র জঙ্গল থেকে বের হয়ে শিকারের উপর যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে, আবদুল্লাহও তেমনি মক্কার অভ্যন্তরে অবস্থিত তাঁর তাবু হ'তে বের হয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালাত।[১৫] অতঃপর অবরোধকালীন সময়ে ইয়াযীদের মৃত্যু হ'লে হুসাইন সসৈন্যে আবদুল্লাহ্‌র কাছে বায়'আত গ্রহণ করে।[১৬]

খলীফা হিসাবে দায়িত্ব পালনঃ ৬৪ হিজরীতে ইয়াযীদের মৃত্যুর পর লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইরের নিকট বায়'আত গ্রহণ করে। তিনি হেজায, মিসর, ইয়েমেন, খোরাসান, ইরাক ও সিরিয়ার কিছু অংশ শাসন করেন।[১৭] তাঁর শাসনকাল সুশৃংখল ছিল না। তথাপি কিছু কিছু আলেম তাঁকে আমীরুল মুমিনীনের মধ্যে গণ্য করেন।[১৮] আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইরের রাজত্বকাল ৯ বৎসর স্থায়ী ছিল।[১৯]

ইন্তেকালঃ ইয়াযীদের মৃত্যুর পর মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাঁর সিংহাসনে সমাসীন হয়। সে ক্ষমতায় এসে সিরিয়ায় অভিযান চালিয়ে কয়েক হাযার আরববাসীকে হত্যা করে এবং আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের নিযুক্ত সিরিয়ার গভর্ণর যাহ্‌হাক ইবনু কায়েসকে হত্যা করে সিরিয়া জয় করে। মারওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবদুল মালিক খিলাফাতের আসনে বসে ইবনু যুবাইরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে এবং ইরাকে সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে আবদুল্লাহ নিযুক্ত ইরাকের গভর্ণর মুছ'আব ইবনু যুবাইরকে হত্যা করে ইরাক দখল করে নেয়।[২০] এরপর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে একদল সৈন্য হিজায অভিমুখে প্রেরণ করে। সে ৭২ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসের ১ তারিখে মক্কা অবরোধ করে। হাজ্জাজ 'আবু ক্বায়েস পাহাড়ে কামান (মিনজানিক) স্থাপন করে সেখান থেকে মসজিদুল হারামের দিকে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে।[২১] এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রাঃ) তাঁর মাতার পরামর্শে মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে যুদ্ধরত সৈন্যের সাথে মিলিত হন। এসময় ছাফা পাহাড়ের দিক থেকে একটা ইট এসে তাঁর মাথায় লাগলে তাঁর মাথা ফেটে রক্ত বের হয় এবং তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।[২২] তখন হাজ্জাজের সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করে।[২৩] মৃত্যুর পরে হাজ্জাজ আবদুল্লাহ্‌র লাশ কয়েক দিন যাবৎ শহরের রাস্তার পাশে ঝুলিয়ে রাখে, যাতে মক্কার কুরাইশদের দৃষ্টিগোচর হয়।[২৪] অতঃপর আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে লাশ আবদুল্লাহ্‌র মাতার নিকটে হস্তান্তর করা হয়। তিনি তাঁকে মদীনায় সাফিইয়ার গৃহে দাফন করেন।[২৫]

আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যুকাল সম্পর্কে কিছু মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে তিনি ১৭ই জুমাদাছ ছানী ৭৩ হিজরী[২৬] মোতাবেক ১৪ অক্টোবর ৬৯২ সালে[২৭] ৭০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[২৮]

দুঃসাহসিক সৈনিকঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) ছিলেন অসীম সাহসী এক বীর সেনানী। আফ্রিকা অভিযানে মাত্র ৩০ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তিনি রাজা জরজীরের সৈন্য বুহ্য ভেদ করে তাঁর তাবুতে উপস্থিত হয়ে তাকে নিজ হাতে হত্যা করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন মক্কা অবরোধ করে তখন আবদুল্লাহ্‌র সাথীরা তাঁকে পরিত্যাগ করে এবং হাজ্জাজের দলে যোগদান করে। এসময় হাজ্জাজ চিৎকার করে বলছিল, 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা কেন নিজেদেরকে হত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছ? যারা আমাদের নিকটে আসবে তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। আল্লাহ্‌র নামে সপথ করে বলছি, আমি তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবনা। আর তোমাদের রক্তেরও কোন প্রয়োজন আমার নেই'। একথা শুনে প্রায় ১০,০০০ লোক তার দলে যোগদান করে। এমনকি ইবনে যুবাইরের সাথে একজন লোকও ছিল না।[২৯] এই সংকটময় মুহূর্তেও তিনি যুদ্ধের ময়দানে অটল ও অবিচল ছিলেন। তিনি একাকী শত্রু সৈন্যদের প্রতিহত করছিলেন। এসময় তিনি ছিলেন ৮০ বৎসরের বয়োবৃদ্ধ লোক।[৩০] ইসহাক ইবনু আবি ইসহাক বলেন, ইবনু যুবাইর হত্যার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। মসজিদে হারামের বিভিন্ন দরজা দিয়ে যখন শত্রু সৈন্য প্রবেশ করতে লাগল তখন তিনি তাদের উপর আক্রমণ শুরু করেন। এমনকি কোন দরজা দিয়ে সৈন্যরা প্রবেশ করতে লাগলে তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের

১৫. *আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৩-৩৪।*
১৬. *নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৫।*
১৭. *প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮২; তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১।*
১৮. *নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২।*
১৯. *তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১।*
২০. *নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৪।*
২১. *উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৩।*
২২. *আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৯।*
২৩. *উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৪।*
২৪. *আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৭; তুহফাতুল আহওয়াযী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২২২।*
২৫. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৫।*
২৬. *তুহফাতুল আহওয়াযী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২২২; তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১; আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৯।*
২৭. *Encyclopaedia of Islam , V. 1, P. 54; ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৫।*
২৮. *নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৫।*
২৯. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৫।*
৩০. *তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯২।*

Contents

বের করে ছাড়তেন। এমতাবস্থায় মসজিদের ব্যালকনি বা দেওয়ালের একটা টুকরা এসে তার মাথায় লাগলে তিনি পড়ে যান। তখন এই কবিতা আবৃত্তি করেন-

أسماء يا أسماء لاتبكى   لم يبق الا حسبى ودينى

وصارمٌ لاثت به يمينى

'হে আসমা! তুমি (আমার শোকে) কেঁদনা। আমার বংশ ও দীনদারী ছাড়া অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকল না। তলোয়ার আমার ডান হাত (দক্ষিণ হস্ত) সিক্ত করেছে'।[৩১] মূলতঃ হযরত আবদুল্লাহ ছিলেন এমন এক দুঃসাহসী বীর সৈনিক যিনি সাক্ষাত মৃত্যু জেনেও লক্ষ্য পানে অগ্রসর হ'তেন।[৩২]

চরিত্র ও ইবাদত-বন্দেগীঃ হযরত আবদুল্লাহ ছিলেন নির্মল চরিত্রের অধিকারী এক পূণ্যবান ব্যক্তি। ইবনু আব্বাস তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি ইসলামের সচ্চরিত্রবান ও পূণ্যবান ব্যক্তি (عفيف فى الإسلام)।[৩৩] তিনি অধিক ছিয়াম পালনকারী, নফল ছালাত আদায়কারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ছিলেন।[৩৪]

ছালাতে তাঁর একাগ্রতা ছিল অতুলনীয়। মুজাহিদ বলেন,

كان ابن الزبير اذا قام الى الصلاة كأنه عود

'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের যখন ছালাতে দণ্ডায়মান হ'তেন মনে হ'ত যেন তিনি একটা কাষ্ঠ খণ্ড'। মৃত্যুর পূর্বে অবরোধকালীন সময় যখন চারিদিক থেকে কামানের পাথর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল তখনও তিনি তার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছেন। কিন্তু কোন দিক তাকাননি।[৩৫]

ইবাদতে যখন তিনি মশগূল থাকতেন তখন দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্ম তিনি ভুলে যেতেন। আমর ইবনু ক্বায়েস তাঁর সম্পর্কে বলেন, আমি যখন তাঁর পার্থিব বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করতাম তখন মনে হ'ত এ ব্যক্তি চোখের পলক পড়ার মত সামান্য সময়ের জন্যও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেন না। আবার যখন আমি পরকালীন বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতাম তখন মনে হ'ত চোখের পলকের জন্যও সে দুনিয়াদারী চায় না।[৩৬] তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রার্থনাকারী ও মুত্তাক্বী (আল্লাহ ভীরু)।

ইবনু আবি মুলায়কাহ বলেন,

ما رأيت مناجيا مثله ولامصليا مثله واخشن فى ذات الله ولا اسخى نفسا منه

"আমি তাঁর মত প্রার্থনাকারী, ছালাত আদায় কারী, তাঁর মত আল্লাহ ভীরু এবং তার সমতুল্য কোন দানশীল ব্যক্তি দেখিনি"।[৩৭]

ইলম ও ইলমী খিদমতঃ আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর ক্বারী ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবের ক্বারী (পাঠক) ছিলেন (قارئ الكتاب الله)।[৩৮] তিনি অনেকগুলো ভাষা জানতেন। আমর ইবনু ক্বায়েস বলেন, ইবনু যুবায়েরের ১০০ গোলাম ছিল। তিনি প্রত্যেকের সাথে তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলতেন।[৩৯] হযরত ওছমান (রাঃ) যে সমস্ত ছাহাবীদের কুরআন সংকলনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের ছিলেন তাঁদের অন্যতম।[৪০]

সমাপনীঃ পরিশেষে আমরা বলতে পারি, হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক, সত্য-ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক, সাহসী যোদ্ধা। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন মুত্তাক্বী, পরহেযগার ও আবেদ ব্যক্তি। তাঁর অতুলনীয় চরিত্র মাধুর্য মানুষকে মুগ্ধ করত, ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর একাগ্রতা মানব হৃদয়কে আকৃষ্ট করত, চেতনাকে শাণিত করত, তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্ব যোদ্ধাদের প্রেরণা যোগাতো।

বর্তমান সমাজের মানুষের জন্যও তাঁর এই জীবনীতে রয়েছে অনেক শিক্ষনীয় বিষয়। তাঁর এ জীবন চরিত থেকে শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ করলে জীবন চলার পথ হবে সুন্দর ও সুশৃংখল। এ সমাজের দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ধর্ষণ, অপহরণ, লুণ্ঠন, রাহাজানি ইত্যাদি দূরীভূত হ'তেও সাহায্য করবে।

অতএব, পাঠক সমাজ! আসুন আমরা এই মহামনীষী, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীর জীবনী থেকে ইবরত ও নছীহত হাছিল করি এবং নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈষয়িক জীবন ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালনা করি। আল্লাহ আমাদের জীবনকে ইসলামী ভাবধারায় ঢেলে সাজানোর তাওফীক দিন এবং ছাহাবীদের জীবনী হ'তে উপদেশ গ্রহণের মত স্বচ্ছ ও অনুসন্ধিৎসু মন দিন- আমীন!

---

৩১. *নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৫।*
৩২. *আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬০৯।*
৩৩. *নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩।*
৩৪. *আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬০৭।*
৩৫. *নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩।*
৩৬. *আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৩।*
৩৭. *প্রাগুক্ত।*
৩৮. *নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩।*
৩৯. *আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৩।*
৪০. *নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩।*

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

চিকিৎসা জগৎ

বাতজ্বর ও চিকিৎসা

সাধারণত ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের জ্বরের সাথে শরীরের বড় বড় জয়েন্ট বা গিট ব্যথাসহ ফুলে গেলে বাতজ্বর সন্দেহ করা হয়। তবে বাতজ্বরের প্রাথমিক সূত্রপাত হ'ল ষ্ট্রেপটোকক্কাসজনিত গলদাহের ঠিকমত চিকিৎসা না করানো থেকে। ষ্ট্রেপটোকক্কাসজনিত গলদাহের ১ থেকে ৪ সপ্তাহ পর বাতজ্বর হয়ে থাকে। বাতজ্বরের ভয়াবহতা হ'ল এ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার ফলে হৃৎপিণ্ড বা হার্টের ভাল্ব নষ্ট হয়ে যায়, যা পরিবর্তন করতে খরচ হয় তিন লক্ষ টাকা। অথচ এর প্রতিরোধের জন্য খরচ হয় বছরে মাত্র ৩০০ টাকা।

ষ্ট্রেপটোকক্কাসজনিত গলদাহ বা যে কোন ধরণের গলদাহে রোগীরা মূল লক্ষণ হ'ল গিলতে গেলে গলা ব্যথা করে এ কথা বলে থাকে। ষ্ট্রেপটোকক্কাসজনিত গলদাহের লক্ষণসমূহ হ'লঃ

(১) মুখের ভিতরদিক অস্বাভাবিকভাবে গাঢ় লাল রঙের হয়। (২) চোয়ালের নিচদিক দিয়ে চাপ দিলে ব্যথা হয়। (৩) জ্বর ও মাথাব্যথা থাকে। (৪) কাশি হয় না বললেই চলে।

বাতজ্বরের লক্ষণঃ

(১) **বাতঃ** গিটে ব্যথা হয় ও গিট ফুলে লাল হয়ে যায়। গিট ফোলা ও ব্যথা সবসময় একই গিট বা গ্রন্থিতে হয় না। একটা সারে- আরেকটা আক্রান্ত হয়। রোগীর ভাষায়ঃ বাত এক গ্রন্থি থেকে আরেক গ্রন্থিতে দৌড়াদৌড়ি করে।

(২) হৃৎপিণ্ডে প্রদাহ হয়- বুক ধড়ফড় কর। (৩) এক ধরণের ফুস্কুরি বা র‍্যাস দেখা দেয়, যাকে এরিথেমা মারজিনেটাম বলে। (৪) চামড়ার নিচে গুটলি থাকতে পারে। (৫) স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হ'লে বিশেষ এক ধরণের খিচুনি বা কোরিয়া দেখা দিতে পারে।

এছাড়া বাতজ্বরে আক্রান্ত রোগীর ঘুসঘুসে জ্বর, শরীর মেজমেজ করা, দুর্বলতা, অরুচি ও গিটে ব্যাথা থাকতে পারে। ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের বাতজ্বরের উপরে বর্ণিত লক্ষণসমূহের মত একই লক্ষণ বা উপসর্গ নিয়ে আরো বেশ কিছু রোগ হয়। তাই ডাঃ জোনস বাতজ্বর নির্ণয় করার জন্য একটা নিয়মাবীল তৈরী করেছেন- এর উপর ভিত্তি করে বাতজ্বর নির্ণয় করা হয়। জোনসের নিয়মাবলীতে তিনটি অংশ রয়েছেঃ

(১) **প্রধান লক্ষণ বা উপসর্গঃ** (ক) হৃৎপিণ্ডে প্রদাহ; (খ) গিটে ব্যথা, যা একাধিক গিটকে আক্রান্ত করে এবং গিট লাল হয়ে ফুলে গেছে; (গ) কোরিয়া; (ঘ) এরিথেমা মারজিনেটাম বা বিশেষ ধরণের ফুস্কুরি এবং (ঙ) চামড়ার নিচে গুটলি।

(২) **গৌণ বা অপ্রধান উপসর্গঃ** (ক) পূর্বে বাতজ্বরজনিত হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস; (খ) গিটে শুধু ব্যথা; (গ) জ্বর; (ঘ) রক্তের ইএসআর বেড়ে যাওয়া ও শ্বেতকণিকা বেড়ে যাওয়া এবং (ঙ) ইসিজিতে 'পিআর' দূরত্ব বেড়ে যাওয়া।

(৩) **ষ্ট্রেপটোকক্কাস জীবাণু দ্বারা গলবিল বা মুখগহবর আক্রান্ত হওয়ার প্রমাণঃ** (ক) এএস ও টাইটার বেড়ে যাওয়া; (খ) গলার লাল বা থ্রোট সোয়ার কালচারে গ্রুপ-এ বিটা হিমোলাইটিক ষ্ট্রেপটোকক্কাস-এর উপস্থিতি এবং (গ) সম্প্রতি স্কারলেট ফিভার বা জ্বরে আক্রান্ত হবার ইতিহাস। মুখ্য প্রধান উপসর্গসমূহের অন্তত একটি এবং গৌণ উপসর্গের দু'টি অথবা মুখ্য উপসর্গের দু'টি লক্ষণের সমন্বয়ে বাতজ্বর নির্ণয় করা হয়। যদি সাথে ষ্ট্রেপটোকক্কাস বিটা হিমোলাইটিকাস সংক্রমণের প্রমাণ থাকে। তাই চিকিৎসকগণ বাতজ্বর নির্ণয় করার সময় সমলক্ষণ বিশিষ্ট অন্যান্য রোগসমূহের ব্যাপারে বিভিন্ন পরীক্ষার পর বাতজ্বর ডায়াগনোসিস করেন এবং যেহেতু বাতজ্বর নির্ণয় সরাসরি করা যায় না তাই বাতজ্বর রোগীকে কমপক্ষে পাঁচ বছর নিয়মিত চেকআপ ও দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে, যাতে বাতজ্বরজনিত হৃদরোগ তৈরী না হয়।

স্যাঁতসেঁতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বল্প পরিসরে বেশী লোকের বাস ও অপুষ্টি বারবার বাতজ্বরে আক্রান্ত হ'তে সহায়তা করে। ষ্ট্রেপটোকক্কাসজনিত গলদাহের ফলে সৃষ্ট বাতজ্বরের অসম্পূর্ণ বা বিনা চিকিৎসা এবং প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা গ্রহণ না করলে বারবার বাতজ্বরে আক্রান্ত হ'তে সহায়তা করে। ষ্ট্রেপটোকক্কাসজনিত গলদাহের ফলে সৃষ্ট বাতজ্বরের অসম্পূর্ণ বা বিনা চিকিৎসা এবং প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা গ্রহণ না করলে বারবার বাতজ্বরে আক্রান্ত হয়, যার ফলে বাতজ্বরজনিত হৃদরোগ হয়। বাতজ্বরজনিত হৃদরোগে হার্টের ভাল্ব সাধারণত আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে মাইট্রাল ভাল্বজনিত হৃদরোগই বেশী হয়ে থাকে। এ ছাড়া এওরটিক ভাল্ব ও ট্রাইকাসপিড ভাল্বও আক্রান্ত হ'তে পারে। হৃদপিণ্ড ৪টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপরের দুই প্রকোষ্ঠ ডান নিলয় ও বাম নিলয়। অলিন্দ ও নিলয়ের মাঝে রক্ত চলাচল ভাল্বের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ছাড়া আরো দু'টি ভাল্ব দ্বারা হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত দেহের অন্য অংশে প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। বাতজ্বরজনিত হৃদরোগে ভাল্বগুলো শক্ত ও মোটা হয়ে ষ্টেনোসিস রোগের জন্ম দেয়, যাতে রক্তপ্রবাহ বিঘ্নিত হয়। যখন ভাল্ব কায়ক্ষমতা হারায় তখন রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। ফলে ইনকমপিটেন্স অবস্থার জন্ম দেয়। তাই সমস্ত শরীরে রক্তপ্রবাহের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ভাল্বজনিত হৃদরোগ-এর লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসাঃ

বাতজ্বরে আক্রান্ত শিশু-কিশোরকে প্রাথমিকভাবে জ্বর, গিটে ব্যথা ও হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ প্রশমনের জন্য চিকিৎসা

http://islaminonesite.wordpress.com

দেয়া হয়। তারপর আক্রান্ত রোগীর যাতে বাতজ্বরজনিত হৃদরোগ না হয় তার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা দেয়া হয়। দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রতিদিন প্যানিসিলিন মুখে খেতে দেয়া হয় অথবা মাসিক ভিত্তিতে প্যানিসিলিন ইনজেকশন দেয়া হয়।

বাতজ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সময় যাদের হৃৎপিণ্ডে প্রদাহ হয়নি তাদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা নিতে হয় এবং যাদের হৃৎপিণ্ডে প্রদাহ হয়েছিল তাদের গ্রহণ করতে হয় ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত চিকিৎসা। মনে রাখতে হবে, কোন অবস্থাতেই প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা পাঁচ বছরের কম দেয়া যাবে না। আর যাদের হৃৎপিণ্ডের ভাল্ব নষ্ট হয়ে গেছে তাদের সারাজীবন অন্তত ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত চিকিৎসা নিতে হবে।

প্রতিরোধঃ

বাতজ্বর অবশ্যই একটি প্রতিরোধযোগ্য রোগ। বাতজ্বর যাতে না হয় তার জন্য অবহেলা না করে গলদাহ বা ফেরিনজাইটিস-এর আশু চিকিৎসা করাতে হবে। আর যাদের একবার বাতজ্বর না হয় তার জন্য কমপক্ষে পাঁচ বছর প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা চালাতে হবে। বাংলাদেশে প্রতি দশ হাযার মানুষের মধ্যে ৭.৫ জনের বাতজ্বরজনিত হৃদরোগে আক্রান্ত হবার আশংকা রয়েছে। তাই এ রোগ এবং এর ভয়াবহতা সম্বন্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা দরকার এর ভীতিকর পরিণতি উপলব্ধি করা দরকার। বিশেষ করে বাবা-মা ও স্কুল শিক্ষকরা এ রোগ প্রতিরোধে সক্রিয় অবদান রাখতে পারেন। এ রোগ প্রতিরোধ করতে চাই-

(১) স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসার এবং (২) সচেতনতা সৃষ্টি। যাতে গলদাহ ও বাতজ্বরের চিকিৎসা করাতে কেউ অবহেলা না করে।

অন্ধত্ব রোধের সহজ চিকিৎসা

মুখে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণের মত একটি সহজ চিকিৎসার মাধ্যমে অন্ধত্বের প্রধান কারণ ট্রকোমা রোধ করা যেতে পারে। বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নাল 'ল্যান্সেটে' প্রকাশিত এক গবেষণায় একথা বলা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র (ডব্লিউএইচও) মতে, ট্রকোমা-র কারণে প্রায় ৬০ লাখ লোক চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে পড়েছে এবং আরো প্রায় ১৪ কোটি ৬০ লাখ রোগীকে অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা করতে হ'লে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

নতুন এই গবেষণায় প্রমাণ দেখানো হয়েছে যে, ট্রকোমা আক্রান্ত রোগীদের চোখে ছয় সপ্তাহ করে এক নাগাড়ে 'টেট্রাসাইক্লিন অয়েন্টমেন্ট' ব্যবহারের চেয়ে 'এজিথ্রোমাইসিন অ্যান্টিবায়োটিক' অল্প সময় মুখে খাওয়ানোর মাধ্যমে অনেক বেশি ফল পাওয়া গেছে। সান ফ্রান্সিসকোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরির মেডিসিনের প্রফেসর এবং এই গবেষণা টিমের প্রধান জুলিয়াস শাকটার জানান, গবেষণার ফলাফল দেখে তাঁরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়েন।

❐ *সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব ও সাপ্তাহিক অহরহ* ❐

খুৎবাতুল জুম'আ

খুৎবা-৮

[স্থানঃ দারুল ইমারত আহলেহাদীছ মারকাযী জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।]

তাং-৮ই অক্টোবর '৯৯ শুক্রবারঃ

বিষয়বস্তুঃ জান্নাতী ও জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য।

হাম্দ ও ছানা শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরায়ে নাযে'আত ৩৫-৪১ আয়াত পাঠ করে বলেন, কে জান্নাতী কে জাহান্নামী তা বলার ক্ষমতা মানুষের নেই। কেবলমাত্র 'অহি' মারফত স্বীয় নবীর মাধ্যমে কিছু ছাহাবীকে জান্নাতের আগাম সুসংবাদ শুনানো ব্যতীত আল্লাহপাক একটি মহান উদ্দেশ্যে সকলকে এবিষয়ে অজ্ঞ রেখেছেন। সে উদ্দেশ্যটি হ'ল এই যে, যদি মানুষ তার পরকালীন জীবনের পরিণতি সম্পর্কে ইহকালে তার জীবদ্দশাতেই জেনে যায়, তাহ'লে সে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে অলস হ'য়ে যাবে। সে তার উপরেই ভরসা করবে ও অদৃষ্টবাদী হ'য়ে যাবে। তবে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক অত্র আয়াতগুলিকে বর্ণনা করেছেন। যেমন অত্র আয়াতগুলিতে তিনি বলেন, অর্থঃ 'ক্বিয়ামতের দিন যখন মানুষ স্ব স্ব কৃতকর্ম সমূহ স্মরণ করবে (না-যি'আত ৩৫)। এবং প্রত্যক্ষকারীদের জন্য জাহান্নাম খুলে প্রকাশ করা হবে (৩৬)। তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে (৩৭) ও পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে (৩৮), নিশ্চয়ই তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম (৩৯)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে (৪০), নিশ্চয়ই তার ঠিকানা হবে জান্নাত' (৪১)।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের প্রত্যেকের দু'টি করে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার মধ্যে তিনটি ইঙ্গিত রয়েছে। একটি হ'ল এটা বুঝিয়ে দেওয়া যে, মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই হ'ল জাহান্নামীদের আচরণ করা। দ্বিতীয়তঃ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, জাহান্নামীদের সংখ্যাই বেশী হবে। তৃতীয়তঃ প্রথমেই মানুষকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করা। অতঃপর জাহান্নামীদের প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে 'সীমা লংঘন ও দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া'। বস্তুতঃ বর্তমান পৃথিবীতে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে ক্রমবর্ধমান অশান্তির মূল কারণ হ'ল ঐ দু'টি। এ প্রসঙ্গে আমীরে জামা'আত ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন বাড়াবাড়ির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন এবং এসব থেকে বিরত থাকার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, মানুষের নিজস্ব সীমালংঘন ও অতীব দুনিয়া প্রবণতার ফলে বিগত সভ্যতাগুলি ধ্বংস হয়েছে। এমনকি খেলাফতে রাশেদাহ্র পর থেকে মুসলিম উম্মাহ্র

http://islaminonesite.wordpress.com

ক্রমাবনতিশীল দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার জন্য দায়ী হ'ল উক্ত দু'টি বিষয়। আজকের বিশ্বের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কমবেশী প্রায় সকলেই উক্ত দু'টি দুরারোগ্য ব্যাধির শিকার। ফলে ব্লাড প্রেসারের রোগীর মত সমাজে সর্বদা চরম অবস্থা বিরাজ করছে।

চায়ের পাওনা পয়সা লেনদেনের মত তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে মানুষ খুন হচ্ছে। মানুষের জান, মাল ও ইযযত এখন খেলনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। নিজের বা নিজ দলের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য হেন অপকর্ম নেই যা করা হচ্ছে না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সরকারকে একটি নিরপেক্ষ সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হ'ত এবং সেভাবে তারা সর্বস্তরের জনগণের শ্রদ্ধা কুড়াতে সক্ষম হ'তেন। কিন্তু বর্তমানে এই সংস্থাটিও বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। দলীয় বাড়াবাড়ি ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা সরকারের নিরপেক্ষ প্রশাসনের স্বচ্ছ দেওয়ালকে কালিমা লিপ্ত করেছে। ফলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামে অধুনা একটি নতুন পরিভাষা চালু হয়ে গেছে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে এই সীমালংঘন ও তীব্র দুনিয়া প্রবণতা দূর করার জন্য তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আল্লাহ ভীরু নেতৃত্ব ছাড়া সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর সেটাই হ'ল জান্নাতীদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

আলোচ্য আয়াতে জান্নাতীদের দু'টি গুণ বা বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। একটি হ'ল ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়িয়ে জওয়াবদিহীতার ভীতি। দ্বিতীয় হ'ল নিজেকে খেয়াল-খুশী বা প্রবৃত্তি পরায়ণতা থেকে বিরত রাখা। মূলতঃ প্রথম গুণটি থাকলে দ্বিতীয় গুণটি আপনা থেকেই অর্জিত হয়। আর সেকারণেই তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি হ'ল সর্বপ্রধান ও একমাত্র গুণ, যা ব্যক্তি জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। তাক্বওয়াহীন জীবনকে এক কথায় বল্গাহীন পশুর জীবন বলা চলে।

শানে নুযূলঃ আয়াত দু'টি নাযিলের কারণ বলতে গিয়ে সম্মানিত খত্বীব তাফসীরে কুরতুবীর বরাতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন যে, আয়াত দু'টি ইসলাম জগতের প্রথম মুবাল্লিগ হযরত মুছ'আব বিন ওমায়ের (রাঃ) ও তাঁর ভাই আমের বিন ওমায়ের সম্পর্কে নাযিল হয়। দুই ভাই ছিলেন দুই মেরুতে অবস্থানকারী। আমের ছিল কাফের। সে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। আনছারগণ তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে বলে যে, আমি মুছ'আবের ভাই। একথা শুনে তারা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং কঠিন বন্ধনের পরিবর্তে হালকাভাবে বেঁধে রাখে। তাকে সম্মান করে ও নিজেদের কাছে ঘুমাতে দেয়। সকাল বেলা এই খবর মুছ'আব (রাঃ)-এর কানে পৌঁছলে তিনি কঠোর ভাষায় বলেন, مَاهُوَلِي بِأَخٍ شُدُّوْا أَسِيْرَكُمْ 'ওটা আমার ভাই নয়। তোমাদের বন্দীকে তোমরা কঠিনভাবে বেঁধে রাখ'। পরে তার মা বহু মাল-সম্পদ রক্তমূল্য হিসাবে দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিয়ে যান'।

আমের সীমালংঘনকারী ও দুনিয়া পূজারী ছিল। সে মাল-সম্পদ বাড়ানোর পিছনেই সর্বদা ব্যস্ত থাকত এবং অবশেষে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়ে সীমালংঘন করেছিল। ফলে তার শানে فَأَمَّا مَنْ طَغَى আয়াতটি নাযিল হয়।

পক্ষান্তরে তার ভাই মুছ'আব বিন ওমায়ের (রাঃ) হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়োজিত মুবাল্লিগ ছিলেন। যিনি মদীনায় অবস্থান করে ইসলামের দাওয়াতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। মদীনাবাসীর নিকটে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় ও সম্মানিত।

ওহোদ-এর কঠিন পরীক্ষার সময় যখন ছাহাবীগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। সেই বিপদ মুহূর্তে মুছ'আব সহ কিছুসংখ্যক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে জীবন বাজি রেখে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন একটি তীর এসে মুছ'আবের পেট বিদ্ধ করে এবং তিনি রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে পড়ে তড়পাতে থাকেন, তখন তার দিকে তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عِنْدَ اللهِ أَحْتَسِبُ 'আল্লাহ্‌র নিকটে আমি এর বদলা কামনা করি'। পরে রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমি তাকে দেখলাম এমতাবস্থায় যে তার শরীরে এমন এক জোড়া চাদর রয়েছে, যার মূল্য যে কত বেশী, তা কেউ জানেনা। এমনকি তার জুতার ফিতাগুলিও স্বর্ণখচিত' (কুরতুবী)। বলাবাহুল্য মুছ'আবের উদ্দেশ্যেই শেষের আয়াত وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ নাযিল হয়।

সুদ্দী বলেন, শেষোক্ত আয়াত হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর শানেও নাযিল হ'তে পারে। তাঁর একজন গোলাম ছিল। সে যখন তাঁর জন্য খাবার আনত, তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন 'কোথা থেকে আনলে'? কিন্তু একদিন খাবার আনলে তিনি জিজ্ঞেস না করেই খেয়ে নিলেন। গোলাম বলল, অন্যদিন আপনি জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু আজকে জিজ্ঞেস করলেন না কেন? তিনি বললেন, ভুলে গিয়েছিলাম। গোলাম বলল, কুফরী জীবনে আমি গণকের কাজ করতাম ও সেই ভাগ্য গণনার বিনিময়ে যে অর্থ উপার্জন করেছিলাম, তা দিয়ে আজ আপনার জন্য খাবার কিনে এনেছি'। একথা শুনে আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) সাথে সাথে গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ দেহের শিরা-উপশিরায় যদি কিছু থেকে থাকে, তাহ'লে তুমি তা প্রতিরোধ কর' (কুরতুবী)।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত এ প্রসঙ্গে বিগত যুগে গুহায় আটকেপড়া তিন ব্যক্তির ঘটনা তুলে ধরেন, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বর্ণনা করেছেন এবং যা বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে। যারা তাদের স্ব স্ব নেক আমলের অসীলায় প্রার্থনা করে আল্লাহ্‌র রহমতে মহা বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, রাতের বেলা তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। হঠাৎ একটি বড়

পাথর পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। পাথর এক চুল সরাতে না পেরে তারা হতাশ হয়ে পড়েন ও অবশেষে যার যার নেক আমলের অসীলায় আল্লাহ্‌র নিকটে পর পর দো'আ করেন। প্রথম জন তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার খিদমতের কথা বর্ণনা করেন যে, একদা দুগ্ধ দোহন করে গভীর রাতে বাড়ী ফিরে দেখি ক্ষুধার্ত বাপ-মা ঘুমিয়ে গেছেন। আমি দুধের পাত্র নিয়ে তাঁদের শিয়রে ফজর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে পিতা-মাতার ঘুম ভাঙ্গার অপেক্ষায় থাকি। ইতিমধ্যে আমার কচি বাচ্চারা ক্ষুধায় চিৎকার দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে একসময় আমার পায়ের নিকটে ঘুমিয়ে পড়ে। তবুও আমি দুধের পাত্র হাতে পিতা-মাতার শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকি। অতঃপর তাঁরা জেগে উঠলে তাদেরকে প্রথমে দুধ পান করাই। তারপর আমার বাচ্চাদের পান করাই। হে আল্লাহ যদি কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্য একাজ করে থাকি, তবে আজকের কঠিন বিপদে তুমি আমাকে সাহায্য কর'। এই প্রার্থনা শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিশাল প্রস্তর খণ্ডটি অল্প সরে গেল, যা দিয়ে বের হওয়া সম্ভব ছিল না।

অতঃপর দ্বিতীয় জন প্রার্থনা করলেন এই বলে যে, তার এক চাচাতো বোনের সাথে এক সময় তার গভীর ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু চরম মুহূর্তের পূর্বক্ষণে বোনটি যখন বলল, اِتَّقِ اللّٰهَ 'তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর'। তখন আমি সম্বিত ফিরে পাই ও অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসি'। তৃতীয় জন বললেন যে, জনৈক ব্যক্তি একসময় তার বাড়ীতে মজুর খাটে। কিন্তু লোকটি তার মজুরী না নিয়েই চলে যায়। তখন তার মজুরীর পয়সা দিয়ে আমি একটি বকরীর বাচ্চা কিনি ও প্রতিপালন করতে থাকি। পরবর্তীতে ঐ বাচ্চা থেকে আরও বাচ্চা হয় এবং এক সময় গোয়াল ভরে যায়। বহুদিন পরে ঐ লোকটি এসে তার মজুরী দাবী করলে তাকে গোয়াল ভরা বকরী উট, গরু ও চাকর-বাকর সব দিয়ে দিই। সেখান থেকে একটিও আমি নেইনি।

এই ভাবে পিতা-মাতার খিদমত, যৌবাকাংখা দমন ও সুন্দর আমানতদারীর নেক আমলের অসীলায় ঐদিন ঐ তিন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি থেকে আল্লাহ্‌র হুকুমে ঐ পাথর সরে যায় ও তারা মুক্ত হয়ে বের হয় আসেন। আল্লাহপাক এমনিভাবে তাঁর নেক বান্দাদেরকে কখনো কখনো সম্মান দিয়ে থাকেন। যাকে 'কারামাতে আউলিয়া' বলা হয়।

উপরোক্ত ঘটনা সমূহের মধ্যে আল্লাহ ভীরুতা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা থেকে দূরে থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজও যদি এই ধরণের উদাহরণ সৃষ্টি করা যায়, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ আমাদের দেশ সোনার দেশে পরিণত হবে। সেইরূপ মানুষ তৈরীর জন্য সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এক মনে এক লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। নইলে শুধু ইট-কাঠ ও বিল্ডিংয়ের উন্নতি সত্যিকারের উন্নতি নয়।

খুৎবার শেষাংশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আমাদের সর্বদা উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণ রাখতে হবে এবং আমাদের মধ্যে যখনই জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য মাথা চাড়া দিবে, তখনই তওবা করে ফিরে আসতে হবে এবং সর্বদা জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য হাছিলের চেষ্টায় রত থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

হোটেল নাইস ইন্টারন্যাশনাল (আবাসিক)

মালিকঃ খন্দকার হাসান কবির

সুসজ্জিত, পরিচ্ছন্ন, মনোরম পরিবেশে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ ও গাড়ী পার্কিং এর সুব্যবস্থা।

হোটেল নাইস ইন্টারন্যাশনাল

গনকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী

ফোনঃ ৭৭৬১৮৮

ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-৭২১-৭৭৫৬২৫।

রচনা প্রতিযোগিতার সময় বৃদ্ধি

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে রচনা প্রতিযোগিতা '৯৯ এর সময়সীমা আগামী ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হ'লো। বিস্তারিত জানার জন্য মাসিক আত-তাহরীক আগষ্ট '৯৯ সংখ্যা পড়ুন!

মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

দো'আ

দো'আর ফযীলতঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, মুসলমান যখন অন্য কোন মুসলমানের জন্য দো'আ করে, যার মধ্যে কোনরূপ গোনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার কথা থাকেনা, আল্লাহ পাক উক্ত দো'আর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি দান করে থাকেন। তার দো'আ দ্রুত কবুল করেন অথবা তার প্রতিদান আখেরাতে প্রদান করার জন্য রেখে দেন অথবা তার থেকে অনুরূপ আরেকটি কষ্ট দূর করে দেন। একথা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, তাহ'লে আমরা বেশী বেশী দো'আ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ আরও বেশী দো'আ কবুলকারী' (আহমাদ, মিশকাত হা/২২৫৯ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; ছহীহ, তানক্বীহ ২/৬৯)। অত্র হাদীছে বর্ণিত উপরোক্ত শর্তটির সাথে অন্যান্য ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আরও তিনটি শর্ত রয়েছে। যথাঃ দো'আকারীর খাদ্য, পানীয় ও পোষাক পবিত্র হওয়া (অর্থাৎ হারাম না হওয়া) এবং দো'আ কবুল হওয়ার জন্য ব্যস্ত না হওয়া' (তানক্বীহ)।

১৪. নিজ গৃহে প্রবেশকালীন দো'আঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا -

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাল মাওলিজি ওয়া খায়রাল মাখরাজি, বিসমিল্লা-হি ওয়ালাজ্‌না ওয়া 'আলাল্লা-হি রব্বিনা তাওয়াক্কালনা'।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি শুভ প্রবেশের ও শুভ নিষ্ক্রমনের। আল্লাহ্‌র নামে আমরা প্রবেশ করি এবং আমাদের প্রভু আল্লাহ্‌র উপরে আমরা ভরসা করি'। অতঃপর গৃহবাসীর উদ্দেশ্যে সালাম দিবে।[১]

১৫. সফরকালীন দো'আঃ

(ক) ঘর হ'তে বের হবার সময় 'বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কূউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ' বলবে।[২] অতঃপর যানবাহনে পা রাখার সময় বলবে 'বিসমিল্লাহ' এবং সীটে বসে বলবে 'আলহামদুলিল্লাহ'। অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবেঃ

سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ- اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى- اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ-

উচ্চারণঃ 'সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়া মা কুন্না লাহূ মুক্বরেনীনা; ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বালিবূনা।

আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্রা ওয়াত তাক্বওয়া ওয়া মিনাল 'আমালে মা তারযা; আল্লা-হুম্মা হাওভিন আলাইনা সাফারানা হা-যা ওয়াত্বভে লানা বু'দাহূ, আল্লা-হুম্মা আনতাছ ছা-হিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিল আহ্‌লি ওয়াল মা-লি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন ওয়া'ছা-ইস সাফারি ওয়া কাআ-বাতিল মানযারি ওয়া সূইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহ্‌লি'।

অর্থঃ 'মহা পবিত্র সেই সত্তা যিনি এই বাহনকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা একে অনুগত করার ক্ষমতা রাখিনা এবং আমরা সবাই আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী' (যুখরুফ ১৩)। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকটে আমাদের এই সফরে কল্যাণ ও তাক্বওয়া এবং এমন কাজ প্রার্থনা করি, যা আপনি পসন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের উপরে এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব গুটিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি এই সফরে আমাদের একমাত্র সাথী এবং পরিবারে ও মাল-সম্পদে আপনি আমাদের একমাত্র প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে পানাহ চাই সফরের কষ্ট, খারাব দৃশ্য এবং মাল-সম্পদ ও পরিবারের নিকটে মন্দ প্রত্যাবর্তন হ'তে'।[৩]

(খ) গন্তব্য স্থলে অবতরণ করে পড়বেঃ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণঃ 'আ'উযু বিকালেমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব'। অর্থঃ 'আল্লাহ যে সব সৃষ্টি করেছেন, সে সবের ক্ষতিকারিতা হ'তে আমি তাঁর পূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে পানাহ চাচ্ছি'।[৪]

(গ) সফর হ'তে ফিরে এসে তিনবার 'আল্লা-হু আকবর' বলবে। অতঃপর দো'আ পড়বেঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ، آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ-

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শায়ইন ক্বাদীর। আ-য়েবূনা তা-য়েবূনা 'আ-বেদূনা, সা-জেদূনা, লেরব্বিনা হা-মেদূনা।[৫]

১. *আবুদাঊদ, ছহীহ আল-কালিমুৎ ত্বাইয়িব হা/৪৮; মিশকাত হা/২৪৪৪।*
২. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৩।*
৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২০।*
৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২।*
৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪২৫।*

কবিতা

স্বাগতম

-রুহুল আমীন আনসারী
চিনাডুলী, ইসলামপুর
জামালপুর।

স্বাগতম হে 'আত-তাহরীক'! তুমি জনমনে বিস্ময়
তুমি দুর্দম, তুমি দুর্গম, করনা মানব-দানবের ভয়।
তুমি সাইক্লোন, তুমি মহাপ্রলয়, তুমি নব প্রজন্মের হুঙ্কার
তুমি ন্যায়ের পূজারী হয়ে অন্যায়কে ভেঙ্গে কর চুরমার।
তুমি সত্য-ন্যায়ের কাণ্ডারী, মোরা মাঝী-মাল্লা
তুমি নব সৃষ্টির উন্মেষ, ভাঙ্গো অন্যায়ের কেল্লা।
তব সুধা পানে বিমোহিত প্রতিটি মুসলিমের অন্তর
তুমি সু-উচ্চে রেখেছ মুসলিম উম্মাহর কণ্ঠস্বর।
দুর্গম তোমার পথচলা, নেই অবসর, নেই বিশ্রাম-ক্লান্তি
তুমি শিরক-বিদ'আত উচ্ছেদ করে মুছে ফেল সব ভ্রান্তি।
তুমি সিদ্ধহস্তে ধরেছ খুঁটি সকল মতবাদ উপেক্ষা করে
কুরআন-হাদীছকে গ্রহণ করেছ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের তরে।
তুমি অন্যায়ের কন্টক, তুমি নৃশংসতায় ভয়ংকর
তুমি উচ্ছৃঙ্খলের অবসান, অনিয়মে সোচ্ছার।
তুমি দুঃশাসনে সু-শাসন, তুমি ঝঞ্ঝায় মহাত্রাস
তুমি অবিচারে বিষদাঁত হয়ে অন্যায়কে কর গ্রাস।

***

আমি যদি যাই চলে মা

-মোস্তাফিযুর রহমান
সাত দরগা, পীরগাছা, রংপুর।

আমি যদি যাই চলে মা
আসব না আর ফিরে,
পূর্ণ হৃদয় শূন্য হবে
আঁধার নামবে নীড়ে।
আমি যদি যাই চলে মা
বক্ষ তোমার খালি,
ইসলাম দ্বারা পূর্ণ করবে
দিও না মোরে গালি।
আমি যদি যাই চলে মা
অহি-র পন্থে আজি,
শহীদ হয়েও আকঁড়ে ধরব
ইসলাম হবে গাজী।
আমি যদি যাই চলে মা
শিরকবাদী'র রুখে,
ধ্বংস ওদের অনিবার্য
থাকবে না আর সুখে।
আমি যদি যাই চলে মা
দরগা ভাঙ্গতে আজ,
ভণ্ড পীরের নড়বে টনক
মাথায় পড়বে বাজ।

[কবিতাটি 'বিদ্রোহী নবদূত' নামক কাব্যগ্রন্থ হ'তে]

***

জিহাদের ময়দান

-আমীরুল ইসলাম
ভায়া লক্ষ্মীপুর- বাঁকড়া
রাজশাহী।

নিদ মহলের ভেঙ্গেছে দুয়ার
বিশ্বের মুসলমান
দল বেঁধে আজ চলরে ছুটে
জিহাদের ময়দান ॥
তাওহীদের ঐ পতাকা তলে
হয়ে শামিল দলে দলে
দুনিয়াতে আজ করতে জারি
ইসলামী ফরমান ॥
কাশ্মীর, আফগান আর পাকিস্তান
চেচনিয়া, বসনিয়া আর দাগেস্তান
তাওহীদী পতাকা তুলেছে আকাশে
জান করে কুরবান ॥
বিশ্ব মুসলিম আজ জেগেছে
জিহাদী খুনে আগ লেগেছে
দুনিয়া হ'তে যালিম শাহীর
করতে অবসান ॥
মনগড়া ঐ মানুষের বিধান
মানিনা মোরা সেই মুসলমান
লড়ব মোরা করব জিহাদ
থাকতে দেহে প্রাণ ॥

***

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, ষ্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফ্‌ট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে ঃ

❑ **হাতেম খাঁ, রাজশাহী মহানগরী থেকেঃ** আসিফ মিয়াঁদাদ, মুস্তাফিযুর রহমান, যাকির হোসাইন, মুখতার হোসাইন, সুমাইয়া ইয়াসমিন ও নাসরিন।

❑ **সপুরা, মিয়াঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ রাজশাহী থেকেঃ** শাহানাজ পারভীন, সাদিয়া খাতুন, শামীমা খাতুন, মাহমূদা খাতুন, ফালগুনি খাতুন, আয়েশা খাতুন, নিভা খাতুন, মাহফূযুর রহমান, আরিফ হোসাইন, ফয়সাল ও আতিকুর রহমান।

❑ **ফুলবাড়ী মাদরাসা, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা থেকেঃ** আবদুল আলীম, আল-মামুন, আবদুল আউয়াল, শহীদুল ইসলাম, আবদুন নূর, সিরাজুল ইসলাম, ফিরোজ আহমাদ শাহিদা, নাসিমা আক্তার, মুস্তাফিযুর রহমান, মোরশিদ আক্তার ও আনোয়ার হোসাইন।

❑ **শিমুলবাড়ী মাদরাসা, গাইবান্ধা থেকেঃ** রাশেদুল ইসলাম।

❑ **নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী থেকেঃ** শরীফুল ইসলাম, মনীরুল ইসলাম, মিনহাযুল আবেদীন, দেলোয়ার হোসাইন, জিয়াউর রহমান।

❑ **যোগীপাড়া, বাগাতীপাড়া, নাটোর থেকেঃ** শফীকুল ইসলাম, যাকিয়া ইয়াসমিন, শিখা খাতুন ও সপ্না খাতুন।

❑ **সত্যজিতপুর, পাংশা, রাজবাড়ী থেকেঃ** মির্জু, শিমুল, ফারুক, রাইহান, রাসেল, রমেছা, সাহেরা, নাইচ, আইনুর, শাহীদা, হাফিজা, রেশমা, অশুরা এবং মসলিমা।

❑ **চোরকোল, গোপালপুর, ঝিনেদা থেকেঃ** হারুনুর রশিদ, শাজাহান, ফাতেমা ও বিলকিস।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তরঃ

১. পাঁচশ' বছরের রাস্তা। ২. সাগর। ৩. ওহোদ যুদ্ধে।

৪. ৬টি। (১) আল্লাহ্র প্রতি (২) ফেরেশতাদের প্রতি (৩) আসমানী কিতাবের প্রতি (৪) রাসূলগণের প্রতি (৫) আখেরাতের প্রতি ও (৬) তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা।

৫. কলম। লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

গত সংখ্যার একটুখানি বুদ্ধি খাটাও (ইংরেজী)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. Mother, Other. ২. Bear, Ear.
৩. Star, Tar. ৪. Capital.
৫. শ্রীলঙ্কার রাজধানী Colombo.

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা

১. কোন নবী আযরাঈল (আঃ) কে চড় মেরেছিলেন? উক্ত চড়ের কারণে ফেরেশতার কি হয়েছিল?

২. গণকের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করলে বা তার কথা বিশ্বাস করলে কি ধরণের পাপ হবে?

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ফেৎনা দু'টি। ফেৎনা দু'টির নাম কি?

৪. জাহেলী যুগের ৪টি কু-স্বভাব আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। কু-স্বভাব ৪টি জান কি?

৫. মহান আল্লাহ নক্ষত্ররাজি কেন সৃষ্টি করেছেন?

চলতি সংখ্যার একটুখানি বুদ্ধি খাটাও

১. গন্ধবিহীন পাঁচটি ফুলের নাম বল।

২. কোন্ কোন্ ফুল রাতে প্রস্ফূটিত হয়, আবার দিনে সংকুচিত হয়।

৩. আমাদের দেশের বৃহত্তম ফুল কোনটি?

৪. মাইকের হর্ণের মত আকার বিশিষ্ট তিনটি ফুলের নাম বল।

৫. গাছটি বড়, ফুলটি ছোট কিন্তু ঘ্রাণযুক্ত, এরূপ দু'টি ফুল গাছের নাম বল।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(১১৪) ধুরইল মোহনপুর (বালক শাখা), রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ দারেছ আলী মোল্লা
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ হারেছ আলী মোল্লা
পরিচালকঃ সুলতান শাহ

শাখা কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আসলাম মিলন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ শফীকুল ইসলাম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ সাইফুল ইসলাম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ তরীকুল ইসলাম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ আশরাফুল ইসলাম।

(১১৫) ধুরইল মোহনপুর (বালিকা শাখা), রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ দারেছ আলী মোল্লা
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান
পরিচালকঃ তাজউদ্দীন

শাখা কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ ফিরোজা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ আয়েশা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ নাজমা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ রুবিনা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ ফাহিমা খাতুন।

http://islaminonesite.wordpress.com

(১১৬) জাহানাবাদ মোহনপুর (বালক শাখা), রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ রোস্তম আলী
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার (মণ্ডল)
পরিচালকঃ শমশের আলী প্রামাণিক
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ফারূক হুসাইন
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শাহীনূর
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ আলতাফ হুসাইন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ সেলিম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ হাসানুর রহমান।
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

(১১৭) ভোলাবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক শাখা), বায়া, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আবদুল বাশীর
উপদেষ্টাঃ ফযলুর রহমান
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মামুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আবদুল গণী
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ কাওছার
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ সেলীম রেজা।

(১১৮) ভোলাবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা শাখা), বায়া, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আব্দুল বাশীর
উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুসলিম
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মৎ জেসমীন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ ফারজানা
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ খালেদা আক্তার
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ খুরশীদা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ তানজিলা খাতুন।

(১১৯) নানাহার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক শাখা), কালাই, জয়পুরহাটঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আমতুল্লা
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মুয়ায্যিন হুসাইন
পরিচালিকঃ মুহাম্মাদ আবদুস সালাম
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ সুলতান আহমাদ
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মাজেদুল ইসলাম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ সানাউল্লাহ
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ জুয়েল।

(১২০) চিলমন ইসলামাবাদ দারুস সালাম হাফেযিয়া মাদরাসা, রংপুর সদর, রংপুরঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আনিছুর রহমান
উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আযীয
পরিচালিকঃ হাফেয জাহিদুল ইসলাম
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ গোলাম আযম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আব্দুল করীম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ আনিছুর রহমান।

(১২১) বর্ষাপাড়া মাদরাসা শাখা, গোপালগঞ্জঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ইদ্রিস আলী ফকির
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
পরিচালিকঃ মুহাম্মাদ হাফিযুর রহমান
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মীযানুর রহমান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ তাযুল ইসলাম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ হাসিবুর রহমান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ আমীনুর রহমান।

(১২২) পূর্ব বর্ষাপাড়া শাখা, গোপালগঞ্জঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ গাজী আহাদুল ইসলাম
উপদেষ্টাঃ
পরিচালকঃ ওয়াহিদুল ইসলাম
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ জাহিদ শিকদার
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ কামরুযযামান (মানিক)
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ যহীরুল ইসলাম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ শামীম মোল্লা।

(১২৩) পূর্ব বর্ষাপাড়া বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালিকা) শাখা, গোপালগঞ্জঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ ফারূক আহমাদ
উপদেষ্টাঃ
পরিচালিকাঃ রেবেকা সুলতানা
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুনিরা খানম
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ হালীমা খানম
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ তানিয়া সুলতানা
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ আবেদা সুলতানা।

(১২৪) কাকডাংগা দক্ষিণ পাড়া শাখা, সাতক্ষীরাঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আছিকুর রহমান
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আশরাফুয যামান
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ কবীরুল ইসলাম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রোকনুয যামান
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ নূরুয যামান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ মাহমুদুল হাসান
৫. স্বাস্থ ও সমাজকল্যাণ ঃ মুহাম্মাদ আবুল কাশেম।

http://islaminonesite.wordpress.com

সোনামণি সংবাদ

১। গত ৭ই অক্টোবর '৯৯ রোজ বৃহস্পতিবার বানেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় পুঠিয়া, রাজশাহীতে ছাত্র ও শিক্ষকদের উপস্থিতিতে এক সোনামণি দাওয়াতী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে সোনামণি সংগঠনের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ও সহ-পরিচালকদ্বয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষকদের এবং ডাঃ ইদ্রিস আলীর সার্বিক সহযোগিতায় উক্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

২। গত ৮ই অক্টোবর '৯৯ রোজ শুক্রবার মুন্সিডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালকের উপস্থিতিতে 'ফুরকানিয়া মাদরাসার সকল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে 'সোনামণি' মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সার্বিক সহযোগিতা করেন অত্র মসজিদের ইমাম এবং মুয়াযযিন।

৩। গত ৯ই অক্টোবর '৯৯ রোজ শনিবার হামিদপুর নওদাপাড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের উপস্থিতিতে এক সোনামণি দাওয়াতী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সামাবেশে সোনামণি সংগঠনের উপর কেন্দ্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। অত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও হেড মাওলানা এবং সকল শিক্ষকবৃন্দ সার্বিক সহযোগিতা করেন।

(৪) গত ১৫ই অক্টোবর রোজ শুক্রবার বায়া উচ্চবিদ্যালয়, রাজশাহী -এর হলরুমে সোনামণি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ৪টি শাখার ২০০ জন সোনামণি ও ১১ জন সুধীর উপস্থিতিতে দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি তামান্না ইয়াসমিনের তেলাওয়াত ও জাগরণীর পর প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ৪ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সোনামণিদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। প্রশিক্ষণে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন সোনামণিদের ১০টি গুণাবলীর উপর, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন নামকরণ, মূলমন্ত্র এবং উদ্দেশ্যের উপর, নওদাপাড়া মাদরাসার ক্বারী মুহাম্মাদ আব্দুল গফূর বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের উপর, রাজশাহী যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ এরশাদ আলী খাওয়ার নিয়ম-পদ্ধতির উপর এবং 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম সোনামণিদের শ্লোগানের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে ১২ জন সোনামণিকে 'সোনামণি ব্যাচ' উপহার দেন কেন্দ্রীয় পরিচালক। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন মুহাম্মাদ ইনতাজ আলী এবং মাওলানা সানাউল্লাহ।

উপদেশমূলক গল্প

১- একদা একটি হরিণ পিপাসায় কাতর হ'ল। সে ঘুরতে ঘুরতে একটি কুয়া দেখতে পেল। হরিণটি কুয়ার নিকটে গিয়ে দেখল, কুয়াটির পানি অনেক নীচে। সে কুয়াটির ভিতরে নামল এবং পেট ভরে পানি পান করল। অতঃপর উপরে উঠার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। অতঃপর উপরে তাকিয়ে সে একটি শিয়াল দেখতে পেল। শিয়ালটি তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, হে ভাই! তোমাকে আগে চিন্তা করা উচিত ছিল উঠতে পারবে কি-না।

উপদেশঃ প্রত্যেক কাজ করার আগে ভবিষ্যত চিন্তা করা আবশ্যক।

২- একদা একটি বালক পুকুরে গোসল করছিল। হঠাৎ তার ডুবে মরার উপক্রম হ'ল। কারণ, সে সাঁতার জানত না। এমন সময় ঐ স্থান দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল। বালকটি তাকে দেখে কাতর কণ্ঠে চিৎকার করে বলল, আমাকে বাঁচান, আমি ডুবে গেলাম। লোকটি আগে তাকে পানি থেকে না উঠিয়ে ভর্ৎসনা করতে লাগল। তখন বালকটি বলল, আগে আমাকে উঠান, অতঃপর ভর্ৎসনা করুন। আপনার ভর্ৎসনা করতে করতে আমি প্রাণত্যাগ করব।

উপদেশঃ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে বিপদমুক্ত করার প্রয়োজন। নইলে শুধু উপদেশ কাজে লাগে না।

❑ আহমাদ আবদুল্লাহ নাজীব
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

সংলাপের মাধ্যমে দো'আ শিক্ষা

পদ্ধতিঃ *[সংলাপের জন্য মসজিদে বাদ আছর অথবা নির্দিষ্ট কোন এক সময় দু'জন সোনামণি দাঁড়াবে। তাদের মধ্যে একজন হবে সোনামণি এবং অপরজন হবে আগন্তুক। আগন্তুক প্রথমে প্রশ্ন করবে এবং সোনামণি তার উত্তর দিবে। এভাবে সংলাপ চলতে থাকবে]*

সংলাপ নিম্নরূপঃ

সোনামণি ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
(আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হে ওয়া বারাকা-তুহূ)

আগন্তুকঃ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ
(ওয়া আলায়কুমুস সালা-ম)

আগন্তুকঃ তোমার নাম কি বন্ধু ?

সোনামণিঃ আমার নাম আবদুল্লাহ।

আগন্তুকঃ তুমি কি কর?

সোনামণিঃ আমি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ায় পড়ি। [অথবা নিজ প্রতিষ্ঠানের নাম বলবে]

সোনামণিঃ আপনার নাম কি ভাইয়া?

আগন্তুকঃ আমার নাম আবদুল মাজেদ। আচ্ছা তুমি তো সোনামণি তাই না!

সোনামণিঃ হ্যাঁ, আমি সোনামণি।

আগন্তুকঃ আচ্ছা সোনামণি! খানা-পিনাসহ সকল শুভ কাজের শুরুতে ও শেষে কি বলতে হয়, জান কি?

সোনামণিঃ হ্যাঁ জানি, খানা-পিনাসহ সকল শুভ কাজের শুরুতে বলতে হয় بِسْمِ اللهِ *(বিসমিল্লা-হ)* এবং শেষে বলতে হয় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আল-হামদুলিল্লাহ)*।

আগন্তুকঃ আচ্ছা বন্ধু! বিস্ময়কর এবং দুঃখজনক কিছু ঘটলে বা শুনলে কি বলতে হয়?

সোনামণিঃ বিস্ময়কর কিছু দেখলে, ঘটলে বা শুনলে বলতে হয় سُبْحَانَ اللهِ (*সুবহা-নাল্লাহ*) এবং দুঃখজনক কিছু ঘটলে বলতে হয় إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (*ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*)।

আগন্তুকঃ বলবে কি বন্ধু! কারো গৃহে প্রবেশকালে কি করতে হয়?

সোনামণিঃ অবশ্যই বলব। কারো গৃহে প্রবেশকালে বাইরে থেকে অনধিক তিন বার সালাম দিতে হয়। অনুমতি না পেলে ফিরে আসতে হয়। আর সেই সময় নিজের নাম বলা উত্তম। আমরা গৃহবাসীর এবং অন্যদেরকে পরস্পরে সালাম করব এই বলে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

(*আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হে ওয়া বারাকা-তুহু*)

আর এর জবাবে বলবো-

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ

(*ওয়া 'আলায়কুমুস সালা-ম ওয়া রাহমাতুল্লা-হে ওয়া বারাকা-তুহু ওয়া মাগফেরাতুহু*)

আগন্তুকঃ সালামের ফযীলত সম্পর্কে কিছু বলবে কি সোনামণি?

সোনামণিঃ হ্যাঁ বলব। সালামের ফযীলত হলো- السلام عليكم (*আস সালা-মু আলায়কুম*) বললে দশ নেকী ورحمة الله (*ওয়া রহমাতুল্লা-হ*) যোগ করলে বিশ নেকী وبركاته (*ওয়া বারাকা-তুহু*) যোগ করলে ত্রিশ নেকী এবং ومغفرته (*ওয়া মাগফেরাতুহু*) যোগ করলে চল্লিশ নেকী পাওয়া যাবে। এভাবে সালামের ফযীলত বাড়তে থাকে।

আগন্তুকঃ আচ্ছা সোনামণি মসজিদে প্রবেশের সময় আমাদের করণীয় কি হবে জান কি?

সোনামণিঃ হ্যাঁ জানি। মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা মসজিদে আগে রেখে এই দো'আ পড়তে হবে-

اَللّٰهُمَّ افْتَحْلِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

(*আল্লা-হুম্মাফ্তাহ্লী আবওয়া-বা ওয়া রাহমাতিকা*)

আগন্তুকঃ আর বের হওয়ার সময় কি পড়তে হবে?

সোনামণিঃ বের হওয়ার সময় বাম পা বাইরে রেখে এই দো'আ পড়তে হবে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

(*আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা*)

আগন্তুকঃ টয়লেট বা বাথরুমে প্রবেশ কালে ও বাহির হওয়ার সময় কি বলতে হয় জান কি বন্ধু?

সোনামণিঃ হ্যাঁ জানি। টয়লেট বা বাথরুমে প্রবেশকালে বলতে হয়,

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

(*বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবছে ওয়াল খাবা-ইছ*)।

এবং বের হওয়ার সময় বলতে হয়, غُفْرَانَكَ (*গুফরা-নাকা*)।

আগন্তুকঃ আরো একটি প্রশ্ন করব মনে কিছু নিবে না তো?

সোনামণিঃ না-না, আমি কিছুই মনে করব না, আপনি প্রশ্ন করুন।

আগন্তুকঃ আমরা যখন ঘর হ'তে বের হব এবং যখন আমরা বৈঠক শেষ করব তখন কোন কোন দো'আ পড়ব বলবে কি?

সোনামণিঃ বলব না মানে! আবশ্যই বলব। আমরা যখন ঘর হ'তে বের হব তখন এই দো'আটি পড়ব-

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّابِاللهِ

(*বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু আলাল্লা-হি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ*)।

আর যখন আমরা কোন বৈঠক শেষ করব তখন এই দো'আটি বলব-

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

(*সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা*)।

আগন্তুকঃ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا (*জাযা-কাল্লা-হু খাইরান*) 'আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন'। আজ আমি তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলাম। যা আমি কোনদিন কোন স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিখতে পারিনি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা সোনামণি তুমি এগুলো কোত্থেকে শিখেছ?

সোনামণিঃ মাসিক **'আত্-তাহরীক'** নামে একটি পত্রিকা আছে, যা পাঠ করলে আমরা এ সমস্ত দো'আসহ অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারি।

আগন্তুকঃ তাহ'লে আজ থেকে আমিও নিয়মিত মাসিক **আত-তাহরীক** পড়ব ইন্শাআল্লাহ।

সোনামণিঃ আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ। আপনার সাথে পরিচয় হয়ে আমার খুব ভাল লাগল। আল্লাহ যাদের ভাল চান তাদের ভালোর সংগেই মিলিয়ে দেন।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

❑ *মুহাম্মাদ জিয়াউল ইসলাম*
সহকারী পরিচালক, সোনামণি
রাজশাহী মহানগরী।

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

নির্বাচন কমিশনের রায়
আলাউদ্দীন-স্বপন এমপির আসন শূন্য

নির্বাচন কমিশন বিগত নির্বাচনে বিএনপির টিকিটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে বর্তমান সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণকারী পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ আলাউদ্দীন ও শিল্প উপমন্ত্রী হাসিবুর রহমান স্বপনের আসন শূন্য ঘোষণা করেছে।

১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনে ডাঃ আলাউদ্দীন রাজশাহী-৫ ও হাসিবুর রহমান স্বপন সিরাজগঞ্জ-৭ আসন থেকে নির্বাচিত হন। বিএনপি থেকে পদত্যাগ না করেই তারা ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। তবে সরকারে যোগদানের সাথে সাথে বিএনপি তাদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করে।

জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের উপনেতা প্রফেসর একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন স্পীকারের নিকট তাদের বিরুদ্ধে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ফ্লোর ক্রসিংয়ের অভিযোগ এনে তাদের আসন শূন্যের আবেদন করেন। স্পীকার এক রুলিংয়ের মাধ্যমে বিএনপির এই আবেদন খারিজ করে দেন। এতে বিএনপি হাইকোর্টে রিট আবেদন করে। হাইকোর্ট স্পীকারকে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের রায়-এর পরিপ্রেক্ষিতে স্পীকার ফ্লোর ক্রসিং সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে পাঠান। নির্বাচন কমিশন উভয় পক্ষের নথিপত্র পর্যালোচনা করে ১১ অক্টোবর এই রায় ঘোষণা করে।

সিস্টেম লসের নামে বছরে তিন হাযার কোটি টাকা লোপাট

বিদ্যুৎ সেক্টর থেকে সিস্টেম লসের নামে বছরে প্রায় তিন হাযার কোটি টাকা লোপাট হচ্ছে। ফলে সরকার প্রতিবছর এ পরিমাণ রাজস্ব আয় থেকে সরাসরি বঞ্চিত হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র স্বীকার করেছেন। বিদ্যুৎ খাতের অন্যতম সাহায্যকারী সংস্থা 'ওইসিএফ' (ওভারসীজ ইকোনমিক কো-অপারেশন ফাণ্ড, জাপান)-এর একটি সূত্র এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, কতিপয় অসৎ কর্মকর্তার লোভ-লালসাই সিস্টেম লসের অন্যতম প্রধান কারণ। মিটার রিডিং ও বিলিংয়ে হেরফের এবং কারচুপির মাধ্যমে এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী বিদ্যুৎ সেক্টরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকসহ অন্যান্য দাতা সংস্থা-র বিভিন্ন মিশন বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সেক্টর পর্যবেক্ষণের পর একই ধরণের মন্তব্য করেছেন। এ অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি না ঘটলে 'ওইসিএফ' বিদ্যুৎ খাতে পাঁচ পয়সাও দেবে না বলে জানিয়েছে।

উচ্চফলনশীল ধান 'বীনা-৬' উদ্ভাবন

'বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি ইনস্টিটিউট' (বীনা) 'বীনা-৬' নামে নতুন ধরণের উচ্চ ফলনশীল ধান উদ্ভাবন করেছে। বীনার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডঃ আলী আযম এই নতুন ধরণের ধান উদ্ভাবন করেন। তিনি বলেন, এক একর জমিতে 'বীনা-৬' চাষ করে প্রায় একশ' মন ধান পাওয়া যাবে।

'জাতীয় বীজ বোর্ড' এই নতুন ধরণের ধান অবমুক্ত করার ছাড়পত্র প্রদান করেছে। এ ধান চাষের পদ্ধতি অন্য উফশী ধানের অনুরূপ। ডঃ আযম বলেন, অন্য উফশী ধানের তুলনায় 'বীনা-৬' রোগ প্রতিরোধে অধিক সক্ষম। ডিসেম্বরের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহ হ'ল এই ধানের বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। ১০ থেকে ১২ কেজি বীজ দিয়ে এক একর জমি সহজেই রোপন করা যাবে।

শুধু হাড়ের লোভেই একটি বিশেষ চক্র বাঘ হত্যা করে চলেছে

বাঘের হাড়-ই এখন বাঘের প্রধান শত্রুতে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের সুন্দরবনসহ চিড়িয়াখানায় বাঘ হত্যার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এর মূল্যবান হাড়। হাড়ের লোভেই একটি বিশেষ চক্র একের পর এক সুকৌশলে বাঘ হত্যা করে চলেছে বলে ওয়াকিফহাল মহল সূত্রে প্রকাশ।

সূত্রটি উল্লেখ করেছে, আন্তর্জাতিক বাজারে বাঘের হাড় কিছু ধন্বন্তরি ওষুধের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান কাঁচামাল হিসাবে চড়া দামে বিক্রি হয়। বাঘের হাড় ব্যবহার করে তৈরী হয় রতিশক্তি বর্ধক ও বাম জাতীয় অত্যন্ত কার্যকর ও দামী কিছু হারবাল ওষুধ। চীন, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, জাপান, কোরিয়া, ফিলিপাইন, তাইওয়ানসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এজাতীয় বামের (যেমন টাইগার বাম) ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সিঙ্গাপুর বা তাইওয়ানের বাজারে একটি পূর্ণাঙ্গ বাঘ বা তার পুরো হাড়ের দাম দু'লাখ টাকারও বেশী।

লাইসেন্স বিহীন যন্ত্রদানব স্যালো নির্মিত অটোটেম্পু বন্ধ করতে হবে

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্যালো ইঞ্জিন চালিত অটোটেম্পু চলাচলের কারণে রাস্তা-ঘাট ও আশপাশের পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত ও দূষিত হচ্ছে। যন্ত্রদানব এই যানবাহনগুলোতে দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে অসংখ্য মানুষ। অথচ থানা পুলিশ অথবা ট্রাফিক পুলিশের সামনে দিয়েই লাইসেন্সবিহীন এই যানবাহনগুলো নিয়মিত চলাচল করছে। এ রকমই একটা এলাকা রাজশাহী মহানগরীর রেলগেট থেকে বিমান বন্দর সড়ক হয়ে নওহাটা বাজার পর্যন্ত। এই এলাকায় স্যালো ইঞ্জিন চালিত গাড়ীগুলোর নাম 'ট্রলি' বা 'ট্রলার'। জনৈক চালক সূত্রে জানা যায়, এই সড়কে প্রায় প্রতিদিন দেড় থেকে ২শ' ট্রলি যাতায়াত করে। তিনি জানান, 'আমাদের কোন লাইসেন্স লাগে না। কারণ, পুলিশদের সাথে আমাদের লাইন আছে'। উল্লেখ্য, এই যানবাহনগুলো যখন বিকট শব্দে চলে তখন এলাকার পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত

হয়ে উঠে। ঘুমন্ত শিশুগুলো ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। শুধু তাই নয়, এই বিকট শব্দে শিশুদের স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে পারে। নষ্ট হ'তে পারে শ্রবণ শক্তি।

খুলনার রূপসাতে নির্মিত স্যালো ইঞ্জিন চালিত এই ভয়ংকর অটোটেম্পু গুলোরও কোন লাইসেন্স নেই। রূপসা পরিবহন মালিক সমিতির বক্তব্যানুযায়ী, গত এক বছরে রূপসা-রামপাল রূটে অটোটেম্পুর সাথে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় প্রায় একশ' লোক নিহত হয়েছে। পঙ্গু হয়েছে প্রায় পাঁচশ' লোক। কুষ্টিয়া, পাবনা, যশোর, সাতক্ষীরা প্রভৃতি যেলার বিভিন্ন রুটে এই টেম্পু চলে থাকে। এদের গতি ৭০/৮০ কিলোমিটার। আর ট্রলিগুলো চলে ২০/৩০ কিলোমিটার গতিতে। ট্রলিগুলোর মূল্য ৭০/৮০ হাযার টাকা। বিভৎসাকৃতির ও যত্রতত্র নির্মিত এই ট্রলিগুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশ, বিঘ্নিত হচ্ছে যাতায়াত ব্যবস্থা, অসংখ্য জীবনহানি ঘটছে অহরহ।

তাই সকলের প্রত্যাশা, কৃষি কাজে ব্যবহৃত স্যালো মেশিনে নির্মিত যানবাহনগুলোর কবল থেকে অবিলম্বে মুক্ত হোক রাস্তা-ঘাট। স্বস্তি পাক জনসাধারণ।

অভাবের তাড়নায়!

দিনাজপুর সদর থানার আসকরপুর ইউনিয়নের দিনমজুর মফীযুর রহমান (৩৫) দারিদ্র্যের কষাঘাতে অতিষ্ট হয়ে নিজের দুই মেয়ে রুকসানা (৭) ও রুবিনা (৬) কে বস্তায় ভরে নিকটস্থ কাঞ্চন নদীতে ফেলে দেয়। ক্ষুধার জ্বালায় স্ত্রীর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস এবং বুভুক্ষু কন্যাদ্বয়ের কান্না সহ্য করতে না পেরে মফীয এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটায়। নিজ হাতে দুই কন্যাকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার পর অনুশোচনায় পাগলের মত আচরণ করতে শুরু করে সে। এক সময় স্ত্রী হত্যার চিন্তা করে এবং নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। দু'কন্যা হত্যার ব্যাপারে এলাকার লোকজনের সন্দেহ হ'লে তারা মফীযকে পুলিশে সোপর্দ করে। এ ব্যাপারে মফীয পুলিশকে বলেছে, 'অভাবের কারণে প্রায়ই ঝগড়া-ঝাটি, কান্নাকাটি হ'তো। দিন দিন তা অসহ্য হয়ে উঠছিল আমার কাছে। তাই বাধ্য হয়ে ওদের মেরে নিজে মরার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম'।

এদিকে গত ২৬ শে সেপ্টেম্বর নীলফামারীর জোড়বাড়ী ইউনিয়নের বেদগাড়া গ্রামের দিনমজুর ইসহাক আলীর পরিবার অনাহারের শিকার হয়ে বিষপানে জীবনাবসানের পথ বেছে নেয়। ৩ দিন অনাহারে থাকার পর ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে ইসহাক আলীর স্ত্রী আনোয়ারা (২২) পাশের বাড়ী থেকে ১ পোয়া চাল এনে তা ভেজে, গুড়া করে তার সাথে বিষ মিশিয়ে সপরিবারে ভক্ষণ করে। এতে সবাই অসুস্থ্য হয়ে পড়লে প্রতিবেশীরা তাদেরকে স্থানীয় বোড়াগাড়ী হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত ডাক্তার আনোয়ারাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। তবে ইসহাক আলী ও পুত্র আরিফুল (দেড় বৎসর) এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

রাজশাহী মেডিকেলে চিকিৎসার অভাবঃ ১২ দিনে ৬৩ জনের মৃত্যু

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছে। বিনা চিকিৎসায় রোগী মারা যাচ্ছে। নিরুপায় রোগীরা চিকিৎসার অভাবে হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। কেউবা মৃত্যুর প্রহর গুনছে। ইতিমধ্যে ১২ দিনে ৬৩ জন রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

উত্তর জনপদের ৫০০ শয্যার এই বৃহৎ হাসপাতালটিতে দীর্ঘদিন যাবৎ নড়বড়ে অবস্থা বিরাজ করছে। সবসময় শয্যার চেয়ে দ্বিগুনের বেশী রোগী ভর্তি থাকে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার না থাকায় হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা মূলতঃ সিএ, আরএস ও ইন্টার্নী ডাক্তারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কিন্তু ইন্টার্নী ডাক্তাররাও গত ১৩ দিন থেকে কর্মসংকোচন করায় চিকিৎসা ব্যবস্থা যতটুকু ছিল তাও ভেঙ্গে পড়েছে।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রাতে একজন সাপে কাটা রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রোগীর আত্মীয়-স্বজনের হাতে ১৩ নং ওয়ার্ডে কর্মরত ইন্টার্নী ডাক্তার মোয়াজ্জেম হোসাইন শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়। রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ভুল চিকিৎসার অভিযোগ প্রায়শই অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সাধারণত একবার ওয়ার্ডে রাউণ্ড দিয়ে যান। এরপর চিকিৎসার ভার পড়ে ইন্টার্নীদের উপর। খুব কমসংখ্যক বিশেষজ্ঞ আছেন যারা রাতে রাউণ্ডে আসেন। বরং তারা বেশী সময় ব্যয় করেন ক্লিনিক ও চেম্বারে। এ নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ অনেক। আর এই ক্ষোভের শিকার হচ্ছেন ইন্টার্নী ডাক্তারগণ।

হাসপাতালের ১৩২ জন ইন্টার্নী ডাক্তার এ অবস্থা নিরসনে ৬ দফা দাবী নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছে। তাদের প্রধান শর্ত হ'লো- প্রফেসর বা ইউনিট প্রধান ছাড়া তারা দায়িত্ব পালন করবেন না।

খুলনায় কাদিয়ানী মসজিদে বোমা বিস্ফোরণঃ নিহত ৬।। আহত ৫০।।

খতমে নবুঅতে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় কাদিয়ানীদের খুলনাস্থ মসজিদে গত ৮ অক্টোবর শুক্রবার খুৎবা চলাকালীন সময়ে এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হ'লে ৬ জন মুছল্লী নিহত ও ইমামসহ কমপক্ষে ৫০ জনের মত আহত হয়। ঘটনার প্রথম দিকেই জনসাধারণ অভিমত প্রকাশ করে যে, কাদিয়ানীরা নিজেরাই এই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও ইসলামী সংগঠনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ফায়দা লুটতে চায়। কিন্তু পুলিশের অভিমত ছিল ভিন্ন। পুলিশের ধারণা কুখ্যাত এরশাদ শিকদারের ইস্যুকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে ঐ ঘটনা একটি অপচেষ্টা মাত্র। তবে পরবর্তীতে পুলিশ ঢাকায় কাদিয়ানীদের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে আরো ২টি শক্তিশালী বোমা উদ্ধার এবং পুরো ঘটনা পর্যবেক্ষণের পর স্বীকার করছে যে, খুলনায় বিস্ফোরিত বোমা কাদিয়ানী উপাসনালয়ের ভিতরেই ছিল। ফলে মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষের অভিমতকেই পুলিশ স্বীকার করল।

[দীর্ঘদিন যাবৎ কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলমানদের আক্বীদা-বিশ্বাসে চরমভাবে আঘাত হেনে চলেছে। পবিত্র কুরআনে অশ্লীল কথা লিখে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপের মত জঘন্য কাজও তাদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে। দেশের আলেম সমাজ তাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি এবং তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবী জানালেও সরকার সাড়া দেয়নি। ফলে সুযোগ পেয়ে এরা এতদূর এগিয়েছে। অনতিবিলম্বে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা সহ তাদের সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ করা হৌক এবং পবিত্র কুরআন অবমাননার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হৌক। -সম্পাদক]

http://islaminonesite.wordpress.com

পুশইনঃ ভারতের সীমাহীন আগ্রাসী তৎপরতা

ভারতের সীমাহীন আগ্রাসী তৎপরতার মুখে বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্তবাসী চরম উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

গত ৮ অক্টোবর শুক্রবার রাতের অন্ধকারে বিএসএফ বেনাপোল সীমান্তে বাংলাদেশের ভেতর প্রবেশ করে নির্বিঘ্নে গুলি চালিয়ে ৩ জন বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করে। ঐ একই রাতে নীলফামারী ও পঞ্চগড় যেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ২ হাযার বাংলাভাষী মুসলমানকে বাংলাদেশে পুশইন-এর চেষ্টা করে। অবশ্য এলাকাবাসীর সহায়তায় বিডিআর এই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। ভারতের দিল্লী ও উত্তর প্রদেশের বাঙ্গালী বসতি থেকে প্রায় এক লাখ মুসলমান সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৫০ লাখ বাংলা ভাষী শিশু-নারী ও পুরুষ ধরে এনে সীমান্তের বিএসএফ -এর কাছে হস্তান্তর করার পর তাদেরকে সীমান্তবর্তী ৫৫টি বিএসএফ ক্যাম্পে জড়ো করা হয়েছে বাংলাদেশে পুশইন করার জন্য। শুধু এই সীমান্ত নয় পূর্ব এবং পশ্চিম সীমান্তেও বিএসএফ-এর আগ্রাসী তৎপরতা জোরদার হয়ে উঠেছে।

এছাড়া বিএসএফ ও ভারতীয় অধিবাসী সীমান্তের বিভিন্ন মূল্যবান পিলার চুরি করে সীমান্তের চিহ্ন উঠিয়ে নিচ্ছে এবং সৈন্য মোতায়েন, বাংকার খনন এবং অত্যাধুনিক ভারী অস্ত্রশস্ত্র মোতায়েন করার ফলে সীমান্তে বর্তমানে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। এতে বাংলাদেশীরা চরম আতঙ্কে ও নিরাপত্তাহীনতায় দিন অতিবাহিত করছে।

ভাঙন রোধে আড়াই লক্ষ তাবীয

বরিশালের মূলাদীর ৬টি গ্রামকে ভাঙনের হাত হ'তে রক্ষার জন্য মেঘনা ও নয়াভাঙ্গুনী নদীতে ফেলা হয়েছিল ২ লক্ষ ৫৩ হাযার ১২৫টি তাবিজ। কিন্তু ভাঙন রোধ হয়নি। গ্রামবাসী এখন নতুন পীরের সন্ধানে ছুটেছে। মৃধারহাট, কৃষ্ণপুর, আবুপুর, মেয়াদেরগাঁও, উমর গাছুয়া গ্রামের শত শত ঘরবাড়ি নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে। উল্লেখ্য, ঐ গ্রামের লোকজন এক পীর ছাহেবের শরণাপন্ন হন। তিনি তার খাদেমকে ঐ এলাকায় পাঠান। ৩ মণ ৫ সের ময়দা কেনা হয়। একটি গরু ও ছাগল ছাদাকা দেয়া হয় ঐ খাদেমের মাদরাসায়। ঐ পশুর জবাই করা রক্তের সাহায্যে ময়দা গোলানো হয়। অতঃপর তৈরি করা হয় আড়াই লক্ষাধিক ময়দার গোলা। এর মধ্যে দেয়া হয় একটি করে তাবিজ। ৫ দিন ৫ রাত শত শত লোক এই কাজে ব্যস্ত ছিল। ২ মাসে তিনবার ঐ তাবিজ ভাঙন এলাকায় ফেলা হয়। ৪৫ জন আলেমও এই সঙ্গে যোগ দেন। তাদের খাওয়া খরচসহ অন্যান্য খাতে খরচ হয় ৬০,০০০ টাকা। কিন্তু ভাঙন বন্ধ হয়নি।

আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প

✪ *আপনি কি ২000 সালে হজ্জ গমনে ইচ্ছুক?*

✪ *আপনি কি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জব্রত সমাধা করতে চান ?*

✪ *আপনি কি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সঠিকভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে চান ?*

'আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প' হজ্জযাত্রীদের দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এবং মক্কা ও মদীনায় অবস্থানরত সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ গাইডগণের মাধ্যমে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ সমাধার ব্যবস্থা করে থাকে। আগ্রহী প্রার্থীগণ স্ব স্ব পাসপোর্ট সহ সত্বর যোগাযোগ করুন!

আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প
দারুল ইমারত আহলেহাদীছ
নওদাপাড়া (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

যোগাযোগঃ

রাজশাহীঃ ফোনঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮ (মাদরাসা)। শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী ফোনঃ ৭৬০২০২ (বাসা)।

ঢাকাঃ (১) মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, খত্বীব, নাযিরা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ।
(২) ইঞ্জিনিয়ার আবদুল আযীয, ফোনঃ (০২) ৯৫৬৬৯৫৮।
(৩) হাফেয আবদুছ ছামাদ, ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯ (যুবসংঘ অফিস)।
(৪) তাওহীদ ট্রাস্ট অফিস, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯৬৭৯২।
(৫) মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, ফোনঃ ৯৩৩৮৮৫৯, ৯৩৩৪১১২।

চট্টগ্রামঃ মুহাম্মাদ ছদরুল আনাম, ফোনঃ (০৩১) ৭৪১২৪২ (বাসা, অনু), ৭৪১৩৫৫-৫৬/২০৮৯ (অফিস)

খুলনাঃ গোলাম মুক্তাদির ফোনঃ (০৪১) ৭২৪৬২২।

বগুড়াঃ অধ্যাপক রেযাউল করীম, ফোনঃ (০৫১) ৭৩০১১ (অনু), নারুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (সারিয়াকান্দী রোড)।

দিনাজপুরঃ মুহাম্মাদ জসীরুদ্দীন, লালবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ। ফোনঃ (০৫৩১) ৫৬১৩ (অনু)।

এতদ্ব্যতীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সকল যেলা সভাপতি।

বিদেশ

কুকুরের গোশত বৈধ করতে কোরীয় পার্লামেন্টে বিল!

কুকুরের গোশত বিক্রি অনুমোদন করতে দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় পরিষদে ২০ জন আইন প্রণেতার একটি গ্রুপ একটি বিল উত্থাপন করেছে। তবে বিলটি সম্পর্কে পার্লামেন্টারী কর্মকর্তারা জানান, জাতীয় পরিষদের অনেক সদস্যই মনে করেন যে, দেশে কুকুরের গোশত বেচা-কেনা বৈধ করে আইন হ'লে আন্তর্জাতিক মহলে ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে। এ কারণে উত্থাপিত বিলটি পাশ না হওয়ার সম্ভাবনা ও রয়েছে।

বিলের অন্যতম উদ্যোক্তা বিরোধীদলীয় আইন প্রণেতা কিম হং শিং বলেছেন, কুকুরের গোশত বিক্রি বৈধ হ'লে আরো মানবিক ভাবে কুকুর জবাই এবং স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে এর গোশত বিক্রি সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ কোরিয়ায় কুকুরের গোশত প্রকাশ্যে বেচা-কেনা হয়। দেশটির অনেক লোকের বিশ্বাস এর গোশত স্বাস্থ্য ও পুরুষের যৌন ক্ষমতা বাড়ায়।

বিশ্বের উচ্চতম অট্টালিকা

পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার বিশ্বের উচ্চতম ভবন। বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন হিসাবে সিয়ার্স টাওয়ারের গৌরব ম্লান করে দিয়ে বর্তমানে আকাশে মাথা তুলেছে কুয়ালালামপুরের 'টুইন টাওয়ার'। নাম থেকেই বোঝা যায় পাশাপাশি দু'টি একই আকৃতির অট্টালিকার সমন্বয়ে এটা নির্মিত। এর উচ্চতা ৪৫১ দশমিক ৯ মিটার বা ১ হাযার ৪৭৬ ফুট। মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই অট্টালিকায় ব্যবহারযোগ্য মোট যায়গার পরিমাণ ২ লাখ ৩৯ হাযার ৪৬৬ বর্গমিটার। এতে তলার সংখ্যা ৮৮ টি। চল্লিশতম তলায় টুইন টাওয়ারের দুটি ভবন যুক্ত হয়েছে একটি দ্বিতল ব্রীজের সাহায্যে। মুসলিম ও আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর সমন্বয়ে নির্মিত এই টাওয়ারটি বর্তমান নির্মাণ জগতে এক অন্যতম বিস্ময়। গত আগষ্ট মাসে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এই টুইন টাওয়ারের আগ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে অবস্থিত সিয়ার্স টাওয়ারই ছিল বিশ্বের উচ্চতম অট্টালিকা। এই টাওয়ারের উচ্চতা ছিল ৪৪৩ মিটার বা ১ হাযার ৪৫৪ ফুট। নিউইয়র্ক শহরের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উচ্চতা ৪১৯ দশমিক ৭১ মিটার বা ১ হাযার ৪১১ ফুট। এর আগে বিশ্বের উচ্চতম ভবনের গৌরব ছিল নিউইয়র্ক শহরেরই অপর অট্টালিকা এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর। এই অট্টালিকার উচ্চতা ৩৮১ মিটার বা ১ হাযার ২৫০ ফুট। উচ্চতার দিক দিয়ে বিশ্বের সেরা ১০টি অট্টালিকার মধ্যে এই ৪টি ছাড়া অপর শীর্ষস্থানীয় ৬টি অট্টালিকা হচ্ছে যথাক্রমে হংকং-এর টিএন্ডটি টাওয়ার (উচ্চতা প্রায় সাড়ে ৩শ মিটার), যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের অ্যামোকো বিল্ডিং (উচ্চতা ৩৪৬ মিটার), একই শহরের জন হ্যান্কস সেন্টার (উচ্চতা তিনশ' ৪৩ মিটার), চীনের গুন হিং স্কোয়ার ও স্কাই সেন্টার প্লাজা এবং ব্যাংককের বেইয়োক-২ টাওয়ার।

নিউইয়র্ক সিটির চার ভাগের এক ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে

বর্তমান বিশ্বের রাজধানী হিসাবে খ্যাত নিউইয়র্ক সিটির মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। এ সংখ্যা সমগ্র আমেরিকায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের গড় হারের দ্বিগুণ। 'সেনসাস ব্যুরো' পরিচালিত জরিপের এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

যাদের বার্ষিক আয় ১৬ হাযার ৬৬৫ ডলারেরও কম তাদেরকে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফেডারেল সরকার এই সীমা নির্দিষ্ট করেছে।

সরকারী সূত্র স্বীকার করেছে যে, ১৯৯৬ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে গরীব মানুষের সংখ্যা ছিল ১৮ লাখ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ২৪ দশমিক ৩ ভাগ। বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমানুপাতিক হারে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট -এর বেতন বৃদ্ধি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট-এর বেতন দ্বিগুণ করা হয়েছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর '৯৯ সিনেটে প্রস্তাবটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন হয়। এতে বছরে প্রেসিডেন্ট-এর বেতন দুই লাখ ডলার থেকে বেড়ে চার লাখ ডলারে উন্নীত হয়। গত ৩০ বছরে এই প্রথমবারের মত মার্কিন প্রেসিডেন্ট-এর বেতন বৃদ্ধি করা হ'ল। এটি ২০০১ সালের জানুয়ারী মাস থেকে কর্যকর হবে।

ভারতে নয়া প্রধানমন্ত্রীর শপথঃ টিকবে কত দিন?

হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা অটল বিহারী বাজপাইর নেতৃত্বে ভারতের নতুন কোয়ালিশন সরকার গত ১৩ অক্টোবর শপথ গ্রহণ করেছে। এ নিয়ে পরপর তৃতীয় বারের মত বাজপাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ভারতের লোকসভার ৫৪৫টি আসনের জন্য নির্বাচন শুরু হয়ে পাঁচটি পর্যায়ে গত ৩রা অক্টোবর শেষ হয়। এটি ছিল ভারতের ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচন। নির্বাচনে বিজেপি এককভাবে পেয়েছে ১৮২টি আসন। ২৪টি দল নিয়ে গঠিত জাতীয় গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট সংক্ষেপে এনডিএ-সহ মোট আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯৬টি। পক্ষান্তরে কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ১২৪টি আসন। দীর্ঘ ৫২ বছরের মধ্যে এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে খারাপ করেছে কংগ্রেস। গত নির্বাচন থেকে ২৪টি আসন কম পেয়ে এক সময়ের ঐতিহ্যবাহী, বলিষ্ঠ ও যোগ্য নেতৃত্বের অধিকারী নেহেরু পরিবারের সেই কংগ্রেস এবার শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে- ভারতকে রামরাজ্য বানানোর দল বিজেপির লেজুড় ভিত্তিক ২৪টি দল নিয়ে গঠিত সরকার কতদিন টিকবে? যেখানে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ২৭২ টি আসনের, সেখানে এনডিএর আসন বাদ দিলে বিজেপির থাকে ১৮২টি আসন। সবচেয়ে বেশী আশংকা হচ্ছে জোটের অন্যতম শরীফ দল টিডিপি এবং জয়ললিতাকে নিয়ে। এ ছাড়া আছে 'নাইডু তেলেগু দেশম পার্টি' প্রভৃতি। এ সমস্ত দল বা ব্যক্তি বিগত সময়ে বিজেপির সমর্থন থেকে সরে আসাতে বিজেপি সরকারের পতন ঘটে। এবারও যে রাজনৈতিক বা স্বার্থগত কারণে মতপার্থক্য হবে না তার গ্যারান্টি কে দিবে? তাছাড়া জোড়াতালির সরকার কখনও স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। ১৯৯৬ সালে এইচডি দেবগৌড়া, ১৯৯৭ সালে আইকে গুজরাল এবং ১৯৯৮ সালে বিজেপি সরকারের পতনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিজেপি শিবিরে উল্লাসের ঢেউ বইছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বইছে বিষাদের ধারা। কথায় বলে ঘর পোড়া গরু সিঁদুর দেখলে ভয় পায়। তাই সকলের প্রশ্ন নয়া বিজেপি সরকার কতদিন টিকবে?

লোকসভায় ২৬ জন মুসলিম সদস্যঃ ভারতের ত্রয়োদশ লোকসভায় মাত্র ২৬ জন মুসলিম সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এর পূর্বে নির্বাচিত হয়েছিলেন ২৯ জন সদস্য। বিহারের কিশানগঞ্জ থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছেন সৈয়দ শাহ নাওয়াজ হোসাইন। ২৬ জন মুসলিম সাংসদের মধ্যে কংগ্রেস থেকে ৫ জন, সিএসপি ও এনসি থেকে ৪ জন করে, বিএসপি ও এসপি থেকে ৩ জন করে এবং আরজেডি ও আইইউএমএল থেকে ১ জন করে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন।

উত্তর প্রদেশ থেকে ৮ জন, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৪ জন এবং পশ্চিম বাংলা, কেরালা ও বিহার থেকে ৩ জন করে সাংসদ নির্বাচিত হন। প্রশ্ন হ'লো ১শ' কোটি লোকের ভারতে প্রায় ১৫ কোটি মুসলমানের জন্য এবং কাশ্মীরীদের জন্য কল্যাণকর কোন কাজ তাদের দ্বারা সম্ভব হবে কি?

সবচেয়ে বেশী সন্তানের মা

ফিওডর ভাসিলিয়েভ রাশিয়ার একজন কৃষক। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সবচেয়ে বেশী সন্তানের মা। তাঁর ৬৯ জন ছেলে-মেয়ে ছিল। তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন ২৭ বার। এর মধ্যে ১৬ বার যমজ, ৭ বার তিনটি করে এবং ৪ বার ৪টি করে সন্তান প্রসব করছিলেন এই ফিওডর ভাসিলিয়েভের স্ত্রী। ১৭২৫ থেকে ১৭৬৫ এই ৪০ বছরের দাম্পত্য জীবনের ফসল ৬৯ জন সন্তান। উল্লেখ্য, ৬৯ জন সন্তানের মধ্যে ২ জন আঁতুড়ঘরে মারা যায়। বাকীরা দীর্ঘদিন বেঁচেছিল।

সবচেয়ে খাটো মানুষ

গুল মুহম্মাদ, ভারতের নয়াদিল্লীর অধিবাসী তিনি। পৃথিবীর সবচেয়ে খাটো মানুষের তালিকায় উঠেছে তাঁর নাম। তাঁর উচ্চতা মাত্র ২২.৫ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫৭ সেন্টিমিটার। ওজন ১৭ কেজি। তাঁর বয়স এখন ৪২ বছর।

পেটের ভেতর চুলের গোছা

পেট থেকে রাগবি বল সাইজের চুলের গোছা অপারেশনের মাধ্যমে অপসারণের পর ব্রিটেনের ১৭ বছর বয়স্কা এক শিক্ষার্থী হেয়ার ড্রেসারের মৃত্যু হয়েছে। র‍্যাচেল হেই নামক ঐ হেয়ার ড্রেসারের পেটে চুলের গোছা রয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানালে তার অস্ত্রোপচার করা হয়। ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলের হেস্টিংসয়ের এক হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করার পর চিকিৎসাধীন থাকাকালে তার দেহের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ দেখা দেয় এবং পরবর্তীতে র‍্যাচেলের মৃত্যু হয়। র‍্যাচেল হেই এর নিজের চুল চিবানোর অভ্যাস ছিল বলে জানা গেছে। র‍্যাচেলের মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত বলে রায় দিয়ে আদালত বলেছে, মৃত্যুকালে র‍্যাচেল হেয়ার ড্রেসিং শিখছিলেন। তাই তার পেটে পাওয়া চুলগুলো তার নিজের ছিল কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য একজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হ'তে হয়। র‍্যাচেলের মা নরমা আদালতের শুনানিতে বলেছেন, ছোটকাল থেকেই তার চুল চিবানোর অভ্যাস ছিল। তিনি আরও বলেন, অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকরা তাকে চুলের গোছার ছবি দেখালে তিনি হতবাক হয়ে যান। তিনি বলেন, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ছবিতে দেখে এটিকে একটি মৃত ইঁদুরের মত লাগছিল।

ডাক্তারদের অবহেলা

পোল্যাণ্ডে এক মহিলার পাকস্থলীতে ভুলক্রমে অস্ত্রোপচার সরঞ্জাম থেকে যাওয়ায় তাকে ৯,৩০০ ইউরো ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। ডাক্তাররা ৬ বছর আগে তার গলব্লাডারে অস্ত্রোপচারের সময় ভুল করে দুটি সাঁড়াশি পাকস্থলীতে রেখেই অস্ত্রাপচার সম্পন্ন করেন। ১৯৯২ সালে অস্ত্রোপচারের পর ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ এই সাঁড়াশি দুটি পাকস্থলীতে থাকায় ইরেনা বি নামক এই মহিলা তার পেটে ব্যথা অনুভব করতে থাকেন। ১৯৯৮ সালে এক্স-রে'র মাধ্যমে এই ধাতব সাঁড়াশি শনাক্ত করা হয় এবং নতুন করে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তা অপসারণ করা হয়।

সবাইকে স্বাগতম

আর ঢাকা নয় রাজশাহীতেই এখন পাওয়া যাবে ঢাকার মিষ্টি

আমরা বিয়ে, বৌ ভাত, জন্মদিন, মিলাদ মাহফিলসহ সব ধরণের অনুষ্ঠানে উৎকৃষ্টমানের বিভিন্ন রকম মিষ্টি, দৈ অর্ডার মাফিক সরবরাহ করি।

বনফুলের মিষ্টি এ যুগের সেরা সৃষ্টি

নিউ বনফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপণী

আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী
ও
শাপলা প্লাজা, স্টেশন রোড, রেলগেট- রাজশাহী।

মুসলিম জাহান

মজলিশে শূরায় মহিলা সদস্য

সঊদী আরবে প্রথমবারের মত ২০ জন মহিলা মজলিশে শূরা বৈঠকে যোগদান করেছেন। লন্ডন ভিত্তিক আরবী পত্রিকা 'আল-হায়াত'-এর খবরে বলা হয়েছে, পরিষদের অধিবেশনে ঐসব মহিলারা যোগদান করেন এবং অধিবেশন কক্ষের ব্যালকনিতে বসে কার্যক্রমে অংশ নেন। পরিষদ বৈঠকে সঊদী মহিলাদের অংশগ্রহণে নীতিগতভাবে কোন বিধি-নিষেধ নেই বলে শূরা পরিষদের প্রধান মুহাম্মাদ বিন যুবায়েরের মন্তব্য করার একদিন পর এই উদ্যোগ নেয়া হয়।

২রা অক্টোবর রাতে তার এ মন্তব্য সঊদী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, শূরা পরিষদ কোন কোন বিষয়ে মহিলাদের সাথে পরামর্শ করতে পারে। তিনি বলেন, শূরা পরিষদ অবশ্যই মহিলাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা উপকৃত হবে।

হুসনী মোবারক পুনরায় মিসরের প্রেসিডেন্ট

মিসরের প্রেসিডেন্ট হুসনী মোবারক আগামী ছয় বছরের জন্য চতুর্থ দফা প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত গণভোটে শতকরা ৯৩.৮ ভাগ ভোট পেয়ে তিনি ক্ষমতায় বহাল থাকেন। ১৯৮১ সাল থেকে তিনি মিসরের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন। এদিকে প্রেসিডেন্ট মোবারক শপথ গ্রহণ করার পর প্রধানমন্ত্রী কামাল আল-গানজুরির নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গত ৬ অক্টোবর পদত্যাগ করে।

পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান

পাকিস্তানে রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। গত ১২ অক্টোবর মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল পারভেজ মোশাররফকে আকস্মিকভাবে বরখাস্ত করলে এই অভ্যুত্থান ঘটে। এ সময় জেনারেল পারভেজ শ্রীলংকা সফর শেষে দ্রুত দেশে ফিরেন। পরপরই সেনাবাহিনী থেকে ঘোষণা আসে, নওয়াজ শরীফ সরকারকে বরখাস্ত করা হয়েছে। জেনারেল পারভেজকে বরখাস্ত করার দুই ঘণ্টার মধ্যেই সৈন্যরা প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের বাসভবন ঘেরাও করে। তারা টেলিভিশন ভবন, বেতারকেন্দ্র সমূহ, বিমান বন্দর, সংসদ ভবন এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারী স্থাপনাসমূহ দখল করে নেয়। সেনাবাহিনী প্রধান জেনালের পারভেজ মোশাররফ ও প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের মধ্যে মত পার্থক্যের পরিণতিতে এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রকাশ।

ইসলামাবাদের বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে যে, প্রধানমন্ত্রীর সাথে সেনাপ্রধানের দ্বন্দ্ব মারাত্মক আকার ধারণ করে সেনাপ্রধান কর্তৃক কোয়েটার কোর কমাণ্ডারকে বরখাস্ত করাকে কেন্দ্র করে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে কোয়েটার কোর কমাণ্ডার লেঃ জেনারেল তারেক পারভেজকে সেনাপ্রধান বরখাস্ত করেন। তারেক পারভেজ ছিলেন একজন ফেডারেল মিনিষ্টারের ভাই এবং নওয়াজ শরীফের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ধারণা করা হচ্ছে, পাল্টা প্রতিরোধ হিসাবে জেনারেল পারভেজকে বরখাস্ত করা হয়।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, কারগিল বিপর্যয়ের পর সরকার ও সেনাবাহিনীর মধ্যে মতপার্থক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ, ঐ সময় সেনাবাহিনী সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার ফলে তারা আকস্মিক প্রত্যাহারকে মেনে নিতে পারেনি। নওয়াজ শরীফকে বরখাস্ত করার পর সাধারণ জনগণের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। তারা মিষ্টি বিতরণ করে। কারণ, জনগণ মনে করে নওয়াজ শরীফ একজন দূর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি এবং তিনি দেশের সাথে বিশেষ করে কাশ্মীর নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

এদিকে সামরিক অভ্যুত্থানের তিন দিন পর ১৫ অক্টোবর সকালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল পারভেজ মোশাররফ নিজকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নেতা ঘোষণা করেছেন এবং দেশব্যাপী যরূরী অবস্থা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সংবিধান ও জাতীয় পরিষদসহ প্রাদেশিক পরিষদ ও সিনেট স্থগিত ঘোষণা করেন। নওয়াজ শরীফকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর এটি ছিল সামরিক বাহিনীর প্রথম পদক্ষেপ। সামরিক প্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ রফীক তারার তাঁর পদে বহাল থাকবেন। তবে মন্ত্রীসভা দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকবেন। জেনারেল মোশাররফ স্বয়ং প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করবেন। আদালতের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তবে আদালতের প্রধান নির্বাহী হিসাবে সেনা প্রধানের দায়িত্ব বা যরূরী অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা থাকবে না।

এদিকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নওয়াজ শরীফ সহ তার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংসদ, উপদেষ্টা সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও তাদের পোষ্যদের একাউন্টের লেনদেন বন্ধ করে দিয়েছে। সামরিক শাসক বলেছেন, বিগত সরকার সহ অতীতের সকল দূর্নীতির বিচার করা হবে। সামরিক উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে, বিগত প্রায় সকল বেসামরিক শাসকগণ দেশের অর্থনীতিকে ভেঙ্গে ফেলেছে।

এদিকে পাকিস্তানের অন্যতম রাজনৈতিক দল পিপিপি ও জামা'আতে ইসলামী সামরিক শাসনকে ভালভাবে দেখছেন না। তারা দ্রুত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে। আন্তর্জাতিক মহল বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, বৃটেন, জাপান, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং দ্রুত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার আহবান জানিয়েছে। ভারতের নয়া বিজেপি সরকার সেনাবহিনীদের সতর্ক অবস্থায় রেখেছে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের দীর্ঘ ৫২ বছরের ইতিহাসে ২৩ বছরই সামরিক শাসন চলেছে। পাকিস্তানের এই সামরিক শাসনের ফলে অর্থনৈতিকভাবে পাকিস্তান মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল হুঁশিয়ারী করে দিয়েছে যে, তারা ১৬০ কোটি ডলারের ঋণ স্থগিত করলে পাকিস্তান তার ৩ হাযার ২শ কোটি ডলারের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হবে। এছাড়া বহু দেশ ঋণ সাহায্য বন্ধ করে দিবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন!

ঢাকা শহরে প্রতিদিন গড়ে ৩,০০০ মেট্রিকটন আবর্জনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে থাকে এবং তা থেকে ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। তবে পাওয়ার সেল তাদের এক নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করেছে যে, উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ আরো কম হবে এবং এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের প্রয়োজন হবে। পাওয়ার সেল আরো পর্যবেক্ষণ করেছে যে, এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রতি ইউনিটে খরচ হবে প্রায় ৩.৫০ টাকা। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে এই খরচ ২.৫০ টাকা। তাই আবর্জনা থেকে এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাভজনক হবে কি-না বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠিত হয়েছে। ঢাকা সিটিতে সৃষ্ট আবর্জনা পরিবেশ বিপন্ন করছে এবং জনজীবনকে বিষিয়ে তুলছে। তাই আবর্জনাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা গেলে একদিকে যেমন বিদ্যুৎ-এর চাহিদা কিছুটা মিটবে অন্যদিকে এই সংক্রান্ত পরিবেশ দূষণ থেকেও নগরবাসী রক্ষা পাবে।

ফোল্ডিং মোটর সাইকেল

জাপানের ন্যাশনাল বাইসাইকেল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোম্পানী এবং মাৎসুশিতা ইলেকট্রিক কোম্পানী 'ড্রা-কল' নামে নতুন ফোল্ডিং মোটর সাইকেল তৈরী করেছে। এই মোটর সাইকেল যাত্রীদের জন্য খুবই সুবিধাজনক হবে। কারণ, যাত্রী যখন কোন স্থানে এ মোটর সাইকেলে চড়ে যাবে সেখানে পার্কিং-এর সুযোগ না থাকলে বা চুরির ভয় থাকলে সম্পূর্ণ মোটর সাইকেলটি ভাঁজ করে ব্যাগে ভরে রাখতে পারবে। নিকেল হাইড্রোজেন ব্যাটারী চালিত নতুন এই মোটর সাইকেলের মূল্য এক হাযার পাঁচ শত পঞ্চাশ ডলার।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ মিষ্টি কুমড়া

সুইজারল্যাণ্ডের সেগরেবেনে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মিষ্টি কুমড়া প্রদর্শিত হয়েছে। কুমড়াটির ওজন ৪৪৪ কিলোগ্রাম। আন্তর্জাতিক কুমড়া উৎপাদক সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে এই কুমড়াটিকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মিষ্টি কুমড়া হিসাবে ঘোষণা করেছে। জ্যাকার কুমড়াটি ২০,০০০ ডলার মূল্যে ক্রয় করেছেন এবং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হ্যালোওয়েন উৎসবে এটি প্রদর্শন করেন।

মঙ্গলগ্রহে ভ্রমণ!

আগামী শতাব্দীতে মঙ্গলগ্রহই সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশা প্রকাশ করেছেন। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনলজিতে আয়োজিত 'মঙ্গল-চিন্তা' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মার্স সোসাইটির প্রেসিডেন্ট রবার্ট জুবরিন ঘোষণা করেন যে, মাত্র ১০ বছরের মধ্যেই আমরা মঙ্গলগ্রহের বুকে পা রাখবো। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল অ্যারোনটিকস অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে'র (নাসা) ধারণা, আগামী ২০১৪ হ'তে ২০২০ সালের মধ্যে মানুষ সশরীরে মঙ্গলে পৌঁছবে। তবে মার্কিন মহাকাশ প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিনের সাবেক প্রকৌশলী জুবরিন বলেন, ২০০৫ সালেই মানুষ মহাকাশ যানে চড়ে মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাবে এবং ২০০৭ সালেই তারা এই লাল গ্রহটির বুকে পা রাখবে। তিনি মনে করেন, মঙ্গলের বুকে প্রাপ্ত সম্পদের কারণে এই সকল মিশনের খরচ যেমন কমবে তেমনি মিশনগুলো অত্যন্ত কার্যকরও হবে।

ক্যান্সার বিনাশে শামুক

শামুক খাদ্য হিসাবে ইদানীং বেশ জনপ্রিয়। নিউজিল্যান্ডে প্রতিবছর ১১৮ মিলিয়ন ডলারের শামুক বাজারজাত করা হয় খাদ্য হিসাবে। শামুকের ক্যান্সারবিনাশী গুণের কথা শোনা যাচ্ছে নতুন করে। এদিক থেকে শামুক এখন বেশ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে এখন তোলপাড় অবস্থা বিশ্বজুড়ে। শামুক থেকে ক্যান্সার নিরাময়ের ওষুধ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়ার পর অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে শামুকের কদর বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। শামুকের নির্যাস থেকে তৈরি ওষুধ 'লাইপ্রিনল' কেনার জন্য ড্রাগ সেন্টারগুলোতে লাইন দিচ্ছে মানুষ। নিউজিল্যান্ডে এমন এক ধরণের সবুজাভ ওষ্ঠের শামুক পাওয়া যায় যা খাদ্য হিসাবে বেশ জনপ্রিয়। আর এই শামুক থেকেই এক অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন ক্যান্সারবিনাশী ওষুধ 'লাইপ্রিনল'। বলা হচ্ছে, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় সফলতার চাবিকাঠি হ'তে যাচ্ছে 'লাইপ্রিনল'। নিউজিল্যান্ডের খাদ্যমন্ত্রী জন লাক্সটন অবশ্য ক্যান্সার নিরাময়ে এর সাফল্য সম্পর্কে অতটা নিঃসন্দেহ নন। তাঁর মতে, আমাদের খুব সতর্কভাবে এই ওষুধটি ব্যবহার করা উচিত। তবে সব মিলিয়ে শামুক যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক মারাত্মক সফল উপাদানে পরিণত হচ্ছে এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই।

সংগ্রামী ইমাম মোমেনী প্রকাশনী

সংগ্রামী নবীন কবি মোমেনুল ইসলাম মেহেদীর লেখা নিয়ে বের হয়েছে-

'ইসলামের অসি'

পাশের যে কোন বইয়ের দোকানে খোঁজ করুন অথবা ১০ টাকা সহ লিখুন পাঠিয়ে দেব।

মোমেনুল ইসলাম মেহেদী
সভাপতি
সংগ্রামী সাহিত্য মজলিস (সসাম)
এইচ,ডি,ডি হাউস,
রুকুন্দী, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।

http://islaminonesite.wordpress.com

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন সম্পন্ন

গত ২৯, ৩০শে সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর '৯৯ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে তিন দিন ব্যাপী বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। দেশের ৩৮টি যেলা হ'তে আগত কর্মীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানিয়ে সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা কাহাফের ২৮ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, যারা ধর্মহীন ও দুনিয়ামুখী তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। আমাদেরকে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে তাদের সাথে যারা শুধুমাত্র দুনিয়া নয় বরং পরাকালীন মুক্তির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ধন-সম্পদ দিয়ে মানুষের অন্তর পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আমাদের সংগঠনের কর্মীদেরকে স্রেফ পরকালীন স্বার্থে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে যেতে হবে। এ পথ বড় কঠিন। এ পথ কন্টকাকীর্ণ। তিনি এ পথে কর্মীদের জান-মাল উৎসর্গ করার আহবান জানিয়ে মহান আল্লাহ্‌র নামে তিন দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অতঃপর আগত কর্মীদের প্রতি স্বাগত ভাষণ পেশ করেন, সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী। তিনি স্বীয় ভাষণে বলেন, আমরা এখানে কেউ অপরের জন্যে আসিনি। আমরা সবাই এসেছি আমাদের নিজেদের জন্যে, নিজের পরকালীন মুক্তির জন্যে। তিনি সকলকে উপরোক্ত উদ্দেশ্য হাছিলে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সম্মেলন সফল করার আহবান জানান।

সম্মেলন-এর প্রথম দিনে দরসে কুরআন পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত এর লিখিত দরসে কুরআন-'ইক্বামতে দ্বীন' (মাসিক আত-তাহরীক নভেম্বর '৯৮ সংখ্যা)-এর উপর গ্রুপ ভিত্তিক সামষ্টিক পাঠের আয়োজন করা হয় এবং গ্রুপ প্রধানগণ এর উপর নির্ধারিত সময়ে বক্তব্য পেশ করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে দরসে হাদীছ পেশ করেন দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'ঈমানী শক্তি আহলেহাদীছ আন্দোলনের-এর মূল চালিকা শক্তি' এ বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল ভাষণ পেশ করেন। তিনি সূরা হুজুরাত-এর ১৩ নম্বর আয়াত পাঠ করে বলেন, এ আয়াতটি বিশ্ব রাষ্ট্রগঠনের একটি মূলনীতি। সমাজ গঠনের মৌলিক উপাদান হিসাবে বর্তমান বিশ্বে মূলতঃ ছয়টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বংশ, জন্মস্থান, ভাষা, বর্ণ, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও এলাকা। এগুলির ভিত্তিতেই বর্তমান অভিন্ন বিশ্বকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের নামে বিভক্ত করে টুকরা টুকরা করে ফেলা হয়েছে। বিশ্ব চিন্তার স্থলে রাষ্ট্র চিন্তাই গুরুত্ব পেয়েছে। কোথাও ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, কোথাও অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, কোথাও ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। তাতে বিশ্বে শান্তির বদলে অশান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘাত ও হানাহানি।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত উদার। আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধে উঠে ইসলাম বিশ্ব রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। বিশ্বের সকল মানুষের আদি পিতা যেমন একজন এবং আদি মাতাও একজন। সর্বোপরি সকল মানুষের ও প্রাণীকুলের সৃষ্টিকর্তাও একজন। তিনি আল্লাহ। অতএব আঞ্চলিক নয় বরং বিশ্ব জাতীয়তা কাম্য। সৃষ্টির নয় বরং সৃষ্টিকর্তার দেওয়া বিধানই কাম্য। কারণ, বিধান রচনার ক্ষেত্রে মানুষ কখনো তার সংকীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধে উঠতে পারে না। আর আল্লাহ্‌র বিধান সকল মানুষের জন্য সমান।

তিনি বলেন, উপরোক্ত ছয়টি বিষয় বা অন্য কোন সংকীর্ণ স্বার্থের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টির বিরোধিতা করেছে ইসলাম এবং কেবলমাত্র বির্র ও তাক্বওয়ার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ করেছে। একটি অভিন্ন বিশ্বরাষ্ট্র ও বৈষম্যহীন বিশ্ব ব্যবস্থা গঠন করার জন্য ইসলাম একটিমাত্র মূলনীতি দিয়েছে, আর তা হচ্ছে 'ঈমান'। ঈমানই হচ্ছে বিজয়ের একমাত্র মাপকাঠি ও বিশ্বশান্তির একমাত্র গ্যারান্টি। মুসলমানরা একসময় ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছিল। আজকেও সম্ভব ঈমানী শক্তির মাধ্যমে বিশ্বকে জয় করা। তবে বিজয়ের শর্ত হচ্ছে দু'টো (১) ঈমান ও (২) আমলে ছালেহ। এর ফলাফল তিনটি (১) খেলাফত লাভ (২) নির্ভয়ে নিঃসংকোচে দ্বীন পালন এবং (৩) সন্ত্রাসের বদলে শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠা। উক্ত ফল

লাভ করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, তা হ'ল তিনটি- (১) নৈতিক উন্নতির জন্য ইক্বামতে ছালাত বা ছালাত কায়েম করা (২) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য যাকাত আদায় করা (৩) সঠিক পদ্ধতিতে সমাজ বিনির্মাণের জন্য ইত্তেবায়ে সুন্নাহ। তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের উপরোক্ত পথ অবলম্বন করে কাজ করে যাওয়ার আহবান জানান।

সম্মেলনে যেলা আন্দোলনের সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা রাখেন আন্দোলনের যেলা সভাপতিগণ। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে ভাষণ প্রদান করেন- 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আবদুছ ছামাদ, কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল বাকী, ঢাকা যেলা আন্দোলন-এর বর্তমান সহ-সভাপতি ও সঊদী আরব শাখার সাবেক সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান প্রমুখ।

সম্মেলনের তৃতীয় দিনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ১৯৯১-২০০১ সেশনের মজলিসে আমেলা, মজলিসে শূরা ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মণ্ডলীর নাম ঘোষণা করেন। সাথে আন্দোলন-এর যেলা দায়িত্বশীলদেরও নাম ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি মজলিসে আমেলা, মজলিসে শূরা এবং কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যমণ্ডলী ও যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের আনুগত্যের সপথ গ্রহণ করেন এবং সর্বস্তরের দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে হেদায়াতী বক্তব্য প্রদান করেন।

সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ বিবেচনার জন্য দেশের সরকার, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের নিকট পেশ করা হয়-

(১) আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ এবং বি,ডি,আর ও নিরীহ নাগরিকদের হত্যা, অপহরণ, ফসল লুণ্ঠন ও সিলেট সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে উত্তেজনা সৃষ্টিসহ বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের উপর যে নির্যাতন চালানো হচ্ছে তা বন্ধ করা। এতদ্ব্যতীত ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম নাগরিক ও শিশুদেরকে বাংলাদেশে পুশ ইন করা ও তাদের উপরে নারকীয় নির্যাতন বন্ধ করার জন্য ভারত সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টির জন্য মুসলিম বিশ্বের দেশ সমূহের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছে। (২) প্রস্তাবিত জন নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়ন না করা (৩) কসোভা, ফিলিস্তীন, কাশ্মীরসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিচালিত মুসলিম নির্যাতন বন্ধ করা (৪) ডঃ কুদরত-ই-খুদার ইসলামী মূল্যবোধ বিধ্বংসী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন না করা (৫) নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা এবং চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস দমন পূর্বক জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা (৬) সূদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, লটারী, নগ্নতা ও বেহায়াপনা বন্ধ করা (৭) রেডিও, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ধূমপান ও অশ্লীল অনুষ্ঠান সমূহের প্রচার বন্ধ করে ইসলামী অনুষ্ঠান বেশী বেশী প্রচার করা (৮) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বিরুদ্ধে মহল বিশেষের অপপ্রচার বন্ধ করা (৯) কাদিয়ানীদেরকে কাফের ও অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করা (১০) ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন প্রথা চালু করা।

১৯৯৯-২০০১ সেশনের মজলিসে আমেলা, মজলিশে শূরা ও যেলা দায়িত্বশীলদের তালিকা

(ক) মজলিশে আমেলাঃ

১. আমীর ঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব — সাতক্ষীরা
২. সিনিয়র নায়েবে আমীর ঃ আবদুছ ছামাদ সালাফী — রাজশাহী
৩. নায়েবে আমীর ঃ অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ — কুমিল্লা
৪. সাধারণ সম্পাদক ঃ অধ্যাপক রেযাউল করীম — বগুড়া
৫. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম — যশোর
৬. অর্থ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান — জয়পুরহাট
৭. তাবলীগ সম্পাদক ঃ শিহাবুদ্দীন সুন্নী — গাইবান্ধা
৮. প্রশিক্ষণ সম্পাদক ঃ অধ্যাপক নূরুল ইসলাম — মেহেরপুর
৯. গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ অধ্যাপক আব্দুল লতীফ — রাজশাহী
১০. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ অধ্যাপক নূরুল ইসলাম — মেহেরপুর
১১. সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মুসলিম — ঢাকা
১২. যুব বিষয়ক সম্পাদক ঃ রবীউল ইসলাম — পাবনা
১৩. দফতর সম্পাদক ঃ গোলাম মুক্তাদির — খুলনা

(খ) মজলিশে শূরাঃ

১. ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	(আমীর)	সাতক্ষীরা
২. আবদুছ ছামাদ সালাফী	(সিনিয়র নায়েবে আমীর)	রাজশাহী
৩. অধ্যক্ষ আব্দুস সামাদ	(নায়েবে আমীর)	কুমিল্লাহ
৪. অধ্যাপক রেযাউল করীম	(সাধারণ সম্পাদক)	বগুড়া
৫. অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম	(সাংগঠনিক সম্পাদক)	যশোর
৬. মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান	(অর্থ সম্পাদক)	জয়পুরহাট
৭. শিহাবুদ্দীন সুন্নী	(তাবলীগ সম্পাদক)	গাইবান্ধা
৮. অধ্যাপক নূরুল ইসলাম	(প্রশিক্ষণ সম্পাদক)	মেহেরপুর
৯. অধ্যাপক আব্দুল লতীফ	(গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক)	রাজশাহী
১০. অধ্যাপক নূরুল ইসলাম	(সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক)	মেহেরপুর
১১. মুহাম্মাদ মুসলিম	(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)	ঢাকা
১২. রবীউল ইসলাম	(যুব বিষয়ক সম্পাদক)	পাবনা
১৩. গোলাম মুক্তাদির	(দফতর সম্পাদক)	খুলনা
১৪. আলহাজ্জ শামসুযযুহা		বগুড়া
১৫. মুহাম্মাদ ইসরাফীল হোসাইন		খুলনা

১৬. মুহাম্মাদ ইয়াকুব হোসাইন	ঝিনাইদহ
১৭. মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ	কুমিল্লা
১৮. এস,এম, মাহমূদ আলম	ঢাকা
১৯. আলহাজ্জ আব্দুর রহমান	সাতক্ষীরা
২০. মুহাম্মাদ আবু আব্দুল্লাহ মোস্তফা	রাজশাহী
২১. মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ	দিনাজপুর
২২. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান	কুমিল্লা
২৩. এস,এ,এম, হাবীবুর রহমান	ঢাকা
২৪. গোলাম যিল কিবরিয়া	কুষ্টিয়া

(গ) যেলা দায়িত্বশীলদের তালিকাঃ

যেলার নাম	দায়িত্ব	দায়িত্বশীলদের নাম
১. কুমিল্লা	সভাপতি	মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ
	সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ রুস্তমত আলী
	সাধারণ সম্পাদক	হাফেয আব্দুর রহমান
২. কুষ্টিয়া পূর্ব	সভাপতি	মুহাম্মাদ মুস্তাকীম হোসায়েন
	সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ হাশিমুদ্দীন সরকার
	সাধারণ সম্পাদক	বাহারুল ইসলাম
৩. কুষ্টিয়া (পশ্চিমা)	সভাপতি	মুহাম্মাদ গোলাম যিল কিবরিয়া
	সহ-সভাপতি	আমীরুল ইসলাম
	সাধারণ সম্পাদক	খেদমাতুল্লাহ
৪. কুড়িগ্রাম	সভাপতি	মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ
	সহ-সভাপতি	মাওলানা সোলায়মান
	সাধারণ সম্পাদক	আব্দুল মালেক
৫. খুলনা	সভাপতি	মুহাম্মাদ ইস্রাফীল হোসায়েন
	সহ-সভাপতি	আবদুল গফূর
	সাধারণ সম্পাদক	নযরুল ইসলাম
৬. গাইবান্ধা (পূর্ব)	সভাপতি	মুফাযযল হোসায়েন
	সহ-সভাপতি	রফীকুল ইসলাম
	সাধারণ সম্পাদক	আব্দুল গণী
৭. গাইবান্ধা (পশ্চিম)	সভাপতি	আব্দুর রাযযাক সালাফী
	সহ-সভাপতি	আব্দুস সোবহান
	সাধারণ সম্পাদক	আইনুল মা'বূদ
৮. গাজীপুর	সভাপতি	মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন সরকার
	সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান
	সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ কফিলুদ্দীন
৯. চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সভাপতি	মাওলানা আব্দুল্লাহ
	সহ-সভাপতি	মাওলানা আব্দুল লতীফ
	সাধারণ সম্পাদক	আবুল হোসায়েন
১০. জয়পুরহাট	সভাপতি	মাওলানা আব্দুর রহমান
	সহ-সভাপতি	মুযযাম্মিল হক
	সাধারণ সম্পাদক	জাহিদুর রহমান
১১. জামালপুর	সভাপতি	মাওলানা নূরুল ইসলাম
	সহ-সভাপতি	মাওলানা খলীলুর রহমান
	সাধারণ সম্পাদক	মাসউদুর রহমান
১২. ঝিনাইদহ	সভাপতি	মাষ্টার ইয়াকুব হোসায়েন
	সহ-সভাপতি	মাষ্টার নূরুল হুদা
	সাধারণ সম্পাদক	আব্দুল খালেক
১৩. টাঙ্গাইল (পূর্ব)	সভাপতি	অধ্যাপক নযরুল ইসলাম
	সহ-সভাপতি	যয়নুল আবেদীন
	সাধারণ সম্পাদক	মাযহারুল হক ইয়াকুব
১৪. টাঙ্গাইল (পশ্চিম)	সভাপতি	মাওলানা সিরাজুল ইসলাম
	সহ-সভাপতি	নূরুল ইসলাম
	সাধারণ সম্পাদক	আব্দুল ওয়াজেদ
১৫. ঠাকুরগাঁও	সভাপতি	মাওলানা রঈসুদ্দীন
	সহ-সভাপতি	
	সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ আযীযুল হক
১৬. ঢাকা	সভাপতি	মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম
	সহ-সভাপতি	মাওলানা মুছলেহুদ্দীন
	সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ আযীযুদ্দীন
১৭. দিনাজপুর (পূর্ব)	সভাপতি	মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ
	সহ-সভাপতি	মমদেল হোসায়েন
	সাধারণ সম্পাদক	ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
১৮. দিনাজপুর (পশ্চিম)	সভাপতি	মুহাম্মাদ জসির উদ্দীন
	সহ-সভাপতি	আহসান হাবীব
	সাধারণ সম্পাদক	আনীসুর রহমান
১৯. নওগাঁ	সভাপতি	মাষ্টার আনীসুর রহমান
	সহ-সভাপতি	আফযাল হোসায়েন
	সাধারণ সম্পাদক	মাওলানা আহাদ আলী
২০. নরসিংদী	সভাপতি	মাওলানা আমীনুদ্দীন (১)
	সহ-সভাপতি	অধ্যাপক ছফিউদ্দীন
	সাধারণ সম্পাদক	মাওলানা আমীনুদ্দীন (২)
২১. নাটোর	সভাপতি	মাওলানা বাবর আলী
	সহ-সভাপতি	ডাঃ হাবীবুর রহমান
	সাধারণ সম্পাদক	গোলাম আযম
২২. নীলফামারী	সভাপতি	সিরাজুল ইসলাম
	সহ-সভাপতি	খলীলুর রহমান
	সাধারণ সম্পাদক	আবদুর রহীম
২৩. পাবনা	সভাপতি	মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
	সহ-সভাপতি	ইসমাঈল হোসায়েন
	সাধারণ সম্পাদক	শিরীন বিশ্বাস
২৪. পিরোজপুর	সভাপতি	আবদুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন
	সহ-সভাপতি	ডাঃ আযীযুল হক
	সাধারণ সম্পাদক	এনামুল হক
২৫. বগুড়া	সভাপতি	ছানাউল্লাহ
	সহ-সভাপতি	মুস্তাফীযুর রহমান
	সাধারণ সম্পাদক	এমদাদুল হক
২৬. বাগেরহাট	সভাপতি	আহমাদ আলী
	সহ-সভাপতি	
	সাধারণ সম্পাদক	এমদাদুল হক
২৭. মেহেরপুর	সভাপতি	অধ্যাপক নূরুল ইসলাম
	সহ-সভাপতি	হাবীবুর রহমান
	সাধারণ সম্পাদক	আব্দুছ ছামাদ
২৮. ময়মনসিংহ (পূর্ব)	সভাপতি	আযীযুর রহমান
	সহ-সভাপতি	নূরুদ্দীন
	সাধারণ সম্পাদক	আবু তালেব আকন্দ
২৯. ময়মনসিংহ (পশ্চিম)	সভাপতি	মাষ্টার আব্দুল আউয়াল
	সহ-সভাপতি	
	সাধারণ সম্পাদক	
৩০. যশোর	সভাপতি	শাহ আইয়ুব হোসায়েন
	সহ-সভাপতি	আলহাজ্জ মনযুর আলম
	সাধারণ সম্পাদক	গোলাম রহমান
৩১. রংপুর	সভাপতি	আব্দুল বাকী
	সহ-সভাপতি	মাওলানা আনীসুর রহমান
	সাধারণ সম্পাদক	আব্দুর রশীদ
৩২. রাজবাড়ী	সভাপতি	আবুল কালাম আযাদ
	সহ-সভাপতি	আব্দুল্লাহেল বাকী
	সাধারণ সম্পাদক	আব্দুর রাযযাক

৩৩. রাজশাহী	সভাপতি সহ-সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	অধ্যক্ষ মুজীবুর রহমান আবু আব্দুল্লাহ মোস্তফা আব্দুল মুমিন
৩৪. লালমণিরহাট	সভাপতি সহ-সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	মানছূরুর রহমান মাওলানা জাহিদ হোসায়েন মাওলানা মাহবুবুর রহমান
৩৫. সাতক্ষীরা	সভাপতি সহ-সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	মাষ্টার আব্দুর রহমান মাওলানা ছহিলুদ্দীন মাষ্টার আমীনুদ্দীন
৩৬. সিরাজগঞ্জ	সভাপতি সহ-সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ মুর্তযা গোলযার রহমান আলতাফ হোসায়েন
৩৭. সিলেট	সভাপতি সহ-সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	মাওলানা মীযানুর রহমান মাষ্টার শফীকুর রহমান মুনীরুল ইসলাম
৩৮. চট্টগ্রাম	সভাপতি সহ-সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	ছদরুল আনাম আবু যাফর খান আব্দুর রহমান
৩৯. পঞ্চগড়	সভাপতি সহ-সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	মাওলানা আব্দুল আহাদ তজিমুদ্দীন

সঊদী প্রবাসী যে সকল ভাই আহলেহাদীছ হ'লেন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার সাবেক সভাপতি সদ্য দেশ প্রত্যাগত মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন (টাংগাইল) জানান যে, তাদের প্রচেষ্টায় সঊদীতে কর্মরত বাংলাদেশী ভাইদের মধ্যে সম্প্রতি ৪১ (একচল্লিশ) জন ভাই 'আহলেহাদীছ' হয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় ইমারত-এর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছেন। তিনি দারুল ইমারতে তাদের স্বহস্তে লিখিত যে তালিকা পেশ করেন, তাতে যেলাওয়ারী হিসাব নিম্নরূপঃ চাঁদপুর-২, ঝালকাঠি-১, নরসিংদী-৩, বি-বাড়িয়া-২, ভোলা-৩, চট্টগ্রাম-১, নোয়াখালী-১, ফেনী-২, ঢাকা-৮, মানিকগঞ্জ-৩, টাঙ্গাইল-৪, পাবনা-২ ও বগুড়া-৩ জন। মোট ১৮টি যেলায় ৪১ জন।

[আমরা সম্পাদকীয় বিভাগের পক্ষ হ'তে উক্ত ভাইদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং দো'আ করি আল্লাহপাক যেন তাঁদেরকে ও তাঁদের পরিবারবর্গকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সার্বিক জীবন গড়ে তোলার তাওফীক দান করেন- আমীন! -সম্পাদক]

অভিনন্দন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলনে নির্বাচিত আমীর, সিনিয়র নায়েবে আমীর, নায়েবে আমীর ও সাধারণ সম্পাদক, যথাক্রমে ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, অধ্যক্ষ আবদুছ ছামাদ, অধ্যাপক রেযাউল করীমসহ মজলিশে আমেলার সকল সদস্যকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন। ঈমানী, আমলী, শিক্ষাগত ও সাংগঠনিক যোগ্যতার মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মত একটি নির্ভেজাল ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীল হওয়ায় **'ইখওয়ান আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা'র** পাঁচ শতাধিক সদস্যের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং মহান আল্লাহ্‌র নিকট এ দায়িত্ব সুস্থ্য দেহে পালনের তাওফীক কামনা করছি।

জেনারেল ম্যানেজার
ইখওয়ান
(আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা)
বুড়িচং, কুমিল্লা।

যুবসংঘ

কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ

গত ১০ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মানোন্নয়ন পরীক্ষা '৯৯ -এর ফলাফল গত ১৫ই অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছে।

১১৮ জন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭২ জন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পাশের হার ৬১ দশমিক ০২। এদের মধ্যে ১০ জন প্রথম বিভাগে, ২৪ জন দ্বিতীয় ও ৩৮ জন তৃতীয় বিভাগে পাশ করে। মেহেরপুর যেলার মুহাম্মাদ রেযাউর রহমান মেধা তালিকায় প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত বাকী ৯ জন হচ্ছেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম (মেহেরপুর), মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম (নাটোর), মুহাম্মাদ শামীম আহমাদ (সিরাজগঞ্জ), মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (কুমিল্লা), আবদুল বারী (নাটোর), মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ (রাজশাহী), মুহাম্মাদ ওমর ফারূক (জামালপুর), মুহাম্মাদ এনামুল হক (বগুড়া) ও মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (বগুড়া)।

কর্মী মানোন্নয়ন পরীক্ষায় মোট অংশগ্রহণ করে ৫৮৮ জন। উত্তীর্ণ হয় ১৮৪ জন। পাশের হার ৩১ দশমিক ৩০। এদের মধ্যে প্রথম বিভাগ ২৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগ ৮০ জন, তৃতীয় বিভাগে ৭৩ জন এবং বিশেষ বিবেচনায় ৬ জন পাশ করে। রাজশাহী যেলার মুহাম্মাদ আবদুল আলীম প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

কর্মী ও কাউন্সিল পরীক্ষার্থীদেরকে সংশ্লিষ্ট যেলা থেকে ফলাফল জানার জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

মারকায সংবাদ

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

গত ৫ই অক্টোবর '৯৯ রোজ মঙ্গলবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী এলাকার উদ্যোগে মারকায মসজিদে **'আহলেহাদীছ আন্দোলনই একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন'** বিষয়ের উপর এক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতায় নির্ধারিত বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে ৫ (পাঁচ) জন করে মোট ১০ (দশ) জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। পক্ষের পাঁচ জন হচ্ছে- মুহাম্মাদ হাশেম আলী, মাহবুবুর রহমান, মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ এবং আবদুল আলীম (দলনেতা)। বিপক্ষের পাঁচজন হচ্ছে- মুহাম্মাদ ইমামুদ্দীন, মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ, আবদুছ ছামাদ, মুহাম্মাদ মুহীবুর রহমান ও মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (দলনেতা)

প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করেন- 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। সভাপতি ভাষণে তিনি বলেন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা হচ্ছে প্রতিভা বিকাশের একটি অন্যতম মাধ্যম। তিনি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করেন। বিচারক মণ্ডলীর রায়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনই ইকমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন'-এর পক্ষের বক্তাদের বিজয়ী এবং মুহাম্মাদ নূরুল ইসলামকে শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসাবে ঘোষণা করেন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এস, এম আযীযুল্লাহ, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুযযামান ফারূক ও মুহাম্মাদ আবদুর রাযযাক (নাটোর)। ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আবদুল্লাহ আল-মামুন। অনুষ্ঠান পরিচালানা করেন মুহাম্মাদ মোযাফ্ফর রহমান।

কৃতিত্ব

নওদাপাড়া মাদরাসাঃ

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা -এর অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯৮ সালের বৃত্তি পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকে ৫ম শ্রেণীর ১২ জন ও অষ্টম শ্রেণীর ২ জন ছাত্র বৃত্তি লাভ করেছে। ৫ম শ্রেণীর ১২ জনের মধ্যে ১ম গ্রেডে ৪ জন, ২য় গ্রেডে ৪ জন ও ৩য় গ্রেডে ৪ জন এবং অষ্টম শ্রেণীর ১ জন ১ম গ্রেড ও ১ জন ৩য় গ্রেডে বৃত্তি লাভ করে।

৫ম শ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্ররা হচ্ছে- মেছবাহুল ইসলাম (১ম; ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর), রুহুল আমীন (১ম; স্মরণজাই, রাজশাহী), মশিউর রহমান (১ম; মহিষখোচা, লালমণিরহাট), আবদুল্লাহ (১ম; নাচোল, চাপাই নবাবগঞ্জ), আবদুর রহমান (২য়; নাড়ুলী, বগুড়া), ফেরদাউস হোসাইন (২য়; মহিষখোচা, লালমণিরহাট), ওবাইদুল্লাহ (২য়; পাংশা, রাজবাড়ী), সাইফুল ইসলাম (২য়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ), দেলোয়ার হোসাইন (৩য়; মতিহার, রাজশাহী), আবদুর রহমান (৩য়; উপরবিল্লী, রাজশাহী), হামিদুল ইসলাম (৩য়; মান্দা, নওগাঁ) ও আনোয়ারুল ইসলাম (৩য়; গোদাগাড়ী, রাজশাহী)। অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তিপ্রাপ্তরা হচ্ছে- আবদুল হাসিব (১ম; নাড়ুলী, বগুড়া) ও ওবাইদুল্লাহ (১ম; গোদাগাড়ী, রাজশাহী)।

বাঁকাল মাদরাসাঃ

দারুল হাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা থেকে ১৯৯৮ সালের বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত বৃত্তি পরীক্ষায় ৫ম শ্রেণীর দু'জন ছাত্র বৃত্তি পেয়েছে। বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্ররা হচ্ছে আব্দুল্লাহ আল-মামুন ও জহিরুল্লাহ। বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্ররা সকলের নিকট দো'আ প্রার্থী।

রাজশাহী থাই এ্যালুমিনিয়াম এ্যান্ড গ্লাস সেন্টার

এজেন্টঃ কাই বাংলাদেশ এ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড

(দেশী-বিদেশী এ্যালুমিনিয়াম এবং কাঁচ খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা)

- এ্যালুমিনিয়াম জানালা, দরজা, পার্টিশান।
- ফল্‌সসিলিং, অল-সোকেস, কাউন্টার।
- মোজাইক কাঁচ, বেসিনের কাঁচ, লুকিং গ্লাস।
- এ্যালুমিনিয়ামের যাবতীয় ফিটিং।
- পর্দার রেল ইত্যাদি প্রস্তুতকারী ও বিক্রেতা।

বিল সিমলা, গ্রেটাররোড, রাজশাহী।

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

আমার ঘুম ভাঙ্গে অনেক দেরিতে

অনেকেরই ঘুম দেরিতে ভাঙ্গে। এই দেরিতে ঘুম ভাঙ্গার বিষয়টি নিশ্চয়ই বাহবা পাবার নয়। যারা দেরিতে ঘুম থেকে জাগেন, সেটা তাদের বদ-অভ্যাসেরই ফসল। স্বাস্থ্যবিধিতে ঘুমের অত্যন্ত প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এর একটা সময়সীমাও রয়েছে। একজন সুস্থ মানুষের জন্য রাতে ৬ ঘন্টা ঘুমই যথেষ্ট। একে আরো এক ঘন্টা বাড়িয়ে ৭ ঘন্টা করা যায়। এর বেশী হ'লে সেটা অতিরিক্ত। যা অতিরিক্ত, তা-ই অপ্রয়োজনীয়।

'আমার ঘুম ভাংগে অনেক দেরিতে' এটি যাঁর উক্তি তিনি হ'লেন দেশের সর্বোচ্চ আসনের তৃতীয় ব্যক্তি। আমি তাঁর নাম না বললেও তিনি দেশবাসীর নিকট পরিচিত। তিনি এত সহজভাবে কথাটি বললেন যে, তাতে মোটেও সংকোচ আছে বলে অনুভূত হ'ল না।

এবার সংসদ বৈঠক সকাল সাড়ে নয় টায় বসছে। সাড়ে নয়টা সূর্যোদয়ের পর অনেক সময়। ঘুম থেকে উঠে সাড়ে নয়টার সংসদ বৈঠকে যোগদান কখনও অসুবিধার কারণ হ'তে পারে না। অথচ তিনি বললেন, সকলের সিদ্ধান্তের বাইরে এককভাবে কিছু করার নেই। তাঁর কথা থেকে বুঝা যায়, সংসদ বৈঠক সাড়ে নয়টায় বসায় তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হয়। তথাপি তিনি সকলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাসময়ে সংসদে উপস্থিত হন। কারণ, দায়িত্ব মানুষকে অনেক অলসতা থেকে পরিত্রাণ দেয়। দায়িত্ববোধ তাঁদেরই থাকে, যাঁরা বিবেকবান ও জ্ঞানী। তথাপি অতিরিক্ত ঘুম তাঁদেরকে অনেক খাটো করেছে। আমরা যেমন দেশের কাজের দায়িত্বে সজাগ ও সচেতন, তেমনি যদি মহান আল্লাহপাক প্রদত্ত দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন থাকতাম, তাহ'লে দেরিতে ঘুম ভাংগার প্রশ্নই উঠতো না। আল্লাহপাকের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে কোন ক্ষতি হয় না এবং সে ব্যাপারে কারো কিছু বলার থাকে না। তাই সবাই নিজ খেয়াল-খুশীমত চলি। কিন্তু এভাবে চলাটা আদৌ ঠিক নয়।

অতিরিক্ত ঘুম অভিজাত পরিবারেই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। এর একটি জ্বলন্ত নজির আমার নিকট বিদ্যমান আছে। আমি কোন এক অভিজাত ব্যক্তির নিকট খুব সকালে গিয়েছিলাম। আমার আগমন বার্তা পেয়ে তিনি এসে বললেন, এত সকালে কোন ভদ্রলোক ঘুম থেকে উঠে না। তাই বিশ্বাস, ঘুম অভিজাত পরিবারের একচেটিয়া ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য তারা হারাতে পারেন না। হারাতে না চান, কিন্তু পরিত্যাগ করতে চেষ্টিত হোন।

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্যাসবাড়ী
পোঃ বান্দাইখাড়া
নওগাঁ।

তৃতীয় বর্ষে পদার্পনে

মাসিক **আত-তাহরীকের** তৃতীয় বর্ষে পদার্পনে আমরা আনন্দিত ও গৌরবান্বিত। নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্বে নিয়োজিত মাসিক **আত-তাহরীকের** খেদমত এদেশের সুধী পাঠক ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম স্বার্থক বলে মনে করি। মাসিক **আত-তাহরীক** এদেশের সকল সুধী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং পত্রিকাপাঠক সকল সুধী তাহরীকের পাঠকে পরিণত হন- আল্লাহ্‌র দরবারে এই দো'আ করে এই পত্রিকার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইখওয়ান
(আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা)
বুড়িচং, কুমিল্লা।

আত-তাহরীকঃ বিদ'আতীদের মাথায় বজ্রাঘাত

মুহতারাম মাওলানা আসাদুল্লাহ আল-গালিব ছাহেব। আমার আন্তরিক সালাম আপনার খেদমতে। আপনার জিহাদী আন্দোলন, জিহাদী জাযবা, জিহাদী কর্মতৎপরতা অবলোকন করে এবং মাসিক আত-তাহরীক পাঠ করে আমি কেন বাংলার মাটিতে যাদের অন্তরে বিন্দুর বিন্দু ঈমানী জাযবা আছে তারা সকলেই এক নবজীবন লাভ করেছে। বিশেষ করে গত আগষ্ট '৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'হায়াতুন্নবী' প্রবন্ধটি তাওহীদী মনভাব সম্পন্ন যুবকদেরকে শিরক ও বিদ'আতের দুর্যোগময় আখড়া থেকে লক্ষ কোটি মাইল দূরে সরিয়ে এনেছে। আর যারা হায়াতুন্নবীতে বিশ্বাসী তাদের মাথায় চরম ভাবে বজ্রাঘাত ও এ্যাটমবোম নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ফাসেদ আক্বীদা পোষণকারীগণ **তাহরীক** পাঠ করে থমকে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত দিয়ে ধরাশায়ী হয়ে হস্তপদ লাফাচ্ছে। আপনাদের এই খেদমত আল্লাহ পাক কবুল করুন এবং পরকালে এর বিনিময়ে জাযায়ে খায়ের দান করুন -আমীন!

মাওলানা যিল্লুর রহমান নদভী
সাং- হরিরামপুর
পোঃ দাউদপুর
যেলাঃ দিনাজপুর।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৩১)ঃ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম -এর পরিবর্তে '৭৮৬' লিখা যাবে কি? অনেকে এর দলীল হিসাবে 'নেয়ামুল কুরআন' দেখিয়ে থাকেন। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আনোয়ার বিন খায়রুয যামান
সাং- দক্ষিণ বোয়ালিয়া
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' সূরায়ে নমল-এর ৩০ নং আয়াত। এতে ১৯টি হরফ রয়েছে। যা পাঠ করলে প্রতি হরফে ১০টি করে নেকী পাওয়া যায়। কিন্তু '৭৮৬' একটি সংখ্যা মাত্র, যা বিসমিল্লাহ্কে আবজাদী নিয়মে গণনা করে ঠিক করা হয়েছে। দু'টির মান, অর্থ ও তাৎপর্য কখনোই এক নয়। যেমন 'আবদুল্লাহ' শব্দটি আবজাদী নিয়মে গণনা করলে ১৪২ হয়। 'আলহামদুলিল্লাহ'-কে গণনা করলে ১৫৭ হয়। এক্ষণে যদি কেউ আবদুল্লাহ নামক ব্যক্তিকে ১৪২ বলে ডাকে এবং আলহামদুলিল্লাহ-এর পরিবর্তে ১৫৭ বলে, তাতে যেমন উদ্দেশ্য সফল হয় না, তেমনি এর দ্বারা অন্য কিছুও বুঝানো হ'তে পারে। অতএব আল্লাহ্র কোন আয়াতের এরূপ বিকৃতি তাকে নিয়ে খেলা ও ব্যঙ্গ করারই শামিল। দ্বিতীয়তঃ 'নেয়ামুল কুরআন' একজন মানুষের লেখা গ্রন্থ। এতে অসংখ্য ভুল ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী কথা রয়েছে। এটাকে মূল কুরআন মনে করা অজ্ঞতা বৈ কিছুই নয়। এইসব কিতাব থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ।

প্রশ্ন (২/৩২)ঃ দাঁড়িয়ে পানি পান করা কি জায়েয? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
পোঃ কুশখালী
থানা+যেলাঃ সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বসে পানি পান করাই উত্তম। তবে প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পানি পান করা জায়েয আছে। হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন'। *-মুসলিম হা/২০২৪।* আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পানি পান না করে। যদি ভুলক্রমে পান করে তবে সে যেন বমি করে দেয়'। *-মুসলিম হা/২০২৬।*

তবে অন্যান্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি কখনো কখনো দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন। হযরত আলী ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো কখনো দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়'। *-বুখারী (ফৎহ সহ) ১০ম খণ্ড ৭১ পৃঃ; তিরমিযী হা/১৮৮১ সনদ হাসান।* দাঁড়িয়ে পানি পান করা সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার হাদীছগুলি কওলী এবং জায়েযের হাদীছগুলি ফে'লী। সে কারণে বসে পানি পান করাই উত্তম। তবে দাঁড়িয়ে পানি পান করা জায়েয। *-রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৭৬৭-৭৭২।*

প্রশ্ন (৩/৩৩)ঃ ঘুমের কারণে যদি 'ছালাতুল লায়ল' বা তাহাজ্জুদের ছালাত পড়তে না পারে তাহ'লে উক্ত ছালাত দিনে পড়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ নঈমুদ্দীন
সাং- সারাংপুর
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদের ছালাত ক্বাযা হ'লে দিনে পড়া যাবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তন্দ্রা বা ঘুমের কারণে রাতের ছালাত আদায় করতে না পারলে দিনে আদায় করতেন'। *-তিরমিযী হা/৪৪৩ সনদ হাসান ছহীহ।*

তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, উক্ত ছালাত ক্বাযা হয়ে গেলে আদায় করা মুস্তাহাব। *-তোহফা ২য় খণ্ড ৪৩০ পৃঃ।* এর অর্থ এই নয় যে, না পড়লে পাপ হবে। পড়া ভাল, না পড়লে গোনাহ হবে না। অনেকেই মনে করেন এটা পড়তেই হবে। এ ধারণা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (৪/৩৪)ঃ ঈদের দিন সকালে যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহ'লে ঐ সন্তানের ফিৎরা দিতে হবে কি? কুরআন-হাদীছের আলোকে জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-আবদুল্লাহ আল-মামুন
পোঃ দরবস্ত
থানাঃ জৈন্তাপুর, সিলেট।

উত্তরঃ ঈদের দিন সকালে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার ফিৎরা আদায় করতে হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমানদের স্বাধীন ব্যক্তি, দাস, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলের উপর এক 'ছা' করে খাদ্য শস্য ছাদাকাতুল ফিৎর হিসাবে ফরয করেছেন। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।*

http://islaminonesite.wordpress.com

উপরোল্লিখিত হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছোট বাচ্চাদেরও ফিৎরা আদায় করতে হবে। এখানে ছোটর কোন নিম্ন বয়স উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই ঈদের দিন সকালে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ছোট হিসাবে তারও ফিৎরা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (৫/৩৫)ঃ আমি হজ্জ করতে গিয়ে হারাম শরীফে বহু জানাযার ছালাত আদায় করেছি। সঊদী ইমামগণ শুধু ডান দিকে সালাম ফিরাতেন। অথচ আমরা ডান ও বামে সালাম ফিরিয়ে থাকি। কুরআন ও হাদীছের আলোকে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিবেন।

-কেরামত আলী
আতর আলী রোড
থানা+যেলাঃ মাগুরা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে ডানে ও বামে সালাম ফিরানোর ছহীহ হাদীছ রয়েছে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ৩টি বৈশিষ্ট্য ছিল তন্মধ্যে একটি হচ্ছে জানাযার সালাম ছালাতের সালামের ন্যায়। অর্থাৎ ছালাতে যেভাবে দু'দিকে সালাম ফিরাতেন ঠিক জানাযার ছালাতেও তেমনি দু'দিকে সালাম ফিরাতেন। *-বায়হাক্বী ৩/৩৪ পৃঃ; তাবারাণী কাবীর; ইমাম নববী, আল-মাজমূ ৫/২৩৯ পৃঃ। তিনি বলেন, سنده جيد (সনদ ভাল)। বিস্তারিত দেখুনঃ যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ৫১০ পৃঃ।* অতএব এ নিয়ে বাড়াবাড়ী করা অনুচিত।

প্রশ্ন (৬/৩৬)ঃ 'উশর' শব্দের অর্থ দশ ভাগের এক ভাগ। অথচ আমরা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত প্রাদানকেও 'উশর' বলে থাকি? এর তাৎপর্য কি?

-আব্দুল জাব্বার
পোঃ হাট শ্যামগঞ্জ
থানাঃ ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ 'উশর' ও 'নেছফে উশর' দু'টি পরিভাষাই হাদীছে বর্ণিত আছে। দু'টির নেছাব (পরিমাণ) দুই রকম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আসমানের পানি দ্বারা যে ফসল উৎপন্ন হবে সে ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ 'উশর' দিতে হবে। আর সেচ দ্বারা যে ফসল উৎপন্ন হবে তার 'নেছফে উশর' অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। *-বুখারী ১ম খণ্ড ৩৭৭ পৃঃ; আবুদাউদ হা/১৫৯৬; নাসাঈ ১ম খণ্ড ৩৪৪ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড ১২৫ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৮১৭; ইবনুল জারূদ হা/১৮০।* 'উশর' যেহেতু বহুল প্রচলিত, সেহেতু 'নেছফে উশর'ও 'উশর' হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

প্রশ্ন (৭/৩৭)ঃ মাগরিবের ফরয ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সম্পর্কে জানতে চাই।

-মোস্তফা
পোঃ হাপানিয়া
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ মাগরিবের ফরয ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সম্পর্কে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মাগরিবের ছালাতের পূর্বে তোমরা দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। মাগরিবের...। তৃতীয় বার তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে। *-বুখারী ৩য় খণ্ড ৪৯ পৃঃ; আবুদাউদ হা/১২৮১।*

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মাগরিবের পূর্বে ও পরে দু' দু'রাক'আত করে ছালাত আদায় করতাম। জিজ্ঞেস করা হ'ল, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কি পড়তেন? তিনি বললেন, আমাদেরকে পড়তে দেখতেন। কিন্তু তিনি নির্দেশও দিতেন না নিষেধও করতেন না। *-মুসলিম হা/৮০৬।*

এতদ্ব্যতীত একটি 'আম হাদীছও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ...بين كل اذانين صلاة 'দুই আযানের অর্থাৎ আযান ও ইক্বামতের মধ্যে ছালাত রয়েছে'।

অতএব মাগরিবের আযানের পরে ও ইক্বামতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন (৮/৩৮)ঃ বর্তমানে বিবাহ অনুষ্ঠানে গরীবদের বাদ দিয়ে শুধু ধনীদের বেছে বেছে ওয়ালীমার দাওয়াত দেওয়া হয়। এটা কি শরীয়ত সম্মত? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- আব্দুল হাফীয
নাযিরাবাজার
ঢাকা।

উত্তরঃ এরূপ কার্য শরীয়ত সম্মত নয়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেছেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিকৃষ্ট খাদ্য হচ্ছে ঐ ওয়ালীমার খাদ্য, যে ওয়ালীমায় শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় এবং গরীবদেরকে বাদ রাখা হয়।.... *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১৮।*

সুতরাং বর্তমান সমাজে প্রচলিত যে ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে গরীবদের বাদ দিয়ে শুধু ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়, সে অনুষ্ঠানের খাবার যত উন্নত মানের হউক না কেন, আল্লাহ্‌র নিকটে তা নিকৃষ্ট খাবার হিসাবে পরিগণিত।

প্রশ্ন (৯/৩৯)ঃ এক সাথে দু'জন মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আবদুল লতীফ
গ্রামঃ রাজাবাড়ী
পোঃ পাকবালীঘর
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ এক সাথে একাধিক মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া জায়েয। তবে এক্ষেত্রে পুরুষদেরকে ইমামের সামনে পশ্চিম দিকে ধারাবাহিক ভাবে সাজাতে হবে। তারপর একই লাইনে পুরুষের পাশ হ'তে পশ্চিম দিকে মহিলাদের সাজাতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) একদা ৯ জন পুরুষ ও নারীর জানাযা পড়িয়েছিলেন। ইমামের সামনে পশ্চিম দিকে পুরুষ ও নারীকে পর পর সাজিয়েছিলেন। একদা আমর ইবনুল 'আছ একজন মহিলা ও একজন ছেলের জানাযা এক সাথে পড়েছিলেন। -*আলবাণী, আহকামুল জানায়েয ৫১/৫২ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১০/৪০)ঃ মৃত জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গকে আগুনে পুড়ানো যাবে কি?

-গোলাম কিবরিয়া
গ্রাম+পোঃ পানিহার
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ মৃত হৌক বা জীবিত হৌক আগুন দিয়ে পুড়ানো যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শাস্তি প্রদান করতে নিষেধ করেছেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে কোন এক যুদ্ধে পাঠান। অতঃপর কুরায়েশ বংশের দু'জনের নাম উল্লেখ করে বলেন, তোমরা যদি তাদের পাও তাহ'লে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিও। অতঃপর আমাদের বের হওয়ার সময় বললেন, আমি তোমাদেরকে অমুক অমুককে পুড়িয়ে মারতে বলেছিলাম। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারে না। কাজেই তোমরা তাদেরকে হত্যা করিও। -*বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন ৪৭৭ পৃঃ 'আগুন দ্বারা শাস্তি প্রদান' অধ্যায়।* ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে পিপিলিকা পুড়িয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বলেন, আগুনের প্রতিপালক ব্যতীত কারো জন্য আগুন দ্বারা শাস্তি প্রদান করা জায়েয নয়। *রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ঐ।*

প্রশ্ন (১১/৪১)ঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের পক্ষ থেকে কনের জন্য মোহরানা ধার্য করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শাড়ী, ব্লাউজ, কসমেটিকস সহ যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস প্রদান করা হয়, সেগুলো মোহরানার মধ্যে গণ্য করা যাবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ফায়ছালা দানে বাধিত করবেন।

-ইকবাল হোসায়েন
ধনেশ্বর, পাইকড়া
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের পক্ষ থেকে কনেকে যা প্রদান করা হয় বর ইচ্ছা করলে তা 'মোহর' হিসাবে গণ্য করতে পারে। কারণ, অল্প বস্তুকেও ইসলামী শরীয়ত 'মোহর' হিসাবে গণ্য করেছে। সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমি নিজেকে আপনার নিকট সমর্পন করলাম। তারপর মহিলাটি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকল। তখন একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রয়োজন না থাকলে আমার সাথে তার বিবাহ দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার নিকট মোহর প্রদানের কিছু আছে কি? লোকটি বলল, আমার নিকট পরনের লুঙ্গি ব্যতীত অন্য কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি একটা লোহার আংটি হ'লেও খুঁজে দেখ। সে খুঁজলো কিন্তু কিছুই পেল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কুরআন জান কি? লোকটি বলল, এই এই সূরা জানি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি তোমার সাথে তার বিবাহ দিলাম তোমার জানা কুরআনের বিনিময়ে। তুমি তাকে কুরআন শিখিয়ে দিয়ো। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ অনুষ্ঠানের যাবতীয় বস্তু 'মোহর' হ'তে পারে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি লোহার আংটিকেও 'মোহর' করতে চেয়েছেন। -*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৭৭ পৃঃ।* তবে বিবাহ অনুষ্ঠানে বর ইচ্ছা করলে হাদীয়া স্বরূপ কিছু প্রদান করতে পারে।

প্রশ্ন (১২/৪২)ঃ খুৎবা চলাকালীন সময়ে ইমাম ছাহেবের সঙ্গে মুক্তাদীগণ প্রয়োজনীয় কোন কথা বলতে পারে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল লতীফ
সাং- রাজপুর
সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

উত্তরঃ খুৎবা চলাকালীন সময়ে ইমাম ছাহেবের সঙ্গে মুক্তাদী এবং মুক্তাদীর সঙ্গে ইমাম ছাহেব প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারেন। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খুৎবা চলাকালে জনৈক গ্রামবাসী এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! পরিবার ও জীব-জন্তু ধ্বংস হ'ল'। *-বুখারী ১ম খণ্ড ১৪০ পৃঃ।* অপর হাদীছে আছে- এক ব্যক্তি জুম'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন খুৎবা দিচ্ছিলেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? লোকটি জওয়াব দিল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, দাঁড়াও! দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর'। *-বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৪৪৫।* সুতরাং খুৎবা চলা কালে ইমাম-মুক্তাদী প্রয়োজনে কথা বলতে পারে।

উল্লেখ্য যে, মুক্তাদীগণ নিজেরা কথা বলতে পারবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জুম'আর দিন খুৎবা চলাকালে কেউ যদি কথা বলে তাহ'লে সে গাধার বোঝা বহন কারীর ন্যায়। আর কেউ যদি তাকে চুপ থাকতে বলে তাহ'লে তার জুম'আ হবে না (অর্থাৎ সে পূর্ণ নেকী পাবে না)। *-আহমাদ, বুলূগুল মারাম, হা/৪৪৩ সনদ ছহীহ।*

প্রশ্ন (১৩/৪৩)ঃ জনৈক মাওলানা ছাহেবের নিকট শুনলাম যে, যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে বাড়ি থেকে ওযূ করে মসজিদে গিয়ে ছালাতের শেষ পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকে, সে ৭ কোটি ৭ লক্ষ ৭০ হাযার নেকী পাবে। এরূপ নেকীর সত্যতা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা জানতে চাই।

-আনোয়ার হোসায়েন
গ্রামঃ নড়িয়াল
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ জুম'আর দিন বাড়ী থেকে ওযূ করে মসজিদে গিয়ে খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকলে সাত কোটি সাত লক্ষ সত্তর হাযার নেকী পাবে কথাটা আদৌ সত্য নয়। তবে জুম'আর দিন মসজিদে গিয়ে কিছু ছালাত আদায় করে খুৎবার শেষ পর্যন্ত চুপ থাকার ফযীলত ছহীহ হাদীছ সমূহে পাওয়া যায়। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কেউ যদি জুম'আর দিন গোসল করে মসজিদে আসে এবং সম্ভবপর কিছু ছালাত আদায় করতঃ খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে, অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তার দু'জুম'আর মধ্যেকার গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং আরো তিন দিন বেশী ক্ষমা করা হবে। *-মুসলিম, মিশকাত ১২২ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১৪/৪৪)ঃ আমি একটি জারী গানের ক্যাসেটে শুনেছি যে, হযরত ওছমান (রাঃ) -এর বাড়ীতে নাকি বিরাট এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সে অনুষ্ঠানে নবী করীম (ছাঃ) সহ আরবের প্রায় সকল মুসলমানকে দাওয়াত করা হয়। কিন্তু ওছমান (রাঃ)-এর স্ত্রী ও মহানবী (ছাঃ)-এর কন্যা কুলছুম তাঁর বোন ফাতেমা (রাঃ)-কে দারিদ্র্যের কারণে দাওয়াত করেনি। ফলে নবী করীম (ছাঃ) সহ সকলে খেতে বসে দেখে, সমস্ত খাবার কয়লায় পরিণত হয়েছে। তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে কুলছুম ফাতেমা (রাঃ)-কে দাওয়াত দিলে কয়লা পুনরায় খাবারে পরিণত হয় এবং ফাতেমা (রাঃ) নিজে সকলকে খাবার পরিবেশন করেন। এই ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-রফীকুল ইসলাম
মধ্যম মাগুরিয়া
হলায়জানা মাদরাসা
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। উক্ত ঘটনায় কুলছূমের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে, যা কবীরা গুনাহ। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭ পৃঃ।* কারণ কুলছূম ও ফাতেমার মধ্যে এমন কোন শত্রুতা ছিল না, যার কারণে কুলছূম ফাতেমাকে ছেড়ে অন্যান্যদের দাওয়াত করবেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেতে বসবেন অথচ খাবার কয়লা হয়ে যাবে। এমন অবমাননাকর ঘটনা কখনো ঘটতে পারে না। কাজেই এ ধরণের মিথ্যা ও ইসলামের অবমাননাকর ক্যাসেট শুনা হ'তে বিরত থাকা যরূরী। সাথে সাথে মহানবী (ছাঃ)-এর বংশের প্রতি মিথ্যা অপবাদ সম্বলিত এরূপ ক্যাসেটের উপর রাষ্ট্রীয় ভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত।

প্রশ্ন (১৫/৪৫)ঃ আমরা জানি যে, আহলেহাদীছগণ মাযহাব মানেন না। তবে সাধারণ লোক আলেমদের নিকট থেকেই মাসআলা জেনে থাকে এবং সে মোতাবেক আমল করে থাকে। আমরা তো সবাই আলেম নই। আমাদেরকে কোন না কোন আলেমের স্বরণাপন্ন হ'তে হয়। আর এটাই তখন মাযহাব হয়ে যায়। অপরদিকে আহলেহাদীছগণও অনেক আলেমের যুক্তি পেশ করে থাকেন। ফলে তারাও মাযহাব মেনে থাকে। দয়া করে এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন।

- এস,এম,এ গোফার হুসায়েন
অফিস সহকারী
ডিসি অফিস, নওগাঁ।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

উত্তরঃ তাক্বলীদ ও ইত্তেবা দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। শারঈ বিষয়ে বিনা দলীলে কারু কোন কথা মেনে নেওয়াকে 'তাক্বলীদ' বলে (মুসাল্লামুছ ছুবূত ৬২৪ পৃঃ)। পক্ষান্তরে দলীলের অনুসরণকে 'ইত্তেবা' বলে (আল-কাওলুল মুফীদ পৃঃ ১৪)। কুরআন ও হাদীছে মুসলিম উম্মাহ্কে ইত্তেবায়ে রাসূলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাক্বলীদে ইমামের নয়। শারঈ বিষয়ে জানার থাকলে তা দলীল সহকারে জেনে নেওয়ার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন (আম্বিয়া ৭)। আহলেহাদীছগণ সেটাই করে থাকেন। তারা কোন একজন বিদ্বানকে নির্দিষ্টভাবে মানেন না বা তাঁর কোন কথাকে বিনা দলীলে গ্রহণ করেন না। তাদের নিকটে ভুল শুদ্ধ যাচাইয়ের একমাত্র মানদণ্ড হ'ল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। অতএব যখন কোন সাধারণ মানুষ কোন আলেমের নিকটে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান গ্রহণ করেন তখন তা মাযহাব মানা বা তাক্বলীদ করা হয় না বরং তা হয় ইত্তেবা করা। অতএব সাধারণ মানুষ আলেমদের নিকটে সমস্যার সমাধান গ্রহণ করবেন কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রমাণ সহকারে যাতে কল্যাণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি তোমাদের নিকট দু'টো জিনিস রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা সে দু'টি থেকে ফায়ছালা গ্রহণ করবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্র কেতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত। *-মুওয়াত্তা, মিশকাত ৩১ পৃঃ।* আর আহলেহাদীছগণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান গ্রহণ করে থাকেন।

তবে ইজতেহাদী বিষয় সমূহে আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীনের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন।

প্রশ্ন (১৬/৪৬)ঃ আযানের দো'আ থাকা সত্ত্বেও দরূদ শরীফ পড়া হয় কেন? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

-হাবীবুর রহমান
দক্ষিণ ফুলবাড়ী
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ আযানের দো'আ থাকা সত্ত্বেও দরূদ পড়তে হয় এ জন্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আযানের পর দরূদ পড়তে বলেছেন। তারপর আযানের দো'আ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা মু'আয্যিনকে আযান দিতে শোন, তার উত্তরে তাই বল, সে যা বলে। অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়। কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর ১০ বার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য 'অসীলা' চাও। আর তা হচ্ছে জান্নাতে একটি উচ্চ মর্যাদার স্থান। যা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে শুধুমাত্র একজনের জন্য উপযোগী। আমি আশা রাখি আমি সেই বান্দা। আর যে আমার জন্য উক্ত স্থান চাইবে তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে। *-মুসলিম, মিশকাত ৬৪ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১৭/৪৭)ঃ মাতা-পিতার অসুস্থ অবস্থায় তাদের উপযোগী কোন মহিলা বা পুরুষ না থাকলে নিজ ছেলে মাতা-পিতার শরীরের নাপাকী পরিষ্কার করতে পারে কি? পিতার প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে প্রস্রাব করানোর জন্য ছেলে ক্যাথেড্রল পরাতে পারে কি?

-বযলুর রশীদ
যশোর।

উত্তরঃ পিতা-মাতার অসুস্থ অবস্থায় তাদের উপযোগী কোন মহিলা বা পুরুষ না থাকলে নিজ ছেলে তাদের সমস্ত স্থান হ'তে নাপাকী পরিষ্কার করতে পারে এবং পিতাকে প্রস্রাব করানোর জন্য ক্যাথেড্রলও পরাতে পারে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার অনুগত হ'তে এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে বলেছেন। বিশেষভাবে বৃদ্ধাবস্থায় (ইসরা ২৩৬)। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার অনুগ্রহ ও সদাচরণের সবচেয়ে বেশী হক্বদার কে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার মাতা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪১৮।* সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা যখন যে সমস্যার সম্মুখিন হবে তখন সে সমস্যার সমাধান করার সবচেয়ে বড় হক্বদার হচ্ছে ছেলে-মেয়ে। কাজেই প্রশ্নোল্লেখিত অবস্থায় নিজ ছেলে-মেয়ে সব ব্যবস্থা নিতে পারে।

প্রশ্ন (১৮/৪৮)ঃ আমার স্বামী আমার মোহরানার টাকা দিয়ে আমার জন্য জমি ক্রয় করেছেন। উক্ত জমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তা আমার স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা খেতে পারবে কি?

-মিসেস হালীমা
বাজেধনেশ্বর
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ স্ত্রী যদি তার নিজ সম্পদ হাদীয়া স্বরূপ সন্তুষ্টচিত্তে স্বামীকে প্রদান করে, তাহ'লে তার স্বামী পরিবার সহ উক্ত সম্পদ ভোগ করতে পারবে। যা কুরআন ও ছহীহ

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'স্ত্রী যদি খুশী হয়ে তার মোহর থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তাহ'লে তোমরা তা খুশী হয়ে ভোগ করতে পার' (নিসা ৪)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীয়া গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদান দিতেন'। *-বুখারী, মিশকাত পৃঃ ১৬১*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাকে যদি গরু-ছাগলের একটি ক্ষুর খেতে দাওয়াত করা হয় নিশ্চয়ই আমি তা গ্রহণ করি। আর যদি আমাকে ছাগলের একটি রানও হাদীয়া দেওয়া হয়, আমি তা গ্রহণ করি'। *-বুখারী, মিশকাত ১৬১ পৃঃ*। সুতরাং স্ত্রী স্বেচ্ছায় তার সম্পদ স্বামীকে প্রদান করলে স্বামী পরিবার সহ তা ভোগ করতে পারে।

প্রশ্ন (১৯/৪৯)ঃ জনৈক হুযূরের কাছে শুনেছি যে, মানুষের আত্মা দুই প্রকার। এক প্রকার তার মৃত্যুর সাথে সাথে বের হয়ে যায়। আর এক প্রকার আত্মা ৪০ দিন ধরে বাড়ীতে অবস্থান করে। ৪০ দিন পর খানা (চল্লিশা) দিয়ে কিছু আটা কুলায় রাখলে আটার উপর পা দিয়ে চলে যায়। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ জামিরুল ইসলাম
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রকৃত কথা হ'ল- মানুষের 'রূহ' বা আত্মা একটি। যা মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে বেরিয়ে যায় এবং মৃত ব্যক্তি কবর তথা 'আলামে বারযাখে থাকাকালীন সময়ে তার শরীরে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর মুনকার-নাকীর তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। মৃত ব্যক্তির 'রূহ' বাড়ীতে আসে এরূপ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (২০/৫০)ঃ কোন ব্যক্তির আমলনামা সমান সমান হয়ে গেলে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না জাহান্নামে প্রবেশ করবে? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-ওয়াসিম
গ্রামঃ ছাতিয়ান পাড়া
পোঃ কি চক
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ যাদের আমলনামা সমান হবে তাদেরকে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে 'আরাফ বাসী'। 'আরাফ' জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি উঁচু স্থানের নাম। যা প্রাচীর স্বরূপ। যাদের নেকী সেই পরিমাণ হবেনা যার ফলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং গোনাহও সেই পরিমাণ হবে না যার ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের স্থান হবে এই 'আ'রাফে'। অর্থাৎ গোনাহ ও নেকী সমান সমান হওয়ার কারণে না জাহান্নামে যাবে, না তারা জান্নাতে যাবে (আ'রাফ ৪৬, ৪৭)।

প্রশ্ন (২১/৫১)ঃ আমার এক আত্মীয় তার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করেছে। এই বিবাহ কি জায়েয হয়েছে? জায়েয না হ'লে সমাধান কি?

-কামরুয্যামান (পলাশ)
সহকারী শিক্ষক
পূর্ব মাতাপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যায়লয়।

উত্তরঃ সহোদর ভাইয়ের মেয়ের মেয়েকে যেমনভাবে বিবাহ করা নাজায়েয, অনুরূপভাবে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়ের মেয়েকেও বিবাহ করা নাজায়েয। সূরায়ে নিসার ২৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের ভ্রাতৃকন্যাকে তোমাদের জন্যে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে যদিও সে নিম্নস্তরের হয় না কেন'।

সমাধানঃ এ ধরণের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। এর পরেও যদি বিবাহ বিচ্ছেদ না ঘটায়ে সংসার করতে থাকে তাহ'লে তা যেনা হিসাবে বিবেচিত হবে।

উল্লেখ্য, মুহরেমাতের বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোন তালাকের প্রয়োজন নেই। তালাক ছাড়াই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

প্রশ্ন (২২/৫২)ঃ কোন ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় মারা গেলে তাকে কতবার গোসল দিতে হবে?

-মুহাম্মাদ নাঈমুদ্দীন
সাং- নেয়ামপুর ষ্টেশন
পোঃ বাকইল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

উত্তরঃ নাপাক অবস্থায় কেউ মারা গেলে তাকে পৃথক পৃথকভাবে নাপাক ও মৃত্যুর জন্য গোসল না দিয়ে এক গোসল দিলেই যথেষ্ট হবে। যেমন ঋতুবর্তী মহিলা ঋতু থেকে ভাল হওয়ার সাথে সাথেই জুনুবী বা নাপাক হয়ে পড়লে তার জন্যে দুই গোসলের প্রয়োজন হয়না। এক গোসলই যথেষ্ট হয়। কারণ, গোসলের উদ্দেশ্য হ'ল মৃত ব্যক্তিকে পবিত্র করা। যা এক গোসল দ্বারাই হয়ে যায়। অতএব নাপাক অবস্থায় কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার জন্যে এক গোসলই যথেষ্ট হবে। *-মুগনী ৩২২ পৃঃ*।

প্রশ্ন (২৩/৫৩)ঃ স্ত্রী সহবাসে বীর্যপাত না হ'লে গোসল ফরয হবে কি?

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
গ্রামঃ রুদ্রপুর
পোঃ ধুলিহর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ স্ত্রী সহবাস করে বীর্যপাত না হ'লেও গোসল ফরয হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ সহবাস করে তখন গোসল ওয়াজিব হয়, যদিও বীর্যপাত না হয়'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪৭, 'গোসল ওয়াজিব' অধ্যায়।*

প্রশ্ন (২৪/৫৪)ঃ কবর খনন কালে সেখানে কিছু হাড় পাওয়া গেলে সেই কবরে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা

যাবে কি? কবর খনন করতে গিয়ে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সেই কবর বাদ দিয়ে অন্য কোন স্থানে কবর খনন করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ হানারুল ইসলাম
গ্রামঃ ভরাট, পোঃ করমদী
থানাঃ গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ একটি কবরে লাশ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অন্য লাশ কবর দেওয়া জায়েয নয়। *-আবদুল্লাহ বিন জাবরীন, আহকামুল জানায়েয (রিয়ায, দারু ত্বাইয়েবা ১৪১৩ হিঃ) পৃঃ ১৪১।* অনুরূপভাবে শারঈ কারণ ব্যতীত কবর খনন করে লাশ উঠানোও জায়েয নয়। তবে যদি শারঈ কারণ দেখা দেয়, তবে কবর খনন করে লাশ উঠানো জায়েয আছে। *-আলবানী, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ১০৭, পৃঃ ৬৯ ও ৯১।* এভাবে লাশ উঠানোতে হাড়-হাড্ডি ভাঙ্গার সম্ভাবনা থাকে। তাতে লাশের অসম্মান করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, লাশের হাড্ডি ভাঙ্গা জীবিতের হাড্ডি ভাঙ্গার ন্যায়। *-মুওয়াত্ত্বা, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৭১৪ 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ।* এক্ষণে কবর খনন করতে গিয়ে কোন মুমিন মৃতের হাড় পাওয়া গেলে তাকে সসম্মানে সেখানে বা অন্যত্র দাফন করে কবর তৈরী করা যাবে। তবে এব্যাপারে সর্বদা উক্ত হাড্ডির সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

***প্রশ্ন (২৫/৫৫)ঃ** আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার দোকানে অনেক সময় ক্রেতা কেনা দ্রব্য ভুলবশতঃ রেখে যান। অনেকেই পরে সংগ্রহ করেন, আবার অনেকে ঘোষণা দেওয়ার পরও সংগ্রহ করেন না। এমতাবস্থায় আমি উক্ত দ্রব্য কি করব?*

-মুস্তাফীযুর রহমান
শামসুন বই ঘর
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ক্রেতার রেখে যাওয়া দ্রব্য যদি অল্প মূল্যের হয়, যা হারিয়ে গেলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তাহ'লে তা গ্রহণ করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাস্তায় একটা খেজুর পান অতঃপর তিনি বলেন, আমি ছাদকার খেজুর বলে ভয় না করলে খেয়ে নিতাম। *-বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৯৩২, 'লুকতা' অধ্যায়।* জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছড়ি, চাবুক, রশি এবং এগুলোর ন্যায় নগন্য জিনিস পেলে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। *-আবুদাঊদ, মিশকাত ২৬২ পৃঃ।* আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একবার আলী (রাঃ) একটা হারানো দীনার পেয়েছিলেন এবং তা ফাতেমা (রাঃ)-কে দিয়েছিলেন। অতঃপর সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইহা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা হ'তে খেলেন এবং আলী ও ফাতেমা খেলেন। পরে এক মহিলা ঐ দীনার খোঁজ করলে আলীকে ফেরত দিতে বলেন'। *-আবুদাঊদ, মিশকাত ২৬২ পৃঃ।*

অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ মূল্যের প্রাপ্তবস্তু গ্রহণ করা যায়। তবে দামী দ্রব্য, যা হারালে মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তা গ্রহণ না করে এক বছর প্রচার করতে হবে। অতঃপর মালিক বের না হ'লে নিজেও গ্রহণ করতে পারে অথবা দানও করতে পারে। যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে হারানো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, উহার থলি ও মুখবন্ধন চিনে লও। অতঃপর এক বছর তা প্রচার কর। যদি তার মালিক আসে তবে ভাল। নচেৎ তোমার ইচ্ছা (দান কর বা খাও)। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৬২ পৃঃ।*

***প্রশ্ন (২৬/৫৬)ঃ** ফুটবল, ক্রিকেট, কেরাম বোর্ড, হাডুডু, দাবা, তাস ইত্যাদি খেলা সমূহ কি শরীয়ত সম্মত? দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।*

-আবদুল্লাহিল কাফী
ছোট বনগ্রাম,
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত খেলা সমূহ যদি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহ'লে তা অবশ্যই হারাম। জুয়া হচ্ছে এমন খেলা যাতে আর্থিক লাভ বা লোকসান হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শর, এসমস্ত হচ্ছে শয়তানের অপবিত্র কার্যকলাপ। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক' (মায়েদা ৯০)।

উপরোক্ত খেলা যদি আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে ও ছালাত থেকে বিরত রাখে অথবা আপোষে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তাহ'লে তা নাজায়েয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। তাহ'লে কি তোমরা এসব থেকে বিরত থাকবে?' (মায়েদা ৯১)।

উক্ত খেলাসমূহ যদি আর্থিক, শারীরিক ও সময়ের ক্ষতির কারণ হয়, তাহ'লে তা থেকে বেঁচে থাকা যরূরী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করোনা' (বাক্বারাহ ১৯৫)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিজের ক্ষতি করোনা অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করোনা। *-ইবনে মাজাহ 'আহকাম' অধ্যায়।* রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পদকে অনর্থক নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন'। *-বুখারী, 'যাকাত' অধ্যায়; মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৭৫ পৃঃ।* অতএব খেলা যদি উল্লেখিত ক্ষতিসমূহ হ'তে মুক্ত হয় তাহ'লে তা জায়েয হবে।

প্রশ্ন (২৭/৫৭)ঃ মৃত ব্যক্তির কবরে যেমন নেকী পৌঁছে তেমনি পাপ পৌঁছে কি? উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
পাড়ালটোলা
দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তি যদি কোন পাপের মাধ্যম বা উৎস হন তাহ'লে ঐ উৎস গ্রহণ করে যত মানুষ পাপ করবে সকলের সমান পাপ ঐ ব্যক্তির আমলনামায় লিখা হবে। যেমন কোন লোক একটি টিভি ক্রয় করলে যত লোক ঐ টিভি-র মাধ্যমে অশ্লীল ছবি দেখবে, সকলের সমপরিমাণ পাপ টিভি ক্রেতার আমলনামায় লিখা হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে আহবান করবে তার জন্য সে পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে যা তার ডাকে সাড়া দানকারীর জন্য রয়েছে। অথচ তাদের ছওয়াব হ'তে বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কাউকে পাপ কাজের দিকে আহবান করবে তার জন্যও সেই পরিমাণ পাপ রয়েছে, যা তার ডাকে সাড়া দানকারীদের জন্য রয়েছে। অথচ তাদের পাপ থেকে বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না। *-মুসলিম, মিশকাত ২৯ পৃঃ।*

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নেকীর কাজ চালু করবে তার জন্য তার কাজের বিনিময় রয়েছে এবং তার পরে যারা এ কাজ করবে তাদের কাজের ছওয়াবও সে পাবে। তবে তাদের নেকীতে বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ কাজ চালু করবে তার জন্য তার কাজের পাপ রয়েছে এবং তার পরে যারা এ মন্দ কাজ করবে তাদের পাপের অংশও সে পাবে। অথচ তাদের পাপের বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না। *-মুসলিম, মিশকাত ৩৩ পৃঃ।*

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন লোককে যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তবে তার খুনের একটি অংশ আদম (আঃ)-এর ছেলে কাবিলের উপর অর্পিত হয়। কারণ সে প্রথম হত্যার নিয়ম চালু করেছে'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৩ পৃঃ।*

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নেকী যেমন কবরে পৌঁছে তেমনি পাপও কবরে পৌঁছে।

প্রশ্ন (২৮/৫৮)ঃ আমি সরকারী চাকুরী করি। এ জন্য আমাকে যথারীতি বেতনও প্রদান করা হয়। এক্ষণে কারো কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে দিলে খুশী হয়ে যদি সে ৫০/১০০ টাকা প্রদান করেন, তবে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-আবদুল বারী
গণপূর্ত সার্কেল
বরিশাল।

উত্তরঃ আপনি যেহেতু চাকুরীর বিনিময়ে নিয়মিত ভাতা গ্রহণ করে থাকেন, সেহেতু উক্ত অর্থ ঘুষ গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত হবে অথবা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। *-আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৫৩ সনদ ছহীহ 'শাসন ও বিচার' অধ্যায়।* বুরায়দা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন আমরা কাউকে কোন কাজে নিয়োগ করি তখন তাকে ভাতা প্রদান করি। অতএব সে এর অতিরিক্ত যা গ্রহণ করবে সেটা খেয়ানত হবে। *-আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮ সনদ ছহীহ 'শাসন ও বিচার' অধ্যায়।* অতএব উক্ত অর্থ গ্রহণ জায়েয নয়।

প্রশ্ন (২৯/৫৯)ঃ সব সময় টুপি ও পাগড়ী পরার দলীল কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাগড়ী পরে জুম'আর খুৎবা দিতেন কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-এম, এ, আবদুল কুদ্দূছ
ডাঃ যোহা কলেজ
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ সব সময় টুপি ও পাগড়ী পরিধান করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন সময় টুপি ও পাগড়ী পরিধান করার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমর ইবনে হুয়াইরিছ (রাঃ) তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -কে খুৎবা দিতে দেখেছি এ অবস্থায় যে, তার মাথার উপর কালো পাগড়ী ছিল। *-মুসলিম, ইবনু মাজাহ 'লেবাস' অধ্যায় 'কালো পাগড়ী' অনুচ্ছেদ।* আমর ইবনে ওমাইয়া (রাঃ) তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -কে তাঁর পাগড়ী ও তাঁর মোযার উপর মাছাহ করতে দেখেছি। *-বুখারী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩।* আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মুহরেম কোন্ কাপড় পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি এবং মোযা পরতে পারবেনা। *-বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৯; বুখারী ২য় খণ্ড পৃঃ ৮৬৩ 'টুপি পরিধান' অনুচ্ছেদ।*

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত পোষাকগুলো হজ্জ পালনের সময় পরিধান করা যায় না। তবে অন্য সময় পরিধান করা যায়।

প্রশ্ন (৩০/৬০)ঃ ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে প্রকাশিত আলোকচিত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর দাঁত, কাঠের বাটি, পেয়ালা, নিমুকদানী, চামচ, চামড়ার দস্তরখানা, রাসূল (ছাঃ) -এর দাড়ী, মক্কা ঘরের তালা-চাবি, কালো রং -এর জুব্বা, হাড় দ্বারা তৈরী চিরুনী, সুতীর টুপী, সুতী কাপড়ের তৈরী কোরতা, খেজুর গাছের ছালপূর্ণ বালিশ, সেগুন কাঠের তৈরী চৌকি, ঝাউ কাঠের তৈরী মিম্বার, নাইলন ফিতার

সেন্ডেল ইত্যাদি ছাপিয়ে ৫ টাকা মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। এর বৈধতা জানতে চাই।

-আবদুল হাফীয
জান্নাতপুর, চাঁদপাড়া
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত আসবাবপত্রগুলো ছাপিয়ে বিক্রি করা বিভিন্ন কারণে জায়েয নয়। (১) শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ) -এর কথা, কর্ম ও অনুমোদন অনুসরণের যোগ্য। তাঁর বাড়ী-ঘর বা আসবাবপত্র অনুসরণের যোগ্য নয়। বরং আসবাবপত্রগুলোকে ভক্তি করা বা ভক্তির লক্ষ্যে ক্রয় করা শিরক-বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। (২) এগুলো ছাপিয়ে বিক্রি করলে মুসলমানের আক্বীদা নষ্ট হয়ে যাবে। তারা এগুলো মনে-প্রাণে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করবে। যা শিরক। (৩) উপরোক্ত জিনিসগুলো ছাপাতে মিথ্যা ও কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কারণ, এগুলোর রূপরেখা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের থেকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। বরং তাঁরা শিরক ও বিদ'আতের ভয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন। যেমন একথা সর্বজন বিদিত যে, ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে নষ্ট করেছিলেন এবং রাসূল (ছাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে গাছের নীচে বায়'আত নিয়েছিলেন সে গাছটি ওমর ফারূক (রাঃ) কেটে ফেলেছিলেন। কারণ, মানুষ সে গাছকে ভালবাসত এবং সেখানে যেত। ওমর (রাঃ) 'হাজরে আসওয়াদ' চুম্বন করলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই আমি জানি তুমি একটা পাথর মাত্র। তুমি কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারনা। যদি আমি রাসূল (ছাঃ) -কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহ'লে তোমাকে চুম্বন করতাম না'। *-বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ২১৭।* অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন বস্তু সম্মানের যোগ্য নয়। বরং শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ) -এর কথা, কর্ম ও অনুমোদনই অনুসরণের যোগ্য।

*****

ব্যাখ্যাঃ অক্টোবর'৯৯, পৃঃ ৪৯ প্রশ্নোত্তর (৩/৩)-য়ে 'যুলায়খার সাথে ইউসুফ (আঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল জেল থেকে বের হওয়ার এক বছর পরে এবং যুলায়খার স্বামী মারা যাবার পরে মিসরের বাদশাহের নিজস্ব উদ্যোগে' একথার সূত্র হিসাবে দ্রষ্টব্যঃ (১) কুরতুবী, সূরায়ে ইউসুফ ৫৪ আয়াতের তাফসীর। তাবেঈ বিদ্বান ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ও ইবনু যায়েদ প্রমুখাত বর্ণিত। ৯/২১৩-১৪ পৃঃ (২) ইবনু কাছীর, ঐ, ৫৪-৫৭ আয়াতের তাফসীর। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক -এর বর্ণনা। ২/৫০০ পৃঃ (৩) শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর, ঐ ৫০-৫৭ আয়াতের তাফসীর। যায়েদ বিন আসলামের বর্ণনা। ৩/৩৬ পৃঃ (৪) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীর বরাতে (বঙ্গানুবাদ, সংক্ষেপায়িত) পৃঃ ৬৭৩।

উপরোক্ত তাফসীর সমূহে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, মিসরের তৎকালীন বাদশাহ্‌র নাম ছিল রাইয়ান বিন ওয়ালীদ, যিনি আমালীক্ব বংশের নৃপতি ছিলেন। যুলায়খা ছিলেন তাঁর ভাগিনেয়ী। যুলায়খার স্বামী উৎফীর বা কিৎফীর। তিনি বাদশাহের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন এবং উপাধি ছিল 'আযীয'। কারু মতে তিনি পুরুষত্বহীন ছিলেন এবং সেকারণ তাদের কোন সন্তানাদি ছিল না। ইউসুফ (আঃ) জেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন ও যুলায়খা বিধবা হন। ৩০ বছর বয়সে ইউসুফ (আঃ) জেল থেকে মুক্তি পান। অতঃপর এক বা দেড় বছর পরে বাদশাহ ইউসুফ (আঃ)-কে রাজস্ব বিভাগসহ নিজের বাদশাহী সোপর্দ করেন এবং তিনি ইউসুফ (আঃ)-কে স্বীয় বিধবা ভাগিনেয়ী যুলায়খার সাথে বিবাহ দেন। যুলায়খার গর্ভে ইউসুফ (আঃ)-এর দু'টি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। যাদের নাম হ'ল ইফরাহীম ও মানশা। প্রথম পুত্রের ছেলের নাম ছিল 'নূন'। যিনি খ্যাতনামা নবী ইউশা' বিন নূন (আঃ)-এর পিতা ছিলেন। ইফরাহীমের মেয়ের নাম ছিল 'রহমত'। যিনি আইয়ূব (আঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন।

তবে কুরআন বা ছহীহ হাদীছ সমূহে এসবের বিস্তারিত কোন বর্ণনা নেই। যদিও কুরআনে একে 'সুন্দরতম কাহিনী' (ইউসুফ ৩) বলে অভিহিত করা হয়েছে। তথাপি সেখানে মৌলিক ও শিক্ষনীয় বিষয়গুলিই কেবল ইশারায় ও সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহের ভিত্তি মূলতঃ ইহুদী-নাছারাদের বর্ণিত কাহিনী সমূহের উপরে। 'অহি' দ্বারা সত্যায়িত নয় বিধায় এগুলি সত্য বা মিথ্যা দু'টিই হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ হ'লঃ 'তোমরা আহলে কিতাবদের বক্তব্য সমূহকে সত্য মনে করো না বা মিথ্যা মনে করো না। বরং তোমরা বল যে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপরে এবং যা তিনি নাযিল করেছেন আমাদের প্রতি, তার উপরে' (বাক্বারাহ ১৩৬)। -বুখারী, মিশকাত হা/১৫৫ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। =পরিচালক, দারুল ইফতা।

শায়খ আলবানী আর নেই!

আধুনিক বিশ্বে হাদীছ শাস্ত্রের অনন্য প্রতিভা মুহাদ্দিছ কুল শিরোমণি শায়খ মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (৮৬) গত ২২শে জুমাদাল আ-খেরাহ মোতাবেক ২রা অক্টোবর'৯৯ শনিবার দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন। আলবেনিয়া থেকে সিরিয়ায় হিজরতকারী এই মহামনীষী গত জুলাই'৯৯-তে হাদীছ শাস্ত্রে অনন্য অবদানের জন্য 'বাদশাহ ফায়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার' লাভ করেছিলেন। এ বছরের ১৩ই মে সঊদী আরবের মুফতীয়ে 'আম শায়খ বিন বাযের (৮৬) মৃত্যু ও ২রা অক্টোবরে সিরিয়ার জামা'আতে আহলেহাদীছের আমীর শায়খ আলবানীর (৮৬) মৃত্যুর ফলে দু'দু'জন শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন ও হাদীছ বিশারদ পণ্ডিতের অনন্য খিদমত হ'তে মুসলিম বিশ্ব বঞ্চিত হ'ল।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আগষ্ট'৯৯ সংখ্যা ৪৩ পৃষ্ঠায় মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী রয়েছে। আগামীতে পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশের ইচ্ছা রইল। -সম্পাদক]

http://islaminonesite.wordpress.com